সূচিপত্র

# সাপ্তাহিক আরাফাত

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◇ ৩০ অক্টোবর ২০২৩ ◇ সোমবার ◇ বর্ষ: ৬৫ ◇ সংখ্যা: ০৫-০৬

গাজা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ফিলিস্তিন

সাপ্তাহিক
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
# আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

## গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

## ব্যাংক একাউন্টসমূহ

**বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস**
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

**বিকাশ নম্বর**
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

**সাপ্তাহিক আরাফাত**
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

**মাসিক তর্জুমানুল হাদীস**
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক
# আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

✱ বর্ষ : ৬৫
✱ সংখ্যা : ০৫-০৬
✱ বার : সোমবার

◈ ৩০ অক্টোবর-২০২৩ ঈসায়ী
◈ ১৪ কার্তিক-১৪৩০ বঙ্গাব্দ
◈ ১৪ রবিউল সানি-১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ
## সাপ্তাহিক আরাফাত
জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

| | | | |
|---|---|---|---|
| সম্পাদক | : ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬ | বিপণন অফিসার | : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০ |
| সহযোগী সম্পাদক | : ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭ | কম্পিউটার বিভাগ | : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭ |
| ব্যবস্থাপক | : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১ | টেলিফোন | : ০২-৭৫৪২৪৩৪ |

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

## مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين


### গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

| দেশ | বার্ষিক | সান্মাসিক |
|---|---|---|
| বাংলাদেশ | ৭০০/- | ৩৫০/- |
| দক্ষিণ এশিয়া | ২৮ U.S. ডলার | ১৪ U.S. ডলার |
| এশিয়ার অন্যান্য দেশ | ৩০ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| সিঙ্গাপুর | ৩৫ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই | ৩০ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| মধ্যপ্রাচ্য | ৩৫ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ | ৫০ U.S. ডলার | ২৬ U.S. ডলার |
| ইউরোপ ও আফ্রিকা | ৪০ U.S. ডলার | ২০ U.S. ডলার |

### “সাপ্তাহিক আরাফাত”

**ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড**

**বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)**

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

### “সাপ্তাহিক আরাফাত”

**অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫**

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

## সূচিপত্র


- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **অন্তিমজ্জায় যারা বেঈমান**
    আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - ❖ **জুলুমের পরিণাম ভয়াবহ**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ০৮
- **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **মুসলিম স্পেন : উত্থান-পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত**
    আবু সা'আদ ড. মো. ওসমান গনী- ১৩
  - ❖ **সালাতুল ফাজর : আল্লাহর অপার এক অনুগ্রহ**
    অনু. ও সংক. : শা. মু. ইব্রাহীম আ. হালিম মা.- ১৭
  - ❖ **ইসলামের দৃষ্টিতে সবর : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা**
    অধ্যাপক আহমাদুল্লাহ- ১৯
  - ❖ **প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা**
    মেহেদী হাসান সাকিফ- ২২
- **সাহাবা চরিত :**
  - ❖ **'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা**
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ২৪
- **নিভৃত ভাবনা :**
  - ❖ **রক্তাক্ত জনপদ ফিলিস্তিন!**
    আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী- ২৬
- **ক্বাসাসুল ক্বুরআন :**
  - ❖ **আইয়্যুব (আলাইহিস সালাম)-এর ধৈর্যশীলতা**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ২৭
- **বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস** ২৮
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময় :**
  - ❖ **... সৌরজগৎ (Solar System)**
    এম. এ. মোমেন- ৩১
- **বিশেষ প্রতিবেদন :**
  - ❖ **রোহিঙ্গা শিবিরের নূর**
    আশরাফুল কবির- ৩৩
- **কিশোর ভুবন :**
  - ❖ **একটি পাথরের আত্মকথা**
    মূল : আব্দুত তাওয়াব ইউসুফ, অনুবাদ : আহমাদ রফিক- ৩৫
- **কবিতা** ৩৭
- **জমঈয়ত সংবাদ** ৩৮
- **শুব্বান সংবাদ** ৪১
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪২
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৭

৬৫ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ৩০ অক্টোবর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১৪ রবিউস্ সানি- ১৪৪৫ হি.

## সম্পাদকীয়

# ফিলিস্তিনের অসহায় মুসলিমগণের আর্তনাদ শোনার কেউ আছে কি?

ইজরাঈল ইংরেজি ভার্সন। ইবরানি ভাষায় ইসরাঈল বলে। অর্থ- মহান আল্লাহর বান্দা। এটি ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর উপাধি। বর্তমান ইজরাঈলিদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী বলেছেন। এদের নির্দিষ্ট কোনো দেশ বা ভূখণ্ড নেই। ফিলিস্তিনের একাংশ দখল করে সেথায় ইয়াহূদী বসতি স্থাপন করেছে। বিশ্ব মানচিত্রে আজ তা ইজরাঈল রাষ্ট্র নামে পরিচিত। দখলদার ও আগ্রাসী হওয়ায় মুসলিম বিশ্ব তাদেরকে স্বীকৃতি দেয়নি। আমাদের বাংলাদেশ তাদেরকে স্বীকৃতি না দিয়ে নৈতিকতার পরিচয় দিয়েছে। ইজরাঈল বা ইয়াহূদী জাতি মজ্জাগতভাবে দুষ্টমতির লোক। সত্য জেনেও বক্রহৃদয়ের কারণে তা প্রত্যাখ্যান করে। সে জন্য আল্লাহ তা'আলা এদেরকে অভিশপ্ত জাতি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আসমানি গ্রন্থ ইন্জিল অবতীর্ণের পর তাওরাতের হুকুম রহিত করা হয়। আর কুরআন অবতীর্ণের সাথে সাথে ইন্জিল, তাওরাত, যবূরসহ বিগত সব আসমানি গ্রন্থের হুকুম রহিত করে কেবল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণে কুরআন মানা আবশ্যক করা হয়। এতদ্সত্ত্বে মদিনার ইয়াহূদী এবং নাজরানের কাফির সম্প্রদায় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ইয়াহূদীবাদ গ্রহণের সবক দেওয়ার মতো ধৃষ্টতা দেখায়। এর দ্বারা সহজেই অনুমেয় যে, ইয়াহূদীরা কতইনা ঔদ্ধত্যপূর্ণ দুষ্ট জাতি। কোনো মুসলিম এ সত্য জানার পর ইয়াহূদীচক্রের প্রতি কোনোভাবে আস্থা রাখতে পারে কী(?) কখনই না। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন : ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্ম না মানা পর্যন্ত কোনো দিনই সন্তুষ্ট হবে না। ভূ-রাজনীতির কারণে কোনো মুসলিম দেশ ইজরাঈলকে সমর্থন করলে তা আত্মঘাতি হবে –তাতে সন্দেহ নেই। সে কারণে অনেকেই সতর্কতা অবলম্বন করছেন।

ফিলিস্তিন আরব অন্তর্ভুক্ত দেশ। এখানে অনেক নবী (আলাইহিস সালাম)-এর আগমন ঘটেছে। সেখানে রয়েছে মুসলিমগণের প্রথম ক্বিবলা মাসজিদুল আক্বসা। রয়েছে অনেক নবী (আলাইহিস সালাম)-এর ক্বর। সেথায় আগমন করবেন ইমাম মাহদী। অবতরণ করবেন 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)। সে কারণে এটি মুসলিম উম্মাহর কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। আর ইয়াহূদীরা ইসলামের জাত শত্রু হওয়ায় তারা মুসলিম নিধনে মরিয়া। তারা সেখানে অবৈধ বসতি স্থাপন করছে। মাসজিদুল আকসায় মুসলিমগণকে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে। ঠুনকো অজুহাতে ধ্বংসাত্মক আধুনিক অস্ত্র নিয়ে নিরস্ত্র ফিলিস্তিনী মুসলিমগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাচ্ছে না গর্ভবতী মা ও শিশু। ধ্বংস হচ্ছে মুসলিম স্থাপনা ও বসতভিটা। কাফিররা সব একজোট। মুসলিমের রক্ত দেখে তারা উল্লাস করে। আর এটাই স্বাভাবিক। কেননা কাফিররা কখনো মুসলিমগণের বন্ধু হতে পারে না। বিগত দু'সপ্তাহের বেশি সময় ধরে স্মরণকালের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চলছে ফিলিস্তিনে। আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠছে অসহায় মুসলিমগণের আহাজারিতে। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গিয়ে আশ্রয় পাচ্ছে না অনেকে। ঔষধ ও অক্সিজেনের সংকট। এমনকি একফোঁটা পানির জন্য চলছে হাহাকার। কাফিররা ওদের মিত্র ইয়াহূদীদেরকে অস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে ও মনোবল দিয়ে সাহায্য করছে। আর আমরা মুসলিম হয়েও আমাদের নির্যাতিত মুসলিমগণের পাশে কোনোভাবে দাঁড়াতে পারছি না। অস্ত্র ও জনবলতো দূরের কথা– নৈতিক সমর্থন দিয়ে ও দু'আ করেও পাশে থাকছি না।

আজ যারা বিপদের সম্মুখীন, ঘুমের ঘরেই কারো মৃত্যু, জাগ্রত হয়ে দেখে ধ্বংসস্তূপ, চতুর্পার্শ্বে লাশের পাহাড়- তারা কতইনা বেদনাক্লিষ্ট। আমরা দূর থেকে দেখে কেবল সহমর্মিতার অভিনয় করছি; কিন্তু যুদ্ধ বন্ধে কোনো প্রচেষ্টা রাখছি না। এ যদি হয় আমাদের অবস্থা, তাহলে কালের আবর্তে আমাদের অবস্থা কোথায় দাঁড়াবে, কখনো কি তা ভেবে দেখেছি? আজ আমি আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন নিয়ে বিভোর। বাড়ি-গাড়ি করার জন্য হালাল-হারামের ভেদাভেদ না করে সম্পদের পাহাড় গড়ছি। নৈতিকতাকে নির্বাসন দিয়ে হিংসা-বিদ্বেষ ও জিঘাংসার রাজত্ব কায়েম করছি। আমি কি চিরদিন বেঁচে থাকবো? সঞ্চিত সম্পদ ভোগ করার কোনো নিশ্চয়তা আমার আছে কি? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "সেই নির্যাতিত পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলবে– হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ অত্যাচারী জনপদ থেকে বের করে দাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী অভিভাবক নিযুক্ত করে দাও।"

ফিলিস্তিনিরা লড়ছে নিজ বসতভিটার জন্য। লড়ছে মাসজিদুল আক্বসা উদ্ধারের জন্য। আজ তাঁরা নিজ দেশে পরবাসী। যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, তারা চাইলে আন্তর্জাতিক ঐক্য গড়ে তুলতে পারে। ইজরাঈলকে কঠোর চাপে কোণঠাসা করতে পারে। অবৈধ অভিবাসন বন্ধের কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। ঔষধ, খাদ্য ও পানীয় নিয়ে অসহায় ফিলিস্তিনি মুসলিমগণের পাশে দাঁড়াতে পারে। আমরা যারা নির্বাহী ক্ষমতা রাখি না, তারা নিজ নিজ দেশের সরকার কিংবা নিবন্ধিত সংস্থার মাধ্যমে সাহায্যের হাত বাড়াতে পারি। কূনূতে নাযেলা পড়ে দখলদার ইয়াহূদীদের উপর লানত করতে পারি। মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে দু'আ করতে পারি। এখানে আপত্তি কোথায়? মুসলিমের বিপদে যাদের কাঁদে না মন, আর যা-ই হউক তারা সত্যিকারের মুসলিম হতে পারে না। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সত্য বুঝার তাওফীক্ব দাও! ফিলিস্তিনের অসহায় নির্যাতিত মুসলিমগণকে দখলদার ইয়াহূদীদের হাত থেকে রক্ষা করো– তুমিই উত্তম বিধায়ক। ❑

৬৫ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ৩০ অক্টোবর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১৪ রবিউস্ সানি- ১৪৪৫ হি.

## আল কুরআনুল হাকীম

# অস্তিমজ্জায় যারা বেঈমান

–আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন*

**আল্লাহ তা'আলার বাণী**

﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى قَالُوا۟ نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ○ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ○ وَقَالُوا۟ كُونُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ تَهْتَدُوا۟ ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِـۧمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ○ قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ﴾

**সরল বাংলায় আনুবাদ**

"তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয় যখন সে সন্তানদের বলল : আমার পর তোমরা কার 'ইবাদত করবে তারা বললো আমরা তোমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রা-হীম, ইসমা'ঈল ও ইসহাকের উপাস্যের 'ইবাদত করব। তিনি একক উপাস্য। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী। সে সম্প্রদায় অতীত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে তা তাদের জন্য এবং তোমরা যা করছ তা তোমাদের জন্য। তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না। তারা বলে তোমরা ইয়াহূদী অথবা খ্রিষ্টান হয়ে যাও তবেই সুপথ পাবে। আপনি বলুন কখনই নয়; বরং আমরা ইব্‌রা-হীমের ধর্মে আছি যাতে বক্রতা নেই। সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তোমরা বলো আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্‌রা-হীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা 'ঈসা অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।"[১]

**বিশেষ পরিভাষা**

شُهَدَآءَ অর্থ- স্বাক্ষীগণ। এখানে ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা বুঝানো হয়েছে। بَعْدِىْ -আমার পর। অর্থাৎ- আমার মৃত্যুর পর। أُمَّةٌ -একটি জাতি বা দল। خَلَتْ -অতিবাহিত হয়ে গেছে। لَهَا مَا كَسَبَتْ -সে জাতি যা করেছে, তার প্রতিফল পাবে। وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ -আর তোমরা তোমাদের 'আমলের ফলাফল পাবে। هُوْدًا অর্থ- ইয়াহূদীগণ। এখানে মদীনার ইয়াহূদী উদ্দেশ্য। نَصَرَىٰ -খ্রিষ্টানগণ। এখানে নাজরানের অধিবাসী খ্রিষ্টান উদ্দেশ্য। حَنِيْفًا অর্থ- একনিষ্ঠভাবে। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল প্রকার ধর্ম হতে মুক্ত-পবিত্র হয়ে একনিষ্ঠভাবে ইব্‌রা-হীমী মিল্লাতের অনুসরণ করো। اَلْأَسْبَاطِ -সন্তান-সন্ততি। এখানে বানী ইস্‌রা-ঈলের অনুসারী তথা ইব্‌রা-হীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক্ব ও ইয়াকুব (আলাইহিমুস সালাম)-এর বংশধরকে বুঝানো হয়েছে। لَا نُفَرِّقُ -আমরা পার্থক্য করবো না। অর্থাৎ- ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের মতো কিছু মানবো আর কিছু মানবো না, এমনটি নয়; বরং আমরা সত্য পুরোপুরি মেনে চলবো।

**শানে নুযূল বা অবতরণের প্রেক্ষাপট**

মহান আল্লাহর বাণী–

﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ﴾

এ আয়াতে কারীমা ইয়াহূদী প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। যখন তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বলেছিল : আপনি কি জানেন না যে, ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) মৃত্যুর সময় তার উম্মতকে ইয়াহূদী ধর্ম অনুসরণের জন্য ওয়াসীয়াত

---

* *সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত। সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস।*

[১] *সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ :* ১৩৩-১৩৬।

করেছিলেন? তাদের এ অবান্তর দাবির খণ্ডন করে উপর্যুক্ত আয়াতখানা অবতীর্ণ করেন। আর মহান আল্লাহর বাণী–

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا﴾

এ আয়াতের অবতরণ সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম সাহাবী ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সূত্রে বর্ণনা করেন। ইবনু সুরিয়া নামক এক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলে– আমরা যে ইয়াহূদী ধর্মের উপর আছি, সেটি ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম হিদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কাজেই হে মুহাম্মাদ! আমাদের ধর্মের অনুসরণ করুন, তাহলে হিদায়াত পাবেন। ইয়াহূদীর এ মিথ্যা দাবির অসারতা প্রমাণ করে আল্লাহ তা'আলা উপর্যুক্ত আয়াতখানা নাযিল করেন।[২]

অপর বর্ণনায় এসেছে– মদীনার ইয়াহূদী প্রধান যথাক্রমে কা'ব ইবনুল আশ্‌রাফ, মালিক ইবনুস সাইফ ও আবূ ইয়াসির ইবনু আখত্বাব এবং নাজরানের খ্রিষ্টানদের অবান্তর দাবি খণ্ডনার্থে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তারা নিজ নিজ ধর্ম নিয়ে বড়াই করে মুসলিগণকে বলে– আমরা সত্য দীনের উপর আছি। ইয়াহূদীরা বলতো মূসা (আলাইহিস সালাম) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। আর তাঁর প্রতি নাযিলকৃত তাওরাত গ্রন্থই সর্বোত্তম গ্রন্থ। অপরদিকে খ্রিষ্টানরা বলতো– আমাদের নবী 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) শ্রেষ্ঠ নবী এবং ইঞ্জিল কিতাবই শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মকে সকল ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করতো। এ দাবির সূত্রধরে তারা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও কুরআনকে অস্বীকার করতো। তাদের এ মিথ্যাদাবি খণ্ডন করে আল্লাহ তা'আলা বক্ষমান আয়াতখানা নাযিল করেন।

**প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা**

**মহান আল্লাহর বাণী :**

﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ﴾

"তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়।"

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইসমা'ঈল বংশধর আরব মুশরিক ও ইয়াকুব বংশধর ইস্‌রা-ঈল জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে বলেন : ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর যখন মৃত্যু সন্নিকটে আসলো, তখন তিনি তাঁর সন্তান-সন্ততিকে এ মর্মে অন্তিম উপদেশ দিয়েছিল যে, তারা কেবল মহান আল্লাহর 'ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। আল-কুরআনে সেটি উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে–

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾

"আমার পর তোমরা কার 'ইবাদত করবে তারা বললো আমরা তোমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রা-হীম, ইসমা'ঈল ও ইসহাকের উপাস্যের 'ইবাদত করব।"

এখানে অগ্রাধিকার বিবেচনায় পিতার কাতারে ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর নাম নেওয়া হয়েছে। কেননা তিনি ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর চাচা। আর নূহাস বলেন : আরবগণ চাচাকে বাবা বলে ডাকতো।[৩] ইমাম ইবনু হাজর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর ভুবন বিখ্যাত ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেন : যারা দাদাকে পিতা গন্য করে তদ্বারা ভাইদেরকে সম্পদ হতে অংশবঞ্চিত সাব্যস্ত করে, তারা এ আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করে। অনুরূপ কথা আস-সিদ্দীক্ব সূত্রে ইমাম বুখারী সাহাবী ইবনু 'আব্বাস ও ইবনুয যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : এ মতের বিপরীত কোনো বক্তব্য নেই।[৪] আর সে মতই মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) গ্রহণ করেছেন। আল-হাসান আল-বাসরী, তাউস ও 'আত্বা একই মত পোষণ করেছেন। ইমাম মালেক, শাফে'য়ী ও আহমাদ স্বীয় প্রসিদ্ধ মতে ভাইয়ের অংশ প্রাপ্তির কথা রয়েছে। আর এ মতের পক্ষে 'উমার, 'উসমান, 'আলী, ইবনু মাস'ঊদ, যায়েদ ইবনু সাবিত ও পূর্বসূরী ও পরবর্তী একদল আলেমের অভিমত আছে।

**মহান আল্লাহর বাণী :**

﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ﴾

"তারা বললো : আমরা তোমার পিতৃপুরুষগণের ইলাহের 'ইবাদত করবো।"

আয়াতাংশে ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর সন্তানদের তাওহীদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। মৃত্যুর আগে তাদেরকে ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) জিজ্ঞেস করেছিলেন– আমার পর তোমরা কার 'ইবাদত করবে। আমি যে মহান আল্লাহর 'ইবাদত করি, তোমরা কি সে তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে? তখন তাঁর সন্তানেরা দৃঢ়তার সাথে বললো– তাওহীদ থেকে আমরা বিচ্যুত হবো না; বরং আমরা ইব্‌রা-হীম, ইসমা'ঈল ও ইসহাক যে মহান আল্লাহর 'ইবাদত করতেন, আমরাও সেই মহান আল্লাহর 'ইবাদত করবো। তার সাথে কাউকে

[২] *আত্ তাফসীরুল মুনীর- ড. ওয়াহবা আয্ যোহায়লী, দারুল ফিক্‌র, দামেস্ক, ১/৩৫০।*

[৩] *তাফসীরে কুরতুবী- ২/১৩৮। গৃহীত : আল মিসবাহুল মুনীর ফী তাহযিবি তাফসীর ইবনু কাসীর- দারুস সালাম, রিয়াদ, ১০৯।*

[৪] *ফাতহুল বারী- ইবনু হাজার আল আসক্বালানী, ১২/১৯।*

শরিক করবো না। আর আমরা হলাম অনুগত ও বিনয়ী বান্দা। যেমন- বিনয়ী তার সকল সৃষ্টি।[৫] এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَهُۥٓ أَسۡلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ طَوۡعٗا وَكَرۡهٗا وَإِلَيۡهِ يُرۡجَعُونَ﴾

"আর আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।"[৬]

এ কথা বিধিত যে, ইসলাম নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে প্রেরিত দ্বীন। নবী-রাসূলদের শরিয়ত ও মানহাযে ভিন্নতা থাকলেও তাওহীদের মূল চেতনা এক। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ﴾

"আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই 'ইবাদত করো।"[৭]

এরূপ আরো অনেক আয়াত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

وَالْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ.

"আর নবীগণ সকলেই বৈমাত্রেয় সন্তান।"[৮]

অর্থাৎ- নবীগণের দা'ওয়াতী মিশন এক। আর তা হচ্ছে তাওহীদ বা একত্ববাদ। যেন তাঁরা সকলে এক পিতার ও বিভিন্ন মাতার সন্তান।

**মহান আল্লাহর বাণী :**

﴿تِلۡكَ أُمَّةٞ قَدۡ خَلَتۡ﴾

"সে উম্মত বা সম্প্রদায় অতীত হয়ে গেছে।"

এ আয়াতে ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদেরকে এ কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তোমাদের পুর্বপুরুষ গত হয়ে গেছেন। এখন তাদের দিকে সম্বন্ধ করে কোনো লাভ নেই। যদি তোমরা শেষ নবীর অনুসরণ করে ভালো কিছু করো, তাহলে সেটির ফল তোমরা ভোগ করবে। তাদের কর্মফল তারা ভোগ করবেন, আর তোমরা তোমাদের কর্মফল ভোগ করবে। কাজেই তাঁরা যা করেছেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না।[৯]

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰ تَهۡتَدُواْ﴾

"আর তারা বললো– তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান হয়ে যাও, তাহলে হিদায়াত পাবে।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : ইয়াহূদী ইবনু সুরিয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললো– হিদায়াততো সে পথেই রয়েছে যার অনুসরণ আমরা করি। আপনি আমাদের অনুসরণ করুন, তাহলে হিদায়াত পাবেন। খ্রিষ্টানরাও একই কথা বললো। তখনই আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতখানা নাযিল করে জানিয়ে দিলেন যে, ইব্‌রা-হীমী মিল্লাত তথা একনিষ্ঠ তাওহীদের অনুসরণেই কল্যাণ আছে; তোমাদের বিকৃত শির্‌কী পথে কোনো কল্যাণ নেই।[১০] মুজাহিদ ও আর-রাবি'ঈ ইবনু আনাস আয়াতে উল্লেখ حَنِيفًا শব্দের অর্থ 'অনুসারীরূপে' করেছেন। আর আবূ ক্বিলাবাহ্ حَنِيفًا বলতে পূর্ব ও পরবর্তী রাসূলগণকে বুঝিয়েছেন।[১১]

**মহান আল্লাহর বাণী :**

﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا﴾

"তোমরা বলো! আমরা আল্লাহর প্রতি ও যা আমাদের প্রতি নাযল করা হয়েছে তাতে ঈমান এনেছি।"

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাগণকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তার সবিস্তারে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর পূর্ববর্তী নবীগণের উপর যা নাযিল করেছেন, তাতে মৌলিকভাবে ঈমান আনতে বলেছেন। তাঁরা যে সত্য নবী ছিলেন সে কথায় কোনো পার্থক্য না করে সকলের উপর ঈমান আনতে হবে। কোনো কোনো নবীকে মানবে আর কাউকে অস্বীকার করবে তা হবে না।[১২] অবিশ্বাসীদের চরিত্র উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

[৫] *আল-মিসবাহুল মুনীর ফী তাহযিবি তাফসীর ইবনু কাসীর- দারুস সালাম, রিয়াদ, ১০৯।*
[৬] *সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান : ৮৩।*
[৭] *সূরাহ্ আল আম্বিয়া- : ২৫।*
[৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৪২।*
[৯] *প্রাগুক্ত- ১০৯।*
[১০] *ইবনু আবি হাতিম- ১/৪০৫।*
[১১] *প্রাগুক্ত- ১/৩৯৭।*
[১২] *আল-মিসবাহুল মুনীর ফী তাহযিবি তাফসীর ইবনু কাসীর- দারুস সালাম, রিয়াদ, ১১০।*

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ○ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ حَقّٗاۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا﴾

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছি অপমানজনক ‘আযাব।”[১৩]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَقْرَؤُوْنَ التَّوْرَاةَ بالعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بالعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : لَا تُصَدِّقُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوْهُمْ، وَقُوْلُوْا : «آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا».

“আহলে কিতাবগণ ইবরানী ভাষায় তাওরাত পড়তো এবং মুসলিমদের জন্য আরবিতে ব্যাখ্যা করতো। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : আহলে কিতাবদেরকে সত্য বলো না এবং মিথ্যাও বলো না; বরং বলো– আমরা মহান আল্লাহর প্রতি ও যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তাতে ঈমান এনেছি।”[১৪] ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে ইমাম মুসলিম, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী স্ব-স্ব হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বেশিরভাগই (রাতের শেষাংশে) ফজরের আগে সালাতে প্রথম রাকআতে «آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا» এবং দ্বিতীয় রাকআতে «آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَاشهد بأنا مسلمون» পড়তেন। আর ইব্‌রা-হীম, ইসমা‘ঈল, ইসহাক্ব ও ইয়াকুব (আলাইহিমুস সালাম)-এর পর উল্লেখিত আয়াত দ্বারা ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর ১২জন সন্তানকে বুঝানো হয়েছে বলে ক্বাতাদাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) অভিমত দিয়েছেন। আর আল-খলীল ইবনু আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) এর দ্বারা বানী ইস্‌রা-ঈল-এর গোত্রসমূহ উদ্দেশ্য করেছেন।[১৫] ক্বাতাদাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : আয়াতের মর্ম হচ্ছে– আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনগণকে সব আসমানী কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর সুলাইমান ইবনু হাবীব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : আল্লাহ তা‘আলা কেবল তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রতি ঈমান আনতে বলেছেন; ‘আমল করতে বলেননি।[১৬]

### দারসের শিক্ষাসমূহ

১. দুনিয়া থেকে বিদায়ের অন্তিম সময়ে সন্তানদেরকে খালেস তাওহীদের উপর স্থির থাকার উপদেশ দেওয়া সৎ মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২. ইয়াহূদীরা মজ্জাগত প্রতিবন্ধি এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ জাতি। তারা বিকৃত তাওরাতের প্রতি মুহাম্মাদ রাসূল (ﷺ) ও তাঁর অনুসারীগণকে দা‘ওয়াত দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

৩. সব নবী ও রাসূল (আলাইহিমুস সালাম)-এর মূল দা‘ওয়াত ছিল তাওহীদ বা একত্ববাদ। যদিও তাঁদের শরিয়তে কিছুটা ভিন্নতা ছিল।

৪. মানুষ তার কর্মফল ভোগ করবে। কেউ কারো বোঝা বহন করবে না। কাজেই আমরা আমাদের নির্ধারিত দীন মেনে ‘আমল করতে আদিষ্ট।

৫. নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা আমাদের উপর ফর্‌য। তাঁদের যেসব কথা কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থন করে, তা মানা ও বলা যাবে। পক্ষান্তরে যা এতদুভয় উৎস সমর্থন করে না, তা কোনোভাবেই মানা যাবে না।

### উপসংহার

আজকের ইজরাঈল মূলত ‘ইব্‌রানী ভাষায় বর্ণিত ইস্‌রাঈল। এরা ইতিহাসে সর্ব নিকৃষ্ট জাতি। তাদের অস্তিমজ্জায় কপটতা বিদ্যমান। তারা ইসলাম ও মুসলিমের জাতশত্রু। আল্লাহ তা‘আলা এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, ওদের বিকৃত ধর্মের অনুসরণ না করা পর্যন্ত কারো প্রতি তারা আস্থা রাখে না। ভূ-রাজনীতিতে কিছু মানুষ স্বার্থান্ধ। তারা বৈশ্বয়িক প্রতিপত্তি লাভের নেশায় ঐসব নিকৃষ্ট ইয়াহূদী জাতিকে সমর্থন করে এবং পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে থাকে। যার ফলে ফিলিস্তিনের মুসলিম জনগণকে ভিটেমাটি ছাড়া করে সেখানে ইয়াহূদী বসতি স্থাপনকে তারা উৎসাহিত করে। দখলদার ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা এবং তাদের ধ্বংস কামনা করে দু‘আ করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ তা‘আলা নির্যাতিত ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সহায় হোন –আমীন। ❑

---

[১৩] *সূরাহ্ আন্ নিসা : ১৫০-১৫১।*
[১৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৪৮৫।*
[১৫] *ইবনু আবি হাত্বিম- ১/৩৯৯ ও কুরতুবী- ২/১৪১।*
[১৬] *ইবনু আবি হাত্বিম- ১/৪০০।*

৬৫ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ৩০ অক্টোবর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১৪ রবিউস্ সানি- ১৪৪৫ হি.

## হাদীসে রাসূল ﷺ

# জুলুমের পরিণাম ভয়াবহ

**–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ**

**রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অমিয় বাণী**

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "إِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

**সরল অনুবাদ**

"'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, অবশ্যই জুলুম কিয়ামত দিবসে ঘোরতর অন্ধকারে পরিণত হবে।"[১৭]

**বর্ণনাকারীর পরিচয়**

**নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম 'আব্দুল্লাহ, উপনাম আবূ 'আব্দুর রহমান, পিতার নাম 'উমার ইবনুল খাত্তাব।[১৮] যিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। মাতার নাম যয়নব বিনতু মাযঊন।

**জন্ম ও বংশধারা :** তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায়নি। তবে নবুওয়াতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কেননা বদর যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর। আর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল নবুওয়াতের ১৫ বছর পর।[১৯]

**তার বংশ পরিক্রমা হলো–** 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার ইবনুল খাত্তাব ইবনু নুফাইল ইবনু 'আব্দুল উযযা ইবনু রাবাহ্ ইবনু কুরত ইবনু জারাহ ইবনু আদী ইবনু কা'ব ইবনু লুববী।[২০]

**ইসলাম গ্রহণ :** নবুওয়াতের ছয় বছর পর স্বীয় পিতা 'উমার ফারূক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে (প্রায়) পাঁচ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ১১ বছর বয়সে তিনি স্বীয় পিতা ও নিজ পরিবারের সাথে মদীনায় হিজরত করেন।

**যুদ্ধে অংশগ্রহণ :** বয়কনিষ্ঠ হওয়ার কারণে তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে খন্দকসহ পরবর্তী সব যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বাইয়াতুর রিদওয়ানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

**হাদীসের খেদমত :** তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি সর্বমোট ২৬৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন।[২১] কারো মতে তিনি ১৬৩০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২২]

**গুণাবলী :** 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন তাক্বওয়াবান, প্রাজ্ঞ আলেম, বিনয়ী, কোমলপ্রাণ, ধৈর্যশীল, বদান্য, আত্মত্যাগী, অল্পে তুষ্ট, স্পষ্টবাদী ও অন্যায় বর্জনকারী। তাঁর পরহেযগারি সম্পর্কে মায়মুন ইবনু মিহরান বলেন, আমি ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে সার্বিক ব্যাপারে অধিক পরহেযগার আর কাউকে দেখিনি।

**ইন্তেকাল :** খলিফা 'আব্দুল মালেকের শাসনামলে ৭৩ হিজরিতে ৮৬ বছর বয়সে মক্কার নিকটবর্তী 'কাখ'নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন।[২৩] তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ। তাঁকে মুহাজিরদের কবরস্থান, যিতুয়াতে সমাহিত করা হয়।

**জুলুমের পরিচয় :** যার যা প্রাপ্য তাকে সেই প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নাম জুলুম। সে হিসেবে কারো অধিকার হরণ, বিনা অপরাধে নির্যাতন, আর্থিক, দৈহিক ও মর্যাদার ক্ষতিসাধন, মানহানিকর অপবাদ দেওয়া, দুর্বলের ওপর নৃশংসতা চালানো, অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ হরণ, অশ্লীল ভাষায় গালাগাল, উৎপীড়ন বা যন্ত্রণা ইত্যাদি কাজ জুলুমের পর্যায়ভুক্ত।

**জুলুমের বিভিন্ন রূপ**

**মহান আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলা বড় জুলুম :** মহান আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপকারীর চেয়ে জালিম আর কেউ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

---

[১৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬৪৭১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হা. ৬৩৪১, বাং ই. সেন্টার, হা. ৬৩৯১।*

[১৮] *তাকুরীবুত তাহযীব- ইবনু হাজার আসকালানী, দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮/১৯৮৮, পৃ. ৩১৫; Encyclopeadia of Islam- Leiden, New edition-1979, v- 1, p- 53।*

[১৯] *তুহফাতুল আহওয়াযী- হাফেয আবুল আলা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আল-মুবারকপুরী, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ-১৪১০ হি./১৯৯০ ইং, ১০ম খণ্ড, ফুটনোট, পৃ. ২২১।*

[২০] *তালিবুল হাশেমী, বিশ্বনবীর সাহাবী- অনুবাদ : আব্দুল কাদের, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৪০০ বাং/১৯৯৪ ইং, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।*

[২১] *আসমাউস সাহাবাতির রুইয়াত আলা কুল্লি ওয়াহিদিম মিনাল 'আদাদ- ইবনু হাযম, (কলিকাতা : তা. বি.), পৃ. ৪; তাদরীবুর রাবী ফী শারহি তাকরীবিন নববী- জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, (মিশর : আল-খাইরিয়া, ১৩০৭ হি.), পৃ. ২০৫।*

[২২] *হাদীস সংকলনের ইতিহাস- মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, (ঢাকা : ই. ফা. বাং), পৃ. ২৫৯।*

[২৩] *তুহফাতুল আহওয়াযী- ১০ম খণ্ড, ফুটনোট, পৃ. ২২১।*

﴿فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ﴾

"ওই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে? বিশ্বাস করো, অপরাধীরা কৃতকার্য হয় না।"[২৪]

অর্থাৎ- তারচেয়ে বড় জালিম আর কেউ নেই, যে মহান আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে, তাঁর কালামকে পরিবর্তন করে এবং তার মধ্যে সংযোজন-বিয়োজন করে। এমনকি এই কুরআনকে প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করে।[২৫]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ﴾

"তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে কিংবা যখন তার কাছে সত্য বাণী পৌঁছে, তখন তা প্রত্যাখ্যান করে? (এরূপ) কাফিরদের ঠিকানা কি জাহান্নামে নয়?"[২৬]

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاٰيَاتِهٖ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করে, তার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? জালিমগণ আদৌ সফলকাম হয় না।"[২৭]

﴿وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ﴾

"এবং উটের দু'টি ও গরুর দু'টি। বলো– 'নর দু'টিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন কিংবা মাদী দু'টিই অথবা মাদী দু'টির গর্ভে যা আছে তা? আর আল্লাহ যখন তোমাদের এসব নির্দেশ দান করেন, তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে?' সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে? আল্লাহ তো জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[২৮]

**শির্কের মাধ্যমে নিজের প্রতি জুলুম :** 'ইবাদত একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য নিখাদ ও নিরংকুশভাবে নির্ধারিত। কিন্তু এতে যদি কাউকে শরিক ও অংশীদার বানানো হয়, তবে পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় জুলুম আর কী হতে পারে! তাই আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে শির্ককে সবচেয়ে বড় জুলুম বলে আখ্যায়িত করেছেন। লুক্বমান (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়েছিলেন এই বলে–

﴿يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾

"হে বৎস! আল্লাহর সাথে শির্ক করো না। নিশ্চয়ই শির্ক অনেক বড় জুলুম।"[২৯] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন–

﴿اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ﴾

"(প্রকৃতপক্ষে) যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি, নিরাপত্তা ও স্বস্তি তো কেবল তাদেরই অধিকার এবং তারাই সঠিক পথে পৌঁছে গেছে।"[৩০]

মুফাস্সিরীনে কেরাম বলেন, এখানে 'জুলুম' অর্থ শির্ক। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– যখন আয়াতটি নাযিল হলো, সাহাবায়ে কিরামের কাছে বিষয়টি অনেক কঠিন এবং চাপের হয়ে গেল। তাঁরা বললেন–

أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের প্রতি অবিচার করে না? তখন নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা যেমনটা বুঝেছ, তেমনটা নয়। লুক্বমান (আলাইহিস সালাম) তাঁর সন্তানকে বলেছেন–

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

নিশ্চয় শির্ক বিরাট জুলুম।[৩১]

মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর গোত্রের কিছু লোক যখন বাছুরের পূজা করেছিল, তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন–

[২৪] *সূরা ইউনুস : ১৭।*
[২৫] *তাফসীরে কুরতুবী- ৮/৩২১।*
[২৬] *সূরা আল 'আনকাবূত : ৬৮।*
[২৭] *সূরা আল আন'আম : ২১।*
[২৮] *সূরা আল আন'আম : ১৪৪।*
[২৯] *সূরা লুক্বমা-ন : ১৩।*
[৩০] *সূরা আল আন'আম : ৮২।*
[৩১] *তাফসীরে ইবনু আবী হাতেম- ৪/১৩৩৩; তাফসীরে ইবনু কাসীর- ৩/২৯৪।*

﴿يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ﴾

"হে আমার সম্প্রদায়! বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছ।"[৩২]

**গুনাহ ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া নিজের প্রতি জুলুম :** ছোট হোক বা বড়, গুনাহ তো গুনাহই এবং সেটি নিজের প্রতি বড় অবিচার ও জুলুম। আল্লাহ তা'আলা সেটিকে জুলুম আখ্যা দেওয়ার পর তাওবাহ্ ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে ক্ষমার ঘোষণাও দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন–

﴿وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾

"যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করে ফেলে বা নিজের প্রতি জুলুম করে বসে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে অবশ্যই আল্লাহকে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুই পাবে।"[৩৩] অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ﴾

"এবং তারা সেইসকল লোক, যারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা (অন্য কোনোভাবে) নিজেদের প্রতি জুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার ফলশ্রুতিতে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।"[৩৪]

**অন্যের হক্ব নষ্ট করা ভয়াবহ জুলুম :** অন্যের হক্ব নষ্ট করা বা যে কোনোভাবে কাউকে কষ্ট দেওয়া ভয়াবহ জুলুম। এটি হয়ে থাকে সাধারণত শক্তিশালী কর্তৃক দুর্বলের প্রতি, বড়র পক্ষ থেকে ছোটের প্রতি, ধনী কর্তৃক গরিবের প্রতি, মালিক কর্তৃক শ্রমিক বা কর্মচারীর প্রতি এবং শাসক কর্তৃক জনগণের প্রতি। অথচ একটুও চিন্তা করা হয় না যে, যদিও আজ সে দুর্বল হওয়ার কারণে তার প্রতি জুলুম করা হচ্ছে, কাল আল্লাহ তা'আলা তাকে সবল করে দিতে পারেন। দুনিয়াতে যদিও কোনোভাবে পার পাওয়া যায়, কিন্তু আখিরাতে কী উপায়? কুরআন কারীমে এর জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ○ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾

"যারা নিজেদের উপর জুলুম হওয়ার পর (সমপরিমাণে) বদলা নেয়, তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর জুলুম করে ও পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। এরূপ লোকদের জন্য আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।"[৩৫]

জুলুম হয় কখনো শারীরিকভাবে, কখনো মানসিকভাবে। কখনো সম্পদ লুট করে, কখনো সম্ভ্রমহানি করে। তা যেভাবেই করুক কিয়ামতের দিন তার মূল্য দিতেই হবে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি বা অন্য কোনো বিষয়ে যুলুমের জন্য দায়ি থাকে, সে যেন আজই তার কাছ হতে মাফ করিয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন তার কোনো দ্বীনার বা দিরহাম থাকবে না। সে দিন তার কোনো সৎকর্ম না থাকলে তার যুলুমের পরিমাণ তা তার নিকট হতে নেয়া হবে আর তার কোনো সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ হতে নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।[৩৬]

**জালিমের পরিণতি :** জুলুমের পরিণতি দুনিয়াতে ও আখিরাতে ভোগ করতে হয়। আলোচ্য হাদীসে এসেছে জুলুম কিয়ামতের মাঠে অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে যার পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ। অন্য হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِيْ لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ". ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ﴾.

আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা জালিমকে সুযোগ দেন। এরপর তিনি যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন তাকে ছাড়েন না। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন : "এমনই তোমার রবের পাকড়াও, যখন কোনো অত্যাচারী জনপদবাসীকে তিনি পাকড়াও করেন। নিশ্চয়ই তার পাকড়াও চরম মর্মান্তিক, অতিশয় কঠোর"।[৩৭]

---

[৩২] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৫৪।*
[৩৩] *সূরা আন্ নিসা : ১১০।*
[৩৪] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৩৫।*
[৩৫] *সূরা আশ্ শূরা- : ৪১-৪২।*
[৩৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৪৪৯; আত্ তিরমিযী- হা. ২৪১৯।*
[৩৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬৪৭৫।*

**মহান আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত :** জালিম মহান আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে।

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ.

জারির ইবনু ‘আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি দয়া করেন না, যে মানুষের প্রতি দয়া করে না।’[৩৮] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِبًا اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ﴾

যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, তাদের অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? তাদেরকে উপস্থিত করা হবে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে এবং সাক্ষীগণ বলবে– ‘এরাই তাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল।’ সাবধান! আল্লাহ লানত জালিমদের ওপর।”[৩৯]

**দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হয় :** জালিমকে আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে থাকেন। এটা আল্লাহ তা‘আলার নিয়ম। যুগে যুগে আল্লাহ তা‘আলা বিভিন্ন জালিম সম্প্রদায় ও অত্যাচারীদের লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ﴾

“কাফিরগণ তাদের রাসূলদের বলেছিল– ‘আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ হতে অবশ্যই বহিষ্কৃত করব অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতেই হবে।’ অতঃপর রাসূলদের প্রতি তাদের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করলে জালিমদের আমি অবশ্যই বিনাশ করব।”[৪০]

পৃথিবীর এক অত্যাচারী বাদশাহর নাম ফিরআউন। তার পরিণতি আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন–

﴿فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ﴾

“অতঃপর আমি (আল্লাহ) তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদের সাগরে নিক্ষেপ করলাম। সুতরাং দেখুন, জালিমদের পরিণাম কেমন হয়েছিল!”[৪১]

**জালেমরা আখিরাতে হবে হতদরিদ্র :** যারা মানুষের ওপরে জুলুম করেছে, মানুষের হক্ব নষ্ট করেছে, অন্যায়ভাবে মানুষকে আঘাত করেছে তারা হতদরিদ্র। কারণ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের দুনিয়ার জীবনের ভালো ‘আমলের মাধ্যমে তাদের দ্বারা অত্যাচারিত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করে দিবেন। এ সম্পর্কে আল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ «أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ». قَالُوْا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِيْ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ».

“আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা কি জানো গরিব কে? সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে যার সম্পদ নেই সে হলো গরিব লোক। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সে হলো গরিব যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে উঠবে অথচ সে অমুককে গালি দিয়েছে, অমুককে অপবাদ দিয়েছে, অন্যায়ভাবে লোকের মাল আত্মসাৎ করেছে, সে লোকের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে। কাজেই এসব নির্যাতিত ব্যক্তিকে সেদিন তার নেক ‘আমলনামা দিয়ে দেয়া হবে। আর যখন পাওনাদারদের হিসাব চুকানোর পূর্বেই নেক ‘আমল শেষ হয়ে যাবে, তখন পাওনাদারদের গুনাহ তার ‘আমলনামায় যোগ করা হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।”[৪২]

**জালিম কখনো সফল হয় না :** জালিম কখনো সফলতার মুখ দেখতে পারে না। সাময়িকভাবে সে নিজেকে সফল মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে কখনো সফল হতে পারে না এবং সঠিক পথও পায় না। কুরআনে এসেছে–

﴿كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ﴾

---

[৩৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭৩৭৬।*
[৩৯] *সূরা হূদ : ১৮।*
[৪০] *সূরা ইবরা-হীম : ১৩।*
[৪১] *সূরা আল ক্বাসাস : ৪০।*
[৪২] *সহীহ মুসলিম- হা. ৫৯/২৫৮১।*

"আল্লাহ কিভাবে হিদায়াত করবেন সে সম্প্রদায়কে, যারা ঈমান আনার পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর কুফ্র করে? আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।"[৪৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে বা তার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? নিশ্চয় জালিমরা সাফল্য লাভ করতে পারে না।"[৪৪]

**বরকত ছিনিয়ে নেওয়া হয় :** জালিমের জীবন থেকে বরকত ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তার সম্পদ ও সন্তানের জীবনের বরকত কেড়ে নেওয়া হয়। যে সমাজে অত্যাচার ছড়িয়ে পড়ে, সে সমাজ থেকে আল্লাহ তা'আলা বরকত ছিনিয়ে নেন এবং সেখানে বিভিন্ন রোগব্যাধি ছড়িয়ে দেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

হাকিম ইবনু হিজাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে (ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা বা বাতিল করার)। যদি তারা সত্য বলে এবং প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হয়।'[৪৫]

**বদদু'আ পতিত হয় :** জালিমের ওপর মজলুমের বদদু'আ পতিত হয়। মজলুমের অসহায় আর্তনাদের গোঙানি আরশে আজিমে চলে যায়। হাদীসে এসেছে– মজলুম ও মহান আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না। তার আবেদন আল্লাহ তা'আলা সরাসরি গ্রহণ করে নেন।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ইয়েমেনে পাঠান, তাঁকে বলেন, 'মাজলুমের ফরিয়াদকে ভয় করবে। কেননা, তার ফরিয়াদ ও মহান আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না।'[৪৬]

মাজলুম ব্যক্তির দু'আ কবুল করা হয় দুনিয়ার জীবনে যাদের ওপরে জুলুম করা হয়, যাদের অপরাধ না থাকার পরেও তাদের ওপরে দোষ চাপিয়ে তাদের ওপরে অত্যাচার-নির্যাতন করা হয়। এই অত্যাচারিত ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করে আল্লাহ তা'আলা সে দু'আ কবুল করে নেন। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُوْرُهُ عَلٰى نَفْسِهِ.

"আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, মজলুম ব্যক্তির দু'আ গৃহীত হয়, যদিও সে গুনাহগার। তার গুনাহ তার ওপরই বর্তাবে।"[৪৭]

তিন প্রকার মানুষের দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন এর মধ্যে মাজলুম অন্যতম। মজলুম মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করলে সে দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করে নেন। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ.

"আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : নিঃসন্দেহে তিন প্রকারের দু'আ গৃহীত হয়। যথা- (১) পিতা-মাতার দু'আ, (২) মুসাফিরের দু'আ, (৩) মাজলুম তথা নির্যাতিত ব্যক্তির দু'আ।"[৪৮]

মানুষের ওপর জুলুম করা ভয়াবহ গুনাহ ও মারাত্মক শাস্তির কারণ। যার শাস্তি কোনো না কোনো উপায়ে দুনিয়ার জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়। মু'মিন মুসলমানের উচিত, জুলুম থেকে বিরত থাকা। জুলুমের সহযোগিতা থেকে বিরত থাকা। কুরআন-সুন্নাহর সতর্কবার্তা অনুযায়ী নিজেদের জুলুম থেকে বিরত রাখা ঈমানের একান্ত দাবি। প্রকৃত মুসলমান হলে, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হলে, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী হলে, দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালীন মুক্তি পেতে চাইলে সব ধরনের অত্যাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। ❑

---

[৪৩] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৮৬।*
[৪৪] *সূরা আল আন'আম : ২১।*
[৪৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০৭৯।*
[৪৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৪৪৮।*
[৪৭] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ৮৭৯৫।*
[৪৮] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৫৩৬, হাসান।*

৬৫ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ৩০ অক্টোবর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১৪ রবিউস্ সানি- ১৪৪৫ হি.

## প্রবন্ধ

# মুসলিম স্পেন : উত্থান-পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

স্পেন রোমানদের আমলে একটি প্রদেশ ছিল। ক্যাস্টাইল, আরাগন, নাভারে, গ্রানাডা ও পূর্তগাল সমন্বয়ে স্পেন পরবর্তীতে একটি রাষ্ট্রে পরিগণিত হয়। ল্যাটিন নাম হিস্পানিয়া। মুসলমানরা নাম রাখেন আল আন্দালুস। রোমান-বাজান্টাইনদের 'আমল হতে উল্লিখিত স্পেন বিভিন্ন নামে শাসিত হতো। তখনকার রাজনৈতিক অনৈক্য যেন নিত্যকার ঘটনা হয়ে পড়েছিল। ৮২ বছর বয়স্ক রডারিক রাজা উইতিযাকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। রডারিকের জোরপূর্বক ক্ষমতা গ্রহণ রাজ্যব্যাপী অসন্তোষ দেখা দেয়। সেনাবাহিনী, বুদ্ধিজীবী ও বিশপদের মধ্যে টানাপড়েন সৃষ্টি হয়। সমাজে বিশপদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। শাসকগণ বিশপদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। অভিজাত সম্প্রদায়ও ক্ষুব্ধ হন। দূরবর্তী প্রদেশের গভর্নর ও বিদ্রোহী নেতাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে। এতে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে নিহত উইতিযার জামাতা কাউন্ট জুলিয়ান রাজা রডারিকের উপর দারুণ বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেন।

কাউন্ট জুলিয়ান তৎকালীন প্রথানুযায়ী স্বীয় কন্যা ফ্লোরিন্ডাকে রাজকীয় আদব কায়দা ও শিষ্টাচারে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য রডারিকের রাজপ্রাসাদে প্রেরণ করেন। ফ্লোরিন্ডা রডারিক কর্তৃক প্রলুব্ধ ও বিপথগামিনী হন। রডারিকের এহেন আচরণে জুলিয়ান গভীরভাবে মর্মাহত হন এবং প্রতিশোধের প্রহর গুনতে থাকেন।

মোটকথা, রডারিকের জোরপূর্বক ক্ষমতা গ্রহণ, দুঃশাসন ও জুলিয়ান দুহিতার সাথে অসদাচরণের ফলে তদানিন্তন স্পেনের সামগ্রিক অবস্থা খারাপ হয়ে উঠে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনসাধারণ, দুঃখী ক্রীতদাস, দুর্ভাগা ভূমিদাস ও উৎপীড়িত ইয়াহূদীগণ যেন সকলে সমবেতভাবে একজন ত্রাণকর্তার অপেক্ষা করছিলেন।

রাজ্যময় বিপদ বিশৃঙ্খলার ফলে অনৈক্যতা প্রকট রূপ লাভ করে। ইতোমধ্যে আফ্রিকার গর্ভনর মূসা বিন নুসাইরের রাজ্যসীমা আটলান্টিককে স্পর্শ করে। পাশেই ছিল সিউটা। সিউটা তখন রাজাস্টাইন সাম্রাজ্যধীন ছিল। সিউটার গর্ভনর ছিলেন জুলিয়ান। তিনি রডারিকেব দুষ্কর্ম ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে মূসা বিন নুসাইরকে অবগত করেন। স্পেনের বিপুল ধনসম্পদ ও উর্বরতার উল্লেখ করে মূসাকে স্পেন আক্রমণে প্ররোচিত করেন।

সুযোগ সন্ধানী মূসা অনতিবিলম্বে খলিফা খালিদের অনুমতিক্রমে চারশ পদাতিক ও একশ অশ্বারোহীর একটা দলকে আবূ যোর তারিফের নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। আবূ যোর জুলিয়ান উপহৃত চারটি জাহাজে করে প্রণালী অতিক্রম পূর্বক স্পেনে পদার্পণ করেন। সফলতার সাথে গনিমত সংগ্রহ করে ৭১০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ফিরে আসেন। অনুকূল পরিবেশ অনুধাবণ করে মূসা তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে সাত হাজার সৈন্য পাঠান। ইত্যবসরে রডারিক অন্যত্র বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। সংবাদ পেয়ে প্রতিরোধের জন্য বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসেন। চৌকষ মূসা সবিশেষ অবগত হয়ে আরও পাঁচহাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। মোট সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ হাজার। রডারিকের সৈন্যের তুলনায় বেজায় কম। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো; বিশ্বাসঘাতকতার হাত পেয়ে। যুদ্ধ হয় ওয়াদিবেক্কা নদীর তীরে। তারিখ ৭১১ খ্রিষ্টাব্দের ৯ জুলাই। রডারিক বাহিনীর দু'পাশে নিহত পিতা বিষণ্ন উইতিযার দু'পুত্র। সামনে পেছনে উৎপীড়িত ভূমিদাস সেনা। অনীহাও ঘৃণার যুদ্ধে রডারিক পরাজয় বরণ করেন। ভাগ্যগুণে মুসলমানদের অপ্রত্যাশিত সাফল্য অর্জিত হয়। একের পর এক সকল নগর, রাজ্য মুসলিমদের পদানত হয়। জেনারেল তারিকের অসামান্য সাফল্যে বিমুগ্ধ মূসাও বিজয় তিলক লাভের লিপ্সা সংবরণ করতে না পেরে নিজেও সসৈন্যে রওনা হন। দখল করেন মেডিনা-সিডোনিয়া ও সেভিল। প্রায় বিনা রক্তপাতে বিজিত হয় মালাগা, অরিহুয়েনা, এলভিরা, পূর্ব স্পেনের ভ্যালেনসিয়া, আলমোরিয়া ও তদীয় রাজধানী টর্লেডো প্রভৃতি স্থান।

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

স্পেন বিজয়ের ফলে সেখানকার জনগণের জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা সভ্যতার নতুন দিক উন্মোচিত হয়। মুসলমানদের মানবতা ও অভাবিত সহনশীলতা বিজিতদের মনে আলোর সঞ্চার করে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জ্ঞানচর্চা, উৎপাদন ও সৃষ্টি কর্মে বিপ্লব সাধিত হয়। কৃষকদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণির ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। ক্রীতদাসদের ভাগ্যের উন্নতি হয়। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে। অ্যালান, ভ্যান্ডাল, সুয়েভী, গথ, রোমান এবং ইয়াহূদী নির্বিশেষে সকলের জন্য সামগ্রিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়। কঠোর নির্যাতনমূলক গথিক আইন-কানুন বাতিল হয়। এতে ইয়াহূদীরা উপকৃত হন। তারা মুসলমানদের মিত্র হিসেবে সরকারি চাকুরীর সুযোগ লাভ করে। কালক্রমে কর্ডোভা ইয়াহূদীবাদের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। মুসলমানদের সমব্যবহার, সহিষ্ণুতা ও দানশীলতা জনগণের মন জয় করতে সমর্থ হয়। মুসলিম স্পেন ইউরোপের শিক্ষা সংস্কৃতির জ্যোর্তি কেন্দ্রে পরিণত হয়।

কর্ডোভা সমগ্র ইউরোপের জ্ঞান, বিদ্যা ও সভ্যতার কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়েছিল। ইউরোপের সমস্ত রাজ্য হতে জ্ঞান পিপাসু হাজার হাজার ছাত্রমণ্ডলীকে যন্ত্র সংযোগে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণ শিক্ষা দেয়া হতো। কর্ডোভাতেই গড়ে উঠেছিল সতেরোটি গ্রন্থাগার ও অসংখ্য ক্লাব। ৩২টি কলেজ ও ৫০০টি উচ্চ শ্রেণির সুপরিচালিত বিদ্যালয়। গ্রানাডাতেও প্রায় অনুরূপ পরিমাণ কলেজ ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সব সুলতানই নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

খলিফা হাকামের সময় প্রায় তিন লক্ষ ছাত্র ও ছাত্রী কর্ডোভাতে অধ্যয়ন করত। ভূগোল শিক্ষার জন্য গোলক এবং মানচিত্র ব্যবহৃত হত। কর্ডোভার মানমন্দিরে বহুসংখ্যক নতুন যন্ত্র সংগৃহীত এবং নির্মিত হয়ে রক্ষিত হওয়ায় নানা দেশ থেকে পণ্ডিতমণ্ডলীর আগমন ঘটে। তারা নিবিষ্ট চিত্তে জ্যোর্তিবিদ্যার আলোচনা ও নক্ষত্রাদির গতি নির্ধারণ করতেন। বিদ্যোৎসাহী হাকাম প্রভূত অর্থ ব্যয় করে পৃথিবীর নানা দেশ এবং রাজধানী হতে বহু যত্নে শত শত লোক নিয়োগ দেন। তিনি ছয় লক্ষ মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। ঘটিকা যন্ত্রের দোলক এবং টেলিগ্রামের উদ্ভাবন এখানে সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সংযোগে বত্রিশ ফুট উর্ধ্ব পর্যন্ত জলরাশি উত্তোলিত হতো।

চিকিৎসাবিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। জালিনুসের (Galen) পর চিকিৎসা শাস্ত্রের ভৈষজ্যতত্ত্ব, রোগনিদান এবং শরীরবিদ্যার বিবিধ অজ্ঞাত এবং দুর্জেয়তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। একাদশ শতকের সুপ্রসিদ্ধ ভিষক আবুল কাশেম (Albecaris) অস্ত্র চিকিৎসার আশ্চর্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর কিছুদিন পর জগদ্বিখ্যাত ভিষকাচার্য এবনে যোহর (Avenzoar) প্রাদুর্ভূত হন। বিবিধ প্রকার ঔষধ ও অস্ত্র চিকিৎসার আবিষ্কর্তা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ইবনু বতহে ভেষজ ঔষধ সম্বন্ধীয় সুবিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। ইয়াহূদী চিকিৎসক হাসেদাই আশ্চর্য ধরনের চিকিৎসা আবিষ্কার করে বিশ্ববাসীকে হতবাক করে তোলেন। তার অভিনব চিকিৎসা কৌশলে নাভেরের রানী থিয়োডারীর অসাধারণ স্থুলত্বের লাঘব সাধিত হয়।

আরবি সাহিত্য এবং ইতিহাস এখানে চরম উন্নতি লাভ করেছিল। মুসলমানদের ইতিহাসচর্চা এবং সেবার ফলশ্রুতিতে ৭০ খণ্ডে স্পেনের ইতিহাস রচিত হয়েছিল। ভূমণ্ডলে একাল অবধি কোনো দেশের এমন বিরাট ইতিহাস রচিত হয়নি। সঙ্গীত ও কবিতা কর্ডোভাকে সম্যকরূপে পরিপুষ্টি দান করেছিল। এখানে সঙ্গীতের মনমোহনী রাগিনী ঝংকার শ্রুত হতো। সঙ্গীতজ্ঞ জেরার বীনাতে পঞ্চম তারের সংযোজন এবং কাঁচের পানপাত্রের উদ্ভাবন করেন।

নারীশিক্ষায় তাঁরা অগ্রগামী ছিলেন। আট'শ বছর আগেই তাঁরা নেপোলিয়নের আপ্তব্যাক্য অনুধাবন করেছিলেন– Give me a good mother, I will give a good nation। বস্তুত সে সময়ে নারী শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। গ্রানাডার নায়হুণ, যয়নব, হাম্‌দা, হাফ্‌সা, সোফিয়া, মারিয়া প্রভৃতি মুসলিম মহিলা সমসাময়িক ইউরোপের খ্যাতনাম্নী জ্ঞানী ছিলেন। গুয়া-ডালাকসারার হাস্‌সানা আল তামিমিয়া, আলমেরিয়া, আম্মাতুল আযিয, ভেলেন্সিয়ার আল্ আরুযিয়া প্রভৃতি আরব রমনীবৃন্দ পণ্ডিতদের দরবারে উচ্চ আসন পেতেন। যয়নবুল মুরাব্বিয়া, মুরিয়ম, আসমা আল-আমারিয়, উম্মুল হিনা, বাহযা, প্রভৃতি রমণীগণ কবি হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

দর্শন শাস্ত্রেও তারা সেরা ছিলেন। স্পেনের দার্শনিক হাই বিন ইয়াকুজান, ইবনে-তুফায়েল, ইবনে-রুশদ, ইবনে মাইমুন-ইবনুল আরাবী, ইবনে-হাযম ইত্যাদি নাম আজও পাশ্চাত্যের জ্ঞানী মহল পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে থাকে।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে অপূর্ব গরিমা আজও বিশ্ববাসীকে হতবাক করে। কর্ডোভার বিখ্যাত মসজিদ স্থাপত্য শিল্পের এক অনুপম বিস্ময়। কর্ডোভা নগরীর দৈর্ঘ্য ছিল চল্লিশ মাইল এবং প্রস্থ ছিল ছয় মাইল। সমস্ত অংশ দালানকোঠা, মসজিদ, মাদ্‌রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজকীয় হর্মরাজিতে অবিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য বিস্তার করত। পথিকগণ নিরবচ্ছিন্ন রাতের আলোতে দশমাইল পর্যন্ত পথ চলতে পারত। আন নাসির নির্মিত যোহরা প্রাসাদ দিগের অবিস্মরণীয় কীর্তি যোহরা প্রাসাদের সৌন্দর্য ছিল অনবদ্য ও অতুলনীয়। খলিফা প্রাসাদ সংলগ্ন অনিন্দ্যসুন্দর আর একটি শহর নির্মাণ করেন যার নাম ছিল যোহরা।

ব্যবহারিক শিল্পেও স্পেন সবিশেষ উন্নতি লাভ করে। রেশম বয়নে স্পেন পৃথিবীকে মুগ্ধ করেছিল। এক লক্ষ তাঁত বয়নে নিযুক্ত ছিল। স্পেনের আল মোরিয়া নগরে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গালিচা এবং সুক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হতো ও মৃন্ময় পাত্রাদির অপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। মেজকা দ্বীপে নির্মিত মৃৎপাত্র মেজালিকা নামে খ্যাতি লাভ করে। তামা, কাঁসা, পিতল ও বাসন শিল্পে স্পেনের শিল্পীগণ অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।

ইউরোপ আফ্রিকার যাবতীয় বন্দরে সাদরে বিক্রয় হত। আল মৌরিয়ার লৌহ, কাংস ও কাঁচের খ্যাতি বিশ্বজুড়ে ছিল। এখানে কাঁচের বিরাট কারখানা ছিল। ঝাড়, ফানুস, লন্টন এবং জলপাত্রাদি প্রস্তুত হত। হস্তিদন্তের খোদাই শিল্প চমৎকার সৌন্দর্য এবং সুক্ষ্মতা লাভ করেছিল। খলিফা দ্বিতীয় হাকামের নামে উৎসর্গীকৃত অতীব মনোজ্ঞ হস্তিদন্তরচিত পেটিকা জেরোনা নগরের খ্রিষ্টীয় ভোজনাগারে সংরক্ষিত আছে। সুলতান ও আমীরগণের অত্যদ্ভূত শিল্প কৌশল সম্পন্ন তরবারির বাঁট আজও শিল্প বোদ্ধাদের বিস্মিত করে। সামান্য চাবি ও তালাগুলো পর্যন্ত বিবিধ কারুকার্যে শোভিত হতো। আল মোরিয়া, সেভিল, টলেডো, মর্সিয়া এবং গ্রানাডা যুদ্ধ অস্ত্রশস্ত্রাদির জন্য বিখ্যাত ছিল। টলেডোর তরবারি ও ছুরি বহুমূল্যে বিক্রয় হতো। সুবৃহৎ কাংশ নির্মিত কপাট, ফানুস ও ঝাড়সমূহে আশ্চর্যরূপে খোদাই কৌশল ও চিত্রাঙ্কন পরিব্যক্ত হয়েছে। গ্রানাডার সুলতান তৃতীয় মাহমুদের জন্য নির্মিত বিচিত্রদর্শন আলোকধার মাদ্রিদের জাদুঘরে শোভাবর্ধন করছে। বস্তুত কর্ডোভা মহানগরী যেমন জ্ঞানচর্চা এবং ঐশ্বর্যে, তেমনি শিল্প ও বাণিজ্যে পৃথিবীর মুকুটমনি ছিল।

সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবেত্তা ইবনে খালিদুনের তত্ত্ব মতে, একটি রাজ বংশের স্থিতিকাল ১০০ বছর। সেক্ষেত্রে প্রায় ৮০০ বছর (৭১১-১৪৯২) টিকে থাকা স্পেনে মুসলমানদের শাসন বিস্ময়ের উদ্রেক করে। চূড়ান্তভাবে স্পেন মুসলিম শাসনের সর্বশেষ দুর্গ গ্রানাডা পতনের অন্তত আড়াইশো বছর আগে পতনের ধারা শুরু হয়। ১২৩১ খ্রিষ্টাব্দে লিয়ন ও ক্যাস্টাইলের সংযুক্তি স্পেনে মুসলিম কর্তৃত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এরও প্রায় দেড়শো বছর আগে (১০৮৫) খ্রিষ্টানরা উপায় বুঝে টলেডো দখল করলে মুসলমানগণ তা আর পুনর্দখল করতে পারেনি। অতঃপর ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভা এবং ১২৪৮ সালে সেভিল খ্রিষ্টানদের করতলগত হয়। পনের শতকে স্পেনে নতুন জোটের আবির্ভাব ঘটে। আরাগনের রাজা (যুবরাজ) ফার্ডিন্যান্ড ও ক্যাস্টাইলের রানী ইসাবেলা ১৪৬৯ খ্রিষ্টাব্দে অভিভাবকের অজ্ঞাতসারে গোপনে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। এর ফলে প্রাথমিকভাবে দু'টি খ্রিষ্টান রাজ্য একত্রিত হয়ে স্পেনে মুসলিম আধিপত্য নির্মূলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সেমেটিক প্রফেসর হিট্টির ভাষায়, "এই মিলন স্পেনে মুসলিম ক্ষমতা অবসানের ঘন্টা ধ্বনি ছিল।"

টিউটনিক গোষ্ঠী সম্ভূত রোমানীয় উপজাতির অধঃস্তন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলা খ্রিষ্টান ধর্মান্ধ ও চরম মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন। তারা মুসলমানদের উপর জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সে সময় নাসের বংশের আলী আবু আল হাসান (স্পেনীয় নাম আল বায়াসেন) (১৪৬৫-৮২) কর প্রদানের অস্বীকৃতিতে খ্রিষ্টানরা গ্রানাডা ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হয়। এমনি সময়ে তাঁর আরব স্ত্রীর প্ররোচনায় পুত্র মুহাম্মদ আবু আব্দুল্লাহ (স্পেনীয় নাম বোয়াবদিল) পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। ১৪৮২ খ্রিষ্টাব্দে বোয়াবদিল আল হামরা প্রাসাদ দখল করে গ্রানাডার অধিপতি হন। নিরুপায় পিতা মালাগায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু

বোয়াবদিল ক্যাস্টাইলের একটি শহর আক্রমণ করতে গিয়ে পরাজিত ও বন্দী হন। পিতৃষড়যন্ত্রের ঐশী প্রতিশোধ তাকে পেতে হয়। আল বায়াসেন গ্রানাডার শূন্য সিংহাসনে উপবেশন করেন। কিন্তু বিধিবাম। ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আবার ভাই আল যাগানের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন।

খ্রিষ্টান দম্পতি ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলা বন্দি বোয়াবদিলকে স্পেনে মুসলিম অধিপত্য ধ্বংসের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। প্রথমে ক্যাস্টাইলে সেনাবাহিনীর সাহায্যে পিতৃব্য আল যাগানের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে গ্রানাডার অংশ বিশেষ দখল করেন। এর ফলে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই সুযোগে লোজা, আলমোরিয়া, মালাগাসহ বহু অঞ্চল অধিকার করে। অধিকৃত অঞ্চলসমূহে মুসলমানদের ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে কিংবা অন্যত্র তাড়িয়ে দেয়। খাদ্য ও যুদ্ধ সরঞ্জামের অভাবে নিরুপায় আল যাগান আত্মসমর্পণ করেন।

আপাততঃ ১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বোয়াবদিল গ্রানাডার নির্বিঘ্ন অধিপতি হন। কিন্তু তিনি যে খ্রিষ্টান দম্পতির হাতের পুতুল ছিলেন, তা বুঝতে পারেননি। মাত্র তিন বছর পর ১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দে রাজা-রানী তাকে গ্রানাডা শহর হস্তান্তরের নির্দেশ দেন। হতবিহ্বল বোয়াবাদিল প্রমাদ গুনলেন। তদুপরি সাহস করে গ্রানাডা সমর্পণের আদেশ অমান্য করলেন। এতে সাতিশয় ক্ষুব্ধ ফার্ডিন্যান্ড বিশাল বাহিনী নিয়ে গ্রানাডা অবরোধ করেন। বোয়াবদিল প্রধান সেনাপতি মুসা বিন গাজানের নেতৃত্বে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বিপুল সংখ্যক অবরোধকারী নিহত হয়। তবুও বিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে টিকতে পারলেন না। অবশেষে দু'মাস অবরুদ্ধ থাকার পর ৫০টি শর্তে বোয়াবদিলে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে ২ জানুয়ারি গ্রানাডা দুর্গ সমর্পণ করেন। নিমিষেই পরিসমাপ্তি ঘটে ৭৮০ বছরের লালিত সভ্যতা। বোয়াবদিল আত্মসর্মপণের পর অশ্রুসজল নেত্রে যে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন, আজও সে দীর্ঘশ্বাস মুসলমানদের মননে (স্পেনীয়ভাষায়– El ultimo suspiro moro) স্পন্দিত হচ্ছে।

গ্রানাডার পতনের পরবর্তী ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্পেনের ইতিহাস কলংকজনক ও নিপীড়নের কাহিনীতে ভরপর। ফ্যার্ডিন্যান্ড দম্পতি মুসলমানদের জোরপূর্বক খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা চালায়। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে আরবি ভাষা, পোশাক ও রীতিনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। ১৬০৯ সালে রাজা ফিলিবাস স্পেনের সকল মুসলমানকে দেশ ত্যাগ করতে বলেন। এদের অনেকে আফ্রিকায় গমন করে, যারা পারেনি, তারা নির্মম হত্যার শিকার হয়। বিশাল মসজিদে আশ্রিত হাজার হাজার মুসলমান নর-নারীকে মসজিদসহ গোলাবারুদের সাহায্যে উড়িয়ে দেওয়া হয়। কর্ডোভা, গ্রানাডা প্রভৃতি শহরে অগ্নিসংযোগ করে নর-নারী ও বালক-বালিকা সহ বহুগৃহ ভস্মীভূত করা হয়। মুসলমানদের বিদায়ে স্পেনের অবস্থা বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন, "মুরগন বিতাড়িত হলো, কিছুদিনের জন্য খ্রিষ্টান স্পেন উদ্ভাসিত ছিল; যেমন ধার করা আলোতে চাঁদ কিরণ দেয়, তারপর অমাবস্যা শুরু হয় এবং সে অন্ধকারে স্পেন চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত হয়"।

অদৃষ্টের পরিহাস, যে অনৈক্য ও অন্তর্কলহ মুসলমানদের স্পেনে বিজয়ের পথ সুগম করেছিল; একই কারণে মুসলমানদের স্পেন হতে চির বিদায় নিতে হলো। ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দের পর স্পেন অন্তত ৩৪টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়। ইয়েমেনী, হিমায়রী, সিরীয় মুদারীয়, বার্বার, সানহাজা ও জানাতা, প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন মত স্পেনের ঐক্যতাকে জর্জরিত করে তুলেছিল। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ দক্ষিণে বার্বার, পূর্বে শ্লাভ, দক্ষিণে-পশ্চিম আরব এবং উত্তরে নব মুসলিম এবং খ্রিষ্টানদের অভ্যুদয় ঘটে। পরস্পরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পরিস্থিতিকে নাজুক করে তুলে। খ্রিষ্টান ধর্মান্ধদের আন্দোলন মূলত স্পেন মুসলিম শাসনের প্রতি হুমকিরস্বরূপ ছিল। খ্রিষ্টান পুনর্জাগরণের প্রতীক 'উমার বিন হাফসুনের অভ্যুত্থান খিলাফতের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। ১৪৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আরাগনের যুবরাজ ফার্ডিন্যান্ডের সাথে ক্যাস্টাইলের রানী ইসাবেলার পরিণয় স্পেনের মুসলিম শাসনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বৈবাহিক সূত্রে নাভারেও পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত আরাগন ও ক্যাস্টালেরে সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়। নানা কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা ম্রিয়মান ও ভঙ্গুর প্রায় স্পেনের মুসলিম শাসনকে পর্যদুস্ত করে তোলে। নানা ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে ১৪৯২ সালের জানুয়ারী মাসে স্পেনে মুসলিম শাসনের যবনিকাপাত ঘটে। ❑

৬৫ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ৩০ অক্টোবর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১৪ রবিউস্ সানি- ১৪৪৫ হি.

# সালাতুল ফাজর : মহান আল্লাহর অপার এক অনুগ্রহ

**অনুবাদ ও সংকলনে– শাইখ মুহা. ইব্রাহীম আ. হালিম মাদানী***

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর বান্দার উপরে প্রকাশ্য ও প্রকাশ্য নিয়ামত দান করেছেন। সালাত এবং সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী ও রাসূল মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ'র উপর, তাঁর পরিবারের উপর এবং তাঁর সাথীবর্গের উপর। অতঃপর সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোনেরা! ইসলাম ও ঈমানের প্রথম রোকন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা। এরপর ইসলামের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ রোকন হলো সালাত আদায় করা/সালাত প্রতিষ্ঠা করা। এই সালাত আদায়ের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য কুরআন ও সহীহ হাদীসের মধ্যে সবিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত প্রতিটি ওয়াক্তের গুরুত্ব রয়েছে, তন্মধ্যে সালাতুল ফজরের বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। সেই গুরুত্বটি পাঠকবৃন্দের নিকটে আমি এখানে তুলে ধরলাম। যাতে আল্লাহ এর দ্বারাতে জাতিকে উপকৃত করেন –আমীন।

**রাসূল (ﷺ)-এর বাণী :**

(١) أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ".

**১.** জুনদুব ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু-আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ফাজরের সলাত আদায় করল সে মহান আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হলো। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কারো কাছে তার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা দানের বিনিময়ে কোনো অধিকার দাবী করেন না। যদি করেন তাহলে তাকে এমনভাবে পাকড়াও করবেন যে, উল্টিয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।[৪৯]

(٢) عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

**২.** আবূ বাক্র ইবনু আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু-আনহু) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি দুই শীতের (ফজর ও 'আসরের) সালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৫০]

(٣) عن أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ "لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا". يَعْنِيْ الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

**৩.** আবূ বক্র ইবনু 'উমারাহ্ ইবনু রুআয়বাহ্ তার পিতা রুআয়বাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি– এমন কোনো ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের সলাত অর্থাৎ- ফাজর ও 'আসরের সলাত আদায় করে।[৫১]

(٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيْمَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ.

**৪.** আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু-আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী (ﷺ) বলেছেন : মুনাফিক্বদের জন্য ফজর ও 'ইশার সালাত অপেক্ষা অধিক ভারী সালাত আর নেই। এ দু' সালাতের কী ফযীলাত, তা যদি তারা জানতো, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হতো। [রাসূল (ﷺ) বলেন,] আমি ইচ্ছে করেছিলাম যে, মুয়ায্যিনকে ইকামাত দিতে বলি এবং কাউকে লোকদের ইমামত করতে বলি, আর আমি নিজে একটি আগুনের মশাল নিয়ে গিয়ে অতঃপর যারা সালাতে আসেনি, তাদের উপর আগুন ধরিয়ে দেই।[৫২]

(٥) عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن أَبِيْ عَمْرَةَ، قَالَ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ".

**৫.** 'আব্দুর রহমান ইবনু আবূ 'আমরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু-আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন মাগরিবের সলাতের পর 'উসমান ইবনু আফফান মসজিদে এসে একাকী এক জায়গায় বসলেন। তখন আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে বললেন– ভাতিজা, আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে 'ইশার সলাত আদায় করল সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত সলাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফাজরের সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করল সে যেন সারা রাত জেগে সলাত আদায় করল।[৫৩]

---

* *বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[৪৯] *মুসলিম- বাং ই. ফা., হা. ১৩৬৬, ই. সে. বাং, হা. ১৩৭৮।*

[৫০] *মুসলিম- ৫/৩৭, ৬৩৫, বাং ই ফা, ৫৪৭; আহমাদ- ১৬৭৩০।*

[৫১] *মুসলিম- বাং ই. ফা., হা. ১৩০৯, ই. সে. বাং, হা. ১৩২১।*

[৫২] *সহীহুল বুখারী- আ. প্র., হা. ৬১৭, বাং ই. ফা., হা. ৬২৪।*

[৫৩] *মুসলিম- বাং ই. ফা., হা. ১৩৬৪, ই. সে. বাং, হা. ১৩৭৬।*

تُضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوْا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا". ثُمَّ قَرَأَ (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ).

**৮.** জরীর ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাতে (পূর্ণিমার) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন : ঐ চাঁদকে তোমরা যেমন দেখছ, ঠিক তেমনি অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোনো ভীড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই সূর্য উদয়ের এবং অস্ত যাওয়ার আগের সালাত (শয়তানের প্রভাবমুক্ত হয়ে) আদায় করতে পারলে তোমরা তাই করবে। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন, "কাজেই তোমার প্রতিপালকের প্রশংসার তাসবীহ্ পাঠ করো সূর্য উদয়ের আগে ও অস্ত যওয়ার আগে।"[৫৬]

(٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

**৯.** আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : রাতের অন্ধকারে মসজিদসমূহে যাতায়াতকারীদেরকে কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও।[৫৭]

(١٠) عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا".

**১০.** 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ফজরে দু'রাকআত (সুন্নাত) দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল কিছুর চাইতে উত্তম।[৫৮]

(١١) عَبْدِ اللهِ، قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ "ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ أُذُنَيْهِ".

**১১.** 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এমন একজন লোকের কথা আলোচনা করা হলো যে, ভোর পর্যন্ত রাতভর ঘুমিয়ে থাকে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ও এমন ব্যাক্তি যার দু'কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে অথবা বললেন, তার কানে।[৫৯]

পরিশেষে আমরা মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদেরকে সালাতুল ফাজ্র বাজামা'আত আদায় করার তাওফীক্ব দান করেন –আমীন। ❑

---

[৫৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫২৭।*
[৫৭] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৭৮১।*
[৫৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৬১।*
[৫৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৬৯০।*

(٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ.

**৬.** আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ফেরেশ্তাগণ পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। 'আসর ও ফাজরের সালাতে উভয় দল একত্র হন। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কোন্ অবস্থায় রেখে আসলে? অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবত। উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাদের সালাতে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের নিকট গিয়েছিলাম তখনও তারা সালাত আদায়রত অবস্থায় ছিলেন।[৫৪]

(٧) عَنْ أنس قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : «مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ». قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ».

**৭.** আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করল, অতঃপর বসে বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত মহান আল্লাহর যিক্র করতে থাকল, তারপর দু' রাকআত সালাত আদায় করল, সে একটি পূর্ণ হজ্জ ও একটি সম্পূর্ণ 'উমরার সমান সওয়াবপ্রাপ্ত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কথাটি তিনবার বলেছেন, সম্পূর্ণ হজ্জ ও সম্পূর্ণ 'উমরার সওয়াবপ্রাপ্ত হবে।[৫৫] আলবানী (রহিমাহুল্লাহ-র) বলেন, এই হাদীসের সনদটি মূলত দুর্বল, কিন্তু এর অনেক শাহিদ বর্ণনা থাকায় তা হাসানের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

**ব্যাখ্যা :** (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ-র) বলেন, অর্থাৎ- সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠার পর দু'রাকআত সালাত আদায় করে যাতে মাকরূহ ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। আর এ সালাতকে সালাতুল ইশরাক বলা হয়। আর এটি চাশ্তের সালাতের প্রারম্ভিকা।

(٨) عَنْ جَرِيْرٍ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ (ﷺ) فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً، يَعْنِيْ الْبَدْرَ، فَقَالَ "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا

---

[৫৪] *সহীহ মুসলিম- ৫/৩৬, হা. ৬৩২, আ. প্র., হা. ৫২২, বাং ই. ফা., হা. ৫২৮; মুসনাদ আহমাদ- হা. ১০৩১৩।*
[৫৫] *আত্ তিরমিযী- হা. ৫৮৬, হাসান; আত্ তারগীব- হা. ৪৬৪।*

# ইসলামের দৃষ্টিতে সবর : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

–অধ্যাপক আহমাদুল্লাহ*

*[পর্ব- ০৩ (শেষ)]*

**মানবজীবনে সবর অর্জন করার উপায়সমূহ**

**ধৈর্যের মাধ্যমে সফলতা অর্জন :** একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনার তৃতীয় পর্বে আমরা আলোচনা করবো একজন মানুষ তার ব্যক্তি জীবনে কীভাবে ধৈর্য ধারণ করে সফলতা অর্জন করতে পারবেন সে সম্পর্কে। নিম্নে ঐ সমস্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো যা অর্জন ও প্রতিপালনের মাধ্যমে একজন ধৈর্যশীল ব্যক্তি হিসেবে আল্লাহ তা'আলার নিকট ও সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন ইন্শা-আল্লাহ।

**দুনিয়াবী জীবনকে পরীক্ষাকেন্দ্র মনে করা :** পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে সুখ-শান্তি ও ভোগ বিলাসের নয় বরং পরীক্ষা কেন্দ্র। ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন অল্প সময়ের জন্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় তেমনই পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী বা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সমান। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার এ জীবনকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾

"আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।"[৬০]

**পরকালে আল্লাহ কর্তৃক উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস করা :** বান্দা যখন বুঝতে পারে ধৈর্যশীলদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট উত্তম পুরস্কার আছে তখন তিনি ধৈর্যশীলতা অবলম্বন করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

"বলো : হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! যারা ঈমান এনেছো, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। যারা এ দুনিয়ায় ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়া।"[৬১]

**দুঃখ-কষ্ট লাঘবের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হওয়া :** দুঃখ-কষ্টের পরে স্বস্তি রয়েছে। অভাব অনটনের পরে সচ্ছলতা রয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের ওয়াদা আল-কুরআনে অনেক স্থানে দিয়েছেন। আর তিনি কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾

"আল্লাহ কারো উপর বোঝা চাপাতে চান না তিনি তাকে যা দিয়েছেন তার চাইতে বেশি। আল্লাহ কঠিন অবস্থার পর সহজতা দান করেন।"[৬২] তিনি আরো বলেন–

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ○ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾

"কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে, অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে।"[৬৩]

মু'মিন-মুসলিম বান্দা পৃথিবীতে অত্যাচারিত হলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও পরকালে তাদের জন্য মহা প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

"যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দিব। আর আখিরাতের পুরস্কারই তো শ্রেষ্ঠ। তারা যদি তা জানতো। আর তারা হলো সেই সব লোক, যারা

---

*পি. এইচ. ডি. গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সহ-সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, রাজশাহী পশ্চিম জেলা শাখা।

[৬০] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫৬।*

[৬১] *সূরা আল যুমার : ১০।*

[৬২] *সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ৭।*

[৬৩] *সূরা আল ইনশিরা-হ্ : ৫-৬।*

ধৈর্যধারণ করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।"[৬৪]

**মহান আল্লাহর নিকটে সাহায্য কামনা :** যখন কোনো বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য কামনা করে তখন তার অন্তর একধরনের প্রশান্তি অনুভব করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলার প্রতি আরো তাওয়াক্কুল বাড়তে থাকে। তখন দুনিয়ার জীবনে ধৈর্যধারণের প্রতি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ﴾

"মূসা (আলাইহিস সালাম) তার ক্বাওমকে বলল, আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধারন করো। নিশ্চয় যমীন আল্লাহর। তার বান্দাদের মধ্যে যাকে তিনি চান তাকে তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর পরিণাম তো মুত্তাকিদের জন্য।"[৬৫]

**বিভিন্ন নবী-রাসূল ও সাহাবীদের জীবনচরিত থেকে উপদেশ গ্রহণ করা :** মানব জাতীর দ্বিতীয় পিতা নামে খ্যাত পৃথিবীর প্রথম রাসূল নূহ্ (আলাইহিস সালাম)। তিনি ইরাকে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি তার জাতিকে ৯৫০ বছর যাবৎ সীমাহীন কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে ও ধৈর্য ধারণ করে দিন-রাত দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু তার জাতি তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে ফলে আল্লাহ সেই জাতিকে ধ্বংস করে দেন।[৬৬] নমরূদ কর্তৃক ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-কে জলন্ত হুতাশনে নিক্ষেপ ও ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর ধৈর্যধারণ ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা। এছাড়াও ইসমা'ঈল, ইয়াকূব, ইউসুফ, আইয়্যুব, মূসা, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-সহ বহু নবী ও রাসূলের প্রতি যে নির্মম অত্যাচার, শাস্তি, দেশত্যাগ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ধৈর্য ধারণের বিভিন্ন ঘটনা ও ইতিহাস আমরা জানি। অনুরূপ সাহাবী ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের উপর বিভিন্ন বালা-মুসিবতসহ নান পরীক্ষার কথাও আমরা জানি। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ﴾

"রাসূলের ঐ সকল বৃত্তান্ত আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করেছি যাদ্বারা আমরা তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি, এর মাধ্যমে তোমার নিকট এসেছে সত্য এবং মু'মিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধানবাণী।"[৬৭]

**তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা :** কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে মু'মিন বা মুসলিম দাবি করেন তাহলে তাকে তার ভাগ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে তা ছাড়া তিনি মু'মিন বা মুসলিম দাবি করতে পারবেন না। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের ভাগ্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাই হবে। কোনো মানুষ এ ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِيْ كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ﴾

"পৃথিবীতে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমরা এটা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহর পক্ষে তা খুবই সহজ। এটা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ তা'আলা উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।[৬৮]

**বালা-মসিবতকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করা :** মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জীবনে নানা ধরনের বিপদ-আপদ, বালা-মসিবত, দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা আসবে এটাই স্বাভাবিক। এ ধরনের পরীক্ষাকে স্বাভাবিক হিসেবে নিয়ে ধৈর্যধারণ করাই একজন মু'মিনের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন–

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : فَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) بَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، أَوْ كَشَفَ سِتْرًا، فَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّوْنَ وَرَاءَ أَبِيْ بَكْرٍ، فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى مَا رَأَى مِنْ حُسْنِ حَالِهِمْ، وَرَجَاءَ أَنْ يَخْلُفَهُ اللّٰهُ فِيْهِمْ بِالَّذِيْ رَآهُمْ، فَقَالَ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّمَا

[৬৪] *সূরা আন্ নাহ্‌ল : ৪১-৪২।*
[৬৫] *সূরা আল আ'রাফ : ১২৮।*
[৬৬] *সূরা হূদ : ২৫-৪৮।*
[৬৭] *সূরা হূদ : ১২০।*
[৬৮] *সূরা আল হাদীদ : ২২-২৩।*

أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ، فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيْبَتِهِ بِيْ عَنِ الْمُصِيْبَةِ الَّتِيْ تُصِيْبُهُ بِغَيْرِيْ، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِيْ لَنْ يُصَابَ بِمُصِيْبَةٍ بَعْدِيْ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيْبَتِيْ».

হে লোক সকল! কোনো লোকের উপর অথবা কোনো মু'মিন ব্যক্তির উপর কোনো বিপদ আসলে সে যেন অপরের উপর আপতিত বিপদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে; বরং আমার উপর আপতিত বিপদের কথা স্মরণ করে সান্ত্বনা লাভ করে। কেননা আমার পরে আমার কোনো উম্মাতের উপর, আমার বিপদের তুলনায় কঠিন বিপদ আপতিত হবে না।[৬৯]

**ধৈর্য ধারণে বাধাদানকারী বিষয় থেকে সর্তক থাকা :** মানুষ যখন ভালো কাজ করে শয়তান তখন বিভিন্ন মাধ্যমে বান্দাকে ভালো কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য কৌশল অবলম্বন করে। সবরের ক্ষেত্রেও এমন অনেক কিছু বিষয় আছে যার মাধ্যমে মানুষকে ধৈর্যধারণে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন-

**(ক) ক্ষিপ্রতা :** মানুষ স্বভাবতই ক্ষিপ্রতাপ্রবণ। আল্লাহ তা'আলা তাকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾

"মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ, শিগগিরই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব।"[৭০]

**(খ) ক্রোধ :** এটি এমন একটি মানুষের দোষ যা ধৈর্যধারণে বাধাগ্রস্ত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾

"অতএব তুমি ধৈর্যধারণ করো তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মাছওয়ালা (ইউনুসের) মতো অধৈর্য হয়ো না, যখন সে বিষাদাচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করছিল।"[৭১]

**(গ) সংকীর্ণতা :** মনের সংকীর্ণতার কারণে সবর অবলম্বনে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ কারণে মনের মধ্যে যত সংশয়-সন্দেহ, হিংসা ও ময়লা-আবর্জনা এগুলো দূর করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾

"তুমি ধৈর্যধারণ করো, তোমার ধৈর্য তো আল্লাহরই সাহায্য। তাদের জন্য দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।"[৭২]

**(ঘ) হতাশা :** হতাশা সবরের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। এ জন্য ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম) তাঁর সন্তানদের হতাশ না হওয়ার জন্য সতর্ক করেন। আল্লাহ তা'আলা ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা তুলে ধরে পবিত্র কুরআন মাজীদে বলেন–

﴿يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾

"হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের সন্ধান করো এবং আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না।"[৭৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন–

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তান্বিত হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মু'মিন হও।"[৭৪]

সবর সম্পর্কে আরো কয়েকটি পর্ব উপহার দেওয়ার একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ব্যস্ততার কারণে পরিসমাপ্তি ঘটাতে হচ্ছে। তাই পরিশেষে আমরা বলতে চাই, সবর মানব জীবনের অনন্য গুণ। সবরের মাধ্যমে সহজে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা অর্জন করা যায়। অর্জন করা যায় জান্নাত। তাই পৃথিবীর পপ-পক্ষিলতর জীবনে সবর হতে পারে আদর্শ বান্দা হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। তাই আমরা আমাদের জীবনে সবর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন –আমীন। ❑

---

[৬৯] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৫৯৯।*
[৭০] *সূরা আল আম্বিয়া- : ৩৭।*
[৭১] *সূরা আল কুলাম : ৪৮।*
[৭২] *সূরা আন্ নাহ্ল : ১২৭।*
[৭৩] *সূরা ইউসুফ : ৮৭।*
[৭৪] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৩৯।*

৬৫ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ৩০ অক্টোবর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১৪ রবিউস্ সানি- ১৪৪৫ হি.

# প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা

–মেহেদী হাসান সাকিফ*

ইসলাম মানব কল্যাণের ধর্ম। ইসলামী সমাজ দর্শনে যে শান্তিপূর্ণ সুখি সমাজ গঠনের কথা বলা হয়েছে প্রতিবেশীর অধিকার সঠিকভাবে পালন করা তারই অংশবিশেষ। প্রতিবেশীর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ জোর তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا﴾

"আর তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করো ও কোনো কিছুকে তাঁর শরীক করো না এবং পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী দূর-প্রতিবেশী সঙ্গী-সাথী মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করো। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।"[৭৫]

**প্রতিবেশী কারা?**

ইমাম যুহুরী প্রতিবেশীর সংজ্ঞায় বলেন– নিজ গৃহের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিকের চল্লিশ বাড়ী পর্যন্ত সবাই প্রতিবেশী বলে বিবেচিত হয়।

শহরের জীবনে মানুষ নিজেকে নিয়ে এতো বেশি ব্যস্ত পাশের ফ্লাটের প্রতিবেশির হৃদয় নিংড়ানো আহাজারিও শুনতে পায় না। কিংবা শুনলেও না শুনার ভান করে। প্রতিবেশীর দুঃখ-দুর্দশায় সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয় না।

আজকের দিনে একেকজন মানুষ আবেগ অনুভূতিহীন নির্জীব রোবটে পরিণত হচ্ছে। শহরের জীবনে পাশের ফ্ল্যাটে বছরের পর বছর একসাথে বসবাস করছে; অথচ কেউ কাউকে চিনেও না। আর সালাম-সাক্ষাৎ পারস্পরিক কুশলাদি বিনিময়ে, বিপদে-আপদে এগিয়ে আসার কথা তো কল্পনাও করা যায় না।

আবার গ্রামীণ জীবনেও মানুষ প্রতিবেশীদের অধিকার সমন্ধে একেবারেই গাফেল। এক প্রতিবেশি অন্যজনের বিরুদ্ধে গীবত, কুৎসা রটানো এবং চোগলখুরীতে লিপ্ত থাকে প্রায়শই। গীবত, কুৎসা রটানো এবং চোগলখোরি একদিকে ইসলামে নিষিদ্ধ। অন্যদিকে এগুলো সামাজিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি নষ্টের প্রধান কারণ।

সুযোগ পেলেই জমির আইল সরিয়ে প্রতিবেশির জমি দখল করতেও বিন্দুমাত্র দিদ্বাবোধ করেন না। যতটুকু যমিন সে জবরদস্তি বাড়িয়ে নিলো সে নিজেকে তার চেয়ে সাতগুণ বেশি জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিলো। হাদীস শরীফে এসেছে–

"لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমি দখল করল, কিয়ামতের দিন ঐ জমির সাত তবক পরিমাণ তার গলায় বেড়ি আকারে পরিয়ে দেয়া হবে।[৭৬]

**প্রতিবেশীদের অনিষ্ট করা থেকে বিরত থাকা :** প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ ঈমানের মৌলিক অংশ হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে এসেছে–

أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ "وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ". قِيْلَ وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ "اَلَّذِيْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ".

নবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো– কোন ব্যক্তি? হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! তিনি বললেন, যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না।[৭৭]

কোনো মুসলিম প্রতিবেশীর অনিষ্ট করা তো দূরের কথা চিন্তাও করতে পারে না।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলল, এক নারীর ব্যাপারে যে প্রসিদ্ধ, সে বেশি বেশি (নফল) নামায পড়ে, রোযা রাখে, দুই হাতে দান করে। কিন্তু জবানের দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় (তার অবস্থা কি হবে?)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "সে জাহান্নামে যাবে"। আরেক নারী বেশি (নফল) নামাযও পড়ে না, খুব বেশি রোযাও রাখে না আবার তেমন দান-

---

* *বিএ অনার্স (সম্মান), ফাস্ট ক্লাস, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। লেখক; ইসলামবিষয়ক গবেষক। গ্রাম : দত্তপাড়া, হাসানলেন, পোস্ট অফিস : এরশাদ নগর, টংগী, গাজীপুর।*

[৭৫] *সূরা আন্ নিসা : ৩৬।*

[৭৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৬১১।*

[৭৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০১৬।*

সাদাক্বাও করে না; সামান্য দু-এক টুকরা পনির দান করে। তবে সে জবানের দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না (এই নারীর ব্যাপারে কি বলেন?)। নবী (ﷺ) বললেন, "সে জান্নাতি"।[৭৮]

**প্রতিবেশির সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়া :** প্রতিবেশী এক অন্যের সুখ-দুঃখ, ভালোবাসায় অংশীদার। প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ".

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "মহান আল্লাহর নিকট সর্ব উত্তম সঙ্গী সে, যে তার সঙ্গীর কাছে উত্তম। মহান আল্লাহর নিকট সেই প্রতিবেশী সর্ব উত্তম, যে তার প্রতিবেশীর দৃষ্টিতে সর্বাধিক উত্তম।"[৭৯]

প্রতিবেশীরা আমাদের সুখ-দুঃখে বিপদ আপদে সবার আগে এগিয়ে আসে। প্রতিবেশীরা ক্ষুধার্ত হলে তাদের খাদ্য দান করব, অভাবগ্রস্ত হলে সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য দান করব। ক্ষুদার্ত অসহায় দরিদ্র খাদ্য দান থেকে বিরত থাকাকে আল্লাহ তা'আলা সাকার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে (জাহান্নামীকে জিজ্ঞেস করা হবে)–

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ○ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ○ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ﴾

**অর্থ :** "কোন বিষয়টি তোমাদেরকে 'সাকার' নামক জাহান্নামে ঠেলে দিয়েছে? (তারা উত্তরে বলবে) আমরা নামায পড়তাম না এবং দরিদ্রকে খানা খাওয়াতাম না।"[৮০]

**প্রতিবেশী অসুস্থ হলে সেবাশুশ্রূষা করা :** আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইয়াহূদী গোলাম নবী করিম (ﷺ)-এর খেদমত করত। যখন সে অসুস্থ হলো, তখন মহানবী (ﷺ) তাকে দেখতে গেলেন, তার মাথার দিকে বসলেন আর তাকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো! তখন সে তার পিতার দিকে দেখল। পিতা বললেন, তুমি আবুল কাসেমের অনুসরণ করো। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন নবী (ﷺ) এই বলে বের হলেন, মহান আল্লাহর শোকরিয়া, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।[৮১]

**ভালো কিছু রান্না হলে :** বাড়িতে ভালো তরকারি রান্না হলে প্রতিবেশীকে না জানালেও এর ঘ্রাণ পেয়ে থাকে। প্রতিবেশীকে তরকারী দেয়ার জন্য বাড়তি তরকারি রান্নার নির্দেশনাও ইসলাম দিয়েছে।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ".

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "হে আবূ যার! যখন তুমি ঝোল (ওয়ালা তরকারি) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশি করো। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর বাড়িতে রীতিমত পৌঁছে দাও।"[৮২]

**নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আদান প্রদান :** প্রতিবেশীরা অনেক সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় ছোটখাটো জিনিস ধার চাইতে আসে। আমাদের কাছে থাকলে তা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। নিত্যপ্রয়োজনীয় ছোট খাটে জিনিসে অনেক সময় প্রতিবেশীদের অনেক বড় উপকার হয়। যারা থাকা সত্ত্বেও এমন ছোটখাটো জিনিস দেওয়া থেকে বিরত থাকে কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধিক্কার দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ○ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ﴾

**অর্থ :** "সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং গৃহস্থলীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো সাহায্য দানে বিরত থাকে।"[৮৩]

আজকের পৃথিবী অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ দিয়ে উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করলেও মানুষের মানবিকতার ভিত নড়বড়ে হচ্ছে। অতীতে মানুষের মধ্যে প্রতিবেশীদের প্রতি ভালোবাসার বন্ধন ছিল। অথচ সময়ের পরিক্রমায় আজ তা হারিয়ে যেতে বসেছে। ইসলাম নির্ধারিত প্রতিবেশীদের হক্ব যথাযথভাবে আদায় করলে সমাজে সুখের সুশীতল হিমেল হাওয়া বইবে। মানুষের মধ্যে ভালোবাসার এক গভীর বন্ধন গড়ে উঠবে। ❑

---

[৭৮] *সহীহুল বুখারী।*
[৭৯] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৯৪৪, সহীহ; মুসনাদ আহমাদ- হা. ৬৫৩০; আদ্ দারেমী- হা. ২৪৩৭।*
[৮০] *সূরা আল মুদ্দাস্সির : ৪২-৪৪।*
[৮১] *সহীহুল বুখারী- হা. ১২৫৬।*
[৮২] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬২৫।*
[৮৩] *সূরা আল মা'ঊন : ৪-৭।*

৬৫ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ৩০ অক্টোবর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১৪ রবিউস্ সানি- ১৪৪৫ হি.

## সাহাবা চরিত

# ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু)’র বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু) আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন তাঁকে জ্ঞানের সমুদ্র দান করেছিলেন বিশেষ করে কুরআন মাজীদের আয়াতের ব্যাখ্যা করতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম মেধার অধিকারী ছিলেন। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করছি ইন্‌শা-আল্লাহ।

**পরিচিতি :** ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু)’র প্রকৃত নাম ‘আব্দুল্লাহ। উপনাম হচ্ছে আবুল ‘আব্বাস। পিতার নাম- ‘আব্বাস ইবনু ‘আব্দুল মুত্তালিব, মাতার নাম- লুবাবাহ্ বিনতু হারিস। তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচাতো ভাই এবং একজন বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন।

**জন্ম :** ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু) মহানবী (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মদীনায় আগমন করার তিন বছর পূর্বে মক্কা নগরীতে শিয়াবে আবী তালিবে জন্ম গ্রহণ করেন।

**ইসলাম গ্রহণ :** তাঁর মাতা লুবাবাহ্ বিনতু হারিস রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মদীনায় হিজরত করার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এ জন্য ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু)-কে আশৈশব মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়।

**গুণাবলী :** তিনি ছিলেন উম্মতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। জ্ঞান বিজ্ঞানে ও ফিকাহ শাস্ত্রে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর নিকট থেকে খলিফা ‘উমার এবং ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু)’র মতো মহৎ ব্যক্তিগণও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এ জন্য তাঁর সম্পর্কে ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলতেন : “তিনি বয়সে নবীন আর জ্ঞানে প্রবীণ”। তিনি ছিলেন রঈসুল মুফাস্‌সীরিন। তাঁর লিখিত তাফসীর গ্রন্থ “তাফসীরে ইবনু ‘আব্বাস” জগৎ বিখ্যাত তাফসীর।

**রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন :** ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু)’র খিলাফতের সময় তিনি বসরার গভর্নর ছিলেন। ৩৭ এবং ৩৮ হিজরিতে সংঘটিত যথাক্রমে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীনে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ বন্ধের চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন।

**হাদীসের বর্ণনা :** সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছয় জন সাহাবীর মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি ১৬৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহুল বুখারী এবং সহীহ মুসলিম ইমামদ্বয় যৌথভাবে ৯৫টি, এককভাবে সহীহুল বুখারীতে ১২০টি এবং সহীহ মুসলিমে ৪৯টি হাদীস উল্লেখ রয়েছে।

**ইন্তেকাল :** ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু) জীবনের শেষ দিকে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান। ৬৮ হিজরিতে ৭১ বছর বয়সে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু)’র খিলাফতকালে তিনি তায়েফে ইন্তেকাল করেন। মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়াহ্ তাঁর জানাযার সালাতে ইমামতি করেন।

মূলতঃ ছোট-বেলা হতে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু) অত্যন্ত সূক্ষ্ম মেধার অধিকারী ছিলেন। কিভাবে তিনি যে এত তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী হলেন এ সম্পর্কে কিছু রহস্য আছে। নিম্নে এ রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু)’র জন্মের পর পরই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে নিয়ে আসলে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিশু ‘আব্দুল্লাহ’র মুখে একটু থু থু দিয়ে তাহনীক করলেন এবং বললেন, «اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وعلمه التأويل» অর্থাৎ- “হে আল্লাহ! তুমি তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করো এবং কুরআনের ব্যাখ্যা শিখিয়ে দাও”[৮৪] –এ বলে দু‘আ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকালের সময় তার বয়স হয়েছিল ১৩ (তের) বছর।

অনুরূপ আরও একটি ঘটনা আছে– ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু) অল্প বয়সের বালক। কিন্তু ছোট বেলা হতেই জ্ঞান অন্বেষণ করার জন্য তার প্রবল ইচ্ছা এবং আগ্রহ ছিল। এ লক্ষ্যে তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাত্রীতে কি কি ‘ইবাদত বন্দেগী করেন তা আমি সরে জমিনে দেখব। তাই তিনি একদিন রাত্রি বেলায় কৌশল অবলম্বন করে তাঁর খালা মাইমূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা)’র বাড়িতে গেলেন। মাইমূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা) হলেন– রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী। যা হোক, এদিকে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাত্রিবেলায় মাইমূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা)’র বাড়িতে আসলেন। অতঃপর তিনি ইস্তেঞ্জা করার জন্য ঘর থেকে বের হলেন। এই সুযোগে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওযূর পানি প্রস্তুত করে রাখলেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইস্তেঞ্জা করে

* *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও* **খতীব,** *মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

[৮৪] *বুখারী- ১৪৩; তারীখ ইবনু ‘আসাকীর- মা. শা., ৬৯/১৭১।*

এসে দেখতে পেলেন কে যেন তাঁর ওযূর পানি প্রস্তুত করে রেখে দিয়েছেন। তিনি স্বীয় স্ত্রী মাইমূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মাইমূনাহ্! আমার ওযূর পানি কে প্রস্তুত করে রেখে দিয়েছে? মাইমূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কথা বলে দিলেন। বিস্তারিত ঘটনা শুনার পর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কাঁধে হাত রেখে দু'আ করলেন–

«اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وعلمه التأويل».

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আপনি তাকে দ্বীনের বুঝ দিন এবং কুরআনের গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনের তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।[৮৫]

মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই দু'আর পর 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র জ্ঞানের দরজা খুলে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন জ্ঞান বুদ্ধি দান করলেন যে, তা দেখে প্রবীন সাহাবাগণ পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে যেত।

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! সত্যই কি তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ব্যাপক ছিল? এ ব্যাপারে খলিফা 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'আব্দুল্লাহ'র প্রতি ব্যবহারটাই বড় প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। কারণ স্বয়ং 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'আব্দুল্লাহ'কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। কারণ তিনি জানতেন যে, মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাসের জন্য বিশেষভাবে দু'আ করেছেন এবং ভালোবাসতেন। যে কারণে 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে কোনো মিটিং বা মজলিসে এই আদরের বালকটিকে সঙ্গে নিতেন। এটা দেখে মুরব্বিরা অপছন্দ করতেন। এমনকি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণও অপছন্দ করতেন।[৮৬]

এমনকি মুরব্বিগণ বলতেন, 'উমার ফারুক! এই ছেলেটিকে তুমি কেন আমাদের মজলিসে নিয়ে আসো?

'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মনে মনে ভাবেন আমি কি জন্য এই ছেলেটিকে নিয়ে আসি আপনারা তো তা জানেন না। এটাকে পরীক্ষা করার জন্য 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদিন প্রবীন সাহাবি এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদেরকে ডেকে একত্রিত করলেন। এটা দেখে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মনে মনে ভাবলেন যে, আজকে 'উমার ফারুক আমাকে দিয়ে কিছু একটা দেখাবেন।

খলিফা 'উমার ফারুক সকল সাহাবীকে একত্রিত করে প্রমাণ করতে চাইলেন কার জ্ঞানের গভীরতা কেমন এ উদ্দেশ্যে সকল সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলেন :

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ﴾

"যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।"[৮৭]

সূরাটি সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কী? অর্থাৎ- এই সূরাটি কিসের ইঙ্গিত বহন করছে। কেউ কেউ বললেন : এ সূরায় যেটি বলা হচ্ছে তা হলো– যখন মহান আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং আমাদের বিজয় অর্জন হবে তখন আমরা যেন মহান আল্লাহর গুণগান করি এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন এই সূরাতে।

এবার 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার মতামতও কি এঁদের মতোই? তিনি উত্তরে বললেন : না, আমি এমনটি মনে করি না। এবার 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বললেন : তাহলে তোমার মতামত কি? তুমি এই সূরাটি দ্বারা কি বুঝেছো? আল্লাহ তা'আলা এ সূরাটি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? তিনি বললেন, আমি যেটি বুঝেছি সেটি হলো– এই সূরাটিতে মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরলোক গমনের ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ- এই সূরা দ্বারা আমি বুঝতে পারছি মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেশি দিন আর বেঁচে থাকবেন না। সুতরাং তিনি যেন তাঁর রবের প্রশংসা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

একথা শুনে 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমিও এটাই বুঝেছি। সত্যই দেখা গেল এই সূরাটি নাযিল হওয়ার কিছু দিন পরেই মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই দুনিয়া হতে চিরবিদায় নিলেন, অর্থাৎ- মৃত্যুবরণ করলেন।[৮৮]

অতএব উপরোক্ত ঘটনার আলোকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যার জ্ঞানের দুয়ার খুলে দেন তাকে কেউই আটকে রাখতে পারে না, তাই যত কম বয়স হোক আর বেশি বয়স হোক না কেন। মহান আল্লাহর রহমত এবং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দু'আর বরকতে, তার জ্ঞান, বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতা এত গভীর ছিল। আমরাও মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করি তিনি যেন আমাদেরও জ্ঞানের দুয়ার খুলে দেন। তবেই স্বার্থক হবে আমাদের এ জীবন –আমীন। ❑

---

[৮৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৪৩; সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৭৭; তারীখ ইবনু 'আসাকীর- মা. শা., ৬৯/১৭১।*
[৮৬] *ফাতহুল বারী- ৮/৬০৬।*
[৮৭] *সূরা আন্ নাস্র : ১।*
[৮৮] *ফাতহুল বারী- ৮/৬০৬; তাফসীর ইবনু কাসীর।*

৬৫ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ৩০ অক্টোবর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১৪ রবিউস্ সানি- ১৪৪৫ হি.

## নিভৃত ভাবনা

# রক্তাক্ত জনপদ ফিলিস্তিন!

**–আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী**

ভূমধ্যসাগর ও জর্ডান নদীর পানি বিধৌত অপরূপ এক শান্ত-স্নিগ্ধ জনবসতির নাম ফিলিস্তিন। কিন্তু দস্যুর ক্রমাগত আক্রমণে আজ তা হয়ে উঠেছে এক রক্তরঞ্জিত জনপদ। কুণ্ডলী পাকানো আগুন, উৎকট বারুদের গন্ধ ও গাঢ় অন্ধকার ধোঁয়ায় যার আকাশ-বাতাস দূষিত। শান্তির নগরী এখন গগনবিদারি বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত এক লোকালয়ের নাম। ঘুমে অচেতন নিষ্পাপ শিশুটিও জানে না কখন ভয়ানক শব্দের সাথে ইট-পাথরের আস্তরণে ঢাকা পড়ে তাকে চিরতরে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। ঘরের উঠানে সৌন্দর্যের ডালি সাজানো ফুলগুলো হয়ত তাজা রক্তের ফিনকিতে আরও লাল হয়ে উঠবে।

ইতিহাস ও প্রাচীন সভ্যতার তীর্থভূমি ফিলিস্তিন! অন্তহীনকালের প্রবাহে অসংখ্য নবী-রাসূলের স্মৃতির নীরব সাক্ষী। দাঊদ, সুলাইমান, ইব্‌রা-হীম, ইসহাক, ইয়াকুব, জাকারিয়া, ইয়াহিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)-সহ কতশত পয়গম্বরের স্মৃতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এ পুণ্য ভূমির বুকে। এখানে বেথেলহেমের এক জীর্ণ কুটিরেই রুহুল্লার আগমন ঘটেছিল মারইয়াম বিনতু 'ইমরানের কোল জুড়ে। মি'রাজের যাত্রাপথে এখানেই যাত্রা বিরতি করেছিলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আলোর কাফেলা।

এখান থেকেই তিনি ঊর্ধ্বাকাশে পাড়ি জমিয়েছেন এবং এই পৃথিবী নামক গ্রহের সীমানা অতিক্রম করে শত-সহস্র-মিলিয়ন-বিলিয়ন গ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জ অতিক্রম করে বহু ঊর্ধ্বে নীলিমার প্রান্তসীমা পার হয়ে আরও বহু দূরে... থরে থরে সাজানো সাত আসমান অতিক্রম করে পৌঁছে গিয়েছিলেন আরশে আজিমের মালিকের কাছে।

এটাই তো সেই পুণ্যভূমি যা কুরআনে বর্ণিত 'বরকতময়' এবং হাদীসে বর্ণিত 'আরদুল মাহশার'।

বায়তুল মাকদিস! কালের এক নীরব সাক্ষী। ইতিহাসের বাতিঘর। প্রথম কিবলা- যে দিকে ফিরে মুসলিমদের ললাটগুলো প্রভুর সান্নিধ্য খুঁজেছে দীর্ঘ ১৭টি মাস। প্রিয় বায়তুল মাকদিস! কোটি মু'মিনের মণিকোঠায় এক প্রাণ স্পন্দিত ভালোবাসার নাম।

কত ব্যাকুল হৃদয়ে কষ্টেরা জমা হয়ে ঝরে পড়ে ঝরা পাতার মতো! আর অস্ফুট বেদনাভরা চোখে স্বপ্নের জাল বুনে সারাটা জীবন; শুধু এক নজর দেখার জন্য! দু'রাকআত সালাতের জন্য।

এই তো সেই মর্যাদা ও বিজয়ের কেন্দ্রভূমি, যেখানে মহান নেতা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে উড্ডীন হয়েছিল ইসলামের বিজয় পতাকা। আর পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ইতিহাসের ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ক্রুশ পূজারিরা।

এই সেই বায়তুল মাকদিস! যেখানে ইতিহাসের অকুতোভয় বীর সালাহউদ্দিন আইয়ুবির হাতে উড্ডীন হয়েছিল স্বাধীনতার গৌরবদীপ্ত পতাকা।

'হাত্তীন যুদ্ধে ক্রুসেডারদের ধ্বংস্তূপের উপর গড়ে উঠেছিল এক অনন্য আলোকিত সভ্যতার ভীত।

প্রিয় বায়তুল মাকদিস, আবারো ইয়াহূদীদের নাপাক নখরের থাবায় রক্তে রঞ্জিত। তার পবিত্র দেহ আজ ক্ষত-বিক্ষত। তার দু'চোখে শুধু কান্নার ঢেউ। কান্নার গুমোট আওয়াজ ইথারে-পাথারে ভেসে ভেসে থেমে যায়। আর ওদিকে ক্রুসেডাররা দিকে দিকে জড়ো হচ্ছে, ইতিহাসের লাঞ্ছনাদায়ক পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে।

কিন্তু সভ্যতার শত্রুরা ও হিংস্র হায়েনার দল, মনে রেখ, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উত্তরসূরিরা এখনো বেঁচে আছে। সালাহউদ্দিন আইয়ুবির সন্তানরা এখনো হারিয়ে যায়নি। শুধু ঘুরে দাঁড়ানোর অপেক্ষা মাত্র।

হ্যাঁ, তারা আবার আসবে তাদের ঈমানকে শাণিত করে। তন্দ্রাচ্ছন্ন উম্মাহ জেগে উঠবে। পর্বতসম প্রত্যয়, ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা এবং সিসাঢালা প্রাচীরের মতো এক ও অভিন্ন সত্তা নিয়ে। (ইন্‌শা-আল্লাহ)

নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন ক্বারীব ওয়াবাশ্‌শিরিল মু'মিনীন।

(হে আল্লাহ! তুমি মুসলিমদেরকে রক্ষা করো আর জালিমদের জন্য বধ্যভূমিতে পরিণত করো ফিলিস্তিনের মাটিকে।)

৬৫ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ৩০ অক্টোবর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১৪ রবিউস্ সানি- ১৪৪৫ হি.

## ক্বাসাসুল কুরআন

# আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-এর ধৈর্যশীলতা

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

**আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ﴾

"এবং স্মরণ করো আইয়্যূবের কথা, যখন সে তাঁর প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল– 'আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু!' তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম, তাঁর দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দিলাম, তাকে তাঁর পরিবার-পরিজন ফিরে দিলাম এবং তাদের সঙ্গে তাদের মতো আরও দিলাম আমার বিশেষ রহমতরূপে এবং 'ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।"[৯০]

ঐতিহাসিক ও তাফসীরকারকগণ বলেছেন, আইয়্যূব (আলাইহিস সালাম) ছিলেন সে কালের একজন বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি। দাস-দাসী এবং হাওরান অঞ্চলের বুসায়না এলাকার বিশাল জমির মালিকানা ছিল তার হস্তগত। ইবনু আসাকির (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, আইয়্যূব (আলাইহিস সালাম)-এর ঐ সব সম্পদ ছাড়াও আরও ছিল প্রচুর সন্তান ও পরিবার-পরিজন। পরে এ সব কিছু তাঁর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নানা প্রকার দৈহিক ব্যাধি দ্বারা তাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়।

কুরআন থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোনো দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করে যান এবং অবশেষে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করে রোগ থেকে মুক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তার সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব সবাই উধাও হয়ে গিয়েছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থতা দান করেন। হাদীসে এসেছে– রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, মহান আল্লাহর নবী আইয়্যূব (আলাইহিস সালাম) আঠারো বছর মুসীবত ভোগ করেছিলেন। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তাকে তার ভাই বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে দু'জন ব্যতীত সবাই ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। এ দু'জন সকাল বিকাল তার কাছে আসত।

তাদের একজন অপরজনকে বলল : জেনে নাও আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আইয়্যূব এমন কোনো গুনাহ করেছে যার মতো গুনাহ সৃষ্টিজগতের কেউ করেনি। তার সাথী বলল, এটা কেন বললে? জবাবে সে বলল, আঠারো বছর থেকে সে এমন কঠিন রোগে ভুগছে অথচ আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে তা থেকে মুক্তি দিচ্ছে না। এ কথা শোনার পর সাথীটি আইয়্যূব (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে দেখা করতে গিয়ে ব্যথিত হয়ে কথাটি তাকে জানিয়ে দিলো। তখন আইয়্যূব (আলাইহিস সালাম) তাকে বললেন : আমি জানি না তুমি কি বলছ, তবে আল্লাহ জানেন পূর্বে আমি কখনও কখনও ঝগড়ায় লিপ্ত দু'জনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এটাও শুনতাম যে, তারা মহান আল্লাহর কথা বলে বলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। তখন আমি বাড়ী ফিরে তাদের পক্ষ থেকে কাফফারা আদায় করতাম এই ভয়ে যে, তারা হক্ব ছাড়া অন্য কোনোভাবে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেনি তো?

ঘটনা বর্ণনা করতে করতে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : আইয়্যূব (আলাইহিস সালাম) তার প্রাকৃতিক কাজ সারতে বের হতেন। কাজ সারার পর তার স্ত্রী তার হাত ধরে নিয়ে আসতেন। একদিন তিনি তাঁর প্রাকৃতিক কাজ সারার পর তার স্ত্রীর কাছে ফিরতে দেরি করছিলেন এমন সময় আল্লাহ তা'আলা আইয়্যূব (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে ওহী পাঠালেন যে,

﴿اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾

"আপনি আপনার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত করুন, এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়।"[৯১]

তার স্ত্রী তার আগমনে দেরি দেখে নিজেই এগিয়ে গিয়ে তার কাছে পৌঁছলেন। তখন আইয়্যূব (আলাইহিস সালাম)-এর যাবতীয় মুসিবত দূর হয়ে তিনি পূর্বের ন্যায় সুন্দর হয়ে গেলেন।

তার স্ত্রী তাকে দেখে বললেন, হে মানুষ! আল্লাহ আপনার উপর বরকত দিন, আপনি কি ঐ বিপদগ্রস্ত মহান আল্লাহর নবীকে দেখেছেন? আল্লাহর শপথ, যখন সে সুস্থ ছিল তখন সে ছিল আপনার মতোই দেখতে।

তখন আইয়্যূব (আলাইহিস সালাম) বললেন যে, আমিই সেই ব্যক্তি। আইয়্যূব (আলাইহিস সালাম)-এর দু'টি উঠান ছিল। একটি গম শুকানোর অপরটি যব শুকানোর। আল্লাহ তা'আলা সে দু'টির উপর দু'খণ্ড মেঘ পাঠালেন। এক খণ্ড মেঘ সে গমের উঠোনে এমনভাবে স্বর্ণ ফেললো যে, সেটি পূর্ণ হয়ে গেল।

*[৩৪ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

★ *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

[৯০] *সূরা আল আম্বিয়া- : ৮৩-৮৪।*

[৯১] *সূরা সোয়াদ : ৪২।*

৬৫ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ৩০ অক্টোবর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১৪ রবিউস্ সানি- ১৪৪৫ হি.

## বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

# নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষের বাম পাঁজরের হাড় থেকে?

**“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।”** *(সূরা আল হাশ্র : ৭)*

**আরাফাত ডেস্ক :** আমাদের মাঝে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, আল্লাহ তা‘আলা মহিলাদের পুরুষের বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করেছেন? আজ আমরা জানবো, এ বিষয়ে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী?

প্রথমে নিম্নে এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করব। তারপর সেগুলো ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে উপরোক্ত বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পেশ এবং এ সম্পর্কে মানুষের মনের ভ্রান্তি ও সংশয় নিরসন করার চেষ্টা করব ইন্শা-আল্লাহ।

**স্ত্রীকে বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি সংক্রান্ত হাদীস :**

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ : «فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ, وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا.

“আর তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে এবং সবচেয়ে বাঁকা হচ্ছে পাঁজরের ওপরের হাড়। যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙে দিবে, আর যদি তা যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দাও তাহলে বাঁকাই থাকবে। অতএব, তোমরা নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার ব্যাপারে উপদেশ গ্রহণ করো।”

উপরোক্ত শব্দ বিন্যাস সহীহুল বুখারীর আর সহীহ মুসলিমে এসেছে এভাবে–

فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا.

“আর যদি তোমরা তাদের থেকে উপকৃত হতে চাও তাহলে বাঁকা থাকা অবস্থায়ই তাদের থেকে উপকৃত হও আর যদি সোজা করতে যাও তাহলে তা ভেঙে ফেলবে। আর ভেঙে ফেলার অর্থ তালাক দেয়া।”[৯২]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ.

“নারী হলো– পাঁজরের হাড়ের ন্যায়। যদি তোমরা তাকে সোজা করতে যাও তাহলে তাকে ভেঙে ফেলবে। সুতরাং যদি তাদের থেকে লাভবান হতে চাও তাহলে ঐ বাঁকা অবস্থাতেই লাভবান হবে।”[৯৩]

**নারীদেরকে পুরুষের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে সংক্রান্ত হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা :** এ ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেমদের থেকে দু’ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত পাওয়া যায়। যেমন-

**১ম অভিমত :** প্রথম ও আদি পুরুষ আদম (আলাইহিস সালাম)-এর জীবন সঙ্গিনী মা হাওয়া (আলাইহাস সালাম)-কে কেবল আদম (আলাইহিস সালাম)-এর বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন-

ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

كأن فيه إشارةً إلى ما أخرجه ابن إسحاق في المبتدأ عن ابن عباس أن حواء خُلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر.

“এখানে যেন ইবনু ইসহাক তার আল ‘মুবতাদা’ কিতাবে ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যে বর্ণনা এনেছেন সে দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, [ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,]

إن حَوَّاء خلقت من ضلع آدم، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام. الْأَقصر الْأَيْسَر وَهُوَ نَائِم.

“ঘুমন্ত অবস্থায় আদম (আলাইহিস সালাম)-এর বাম পাঁজরের সবচেয়ে ছোট হাড় থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে।”

দাউদি [আহমদ বিন নসর আদ দাউদি-আল জাযায়েরি (আলজেরিয়া) যাকে সহীহুল বুখারী’র ১ম এবং মুয়াত্তা

[৯২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৩৩১, ৫১৮৪, ৫১৮৫, ৬০১৮, ৬১৩৮, ৬৪৭৫; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৭, ১৪৬৮।*

[৯৩] *সহীহুল বুখারী- বাং ই. ফা., ৫৪/বিয়ে-শাদি, পরিচ্ছেদ : ২৫০৪. নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার, আর এই সম্পর্কে নবী (ﷺ) বলেন, “নারীরা পাঁজরের হাড়ের মতো।*

মালিকের ২য় ভাষ্যকার বলে গণ্য করা হয়, মৃত্যু : ৪০২] বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

إِنَّما الْمَرْأَةُ كالضِّلَعِ.

"মহিলা হলো, বাম পাঁজরের হাড়ের মতো।" এ কথা বলার কারণ হলো–

لِأَنَّهَا خلقت من ضلع آدم.

"কারণ তাকে [হাওয়া (আঃ)-কে] আদমের বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৯৪] ইমাম নওবী বলেন,

فِيْهِ دَلِيْل لما يَقُوْله الْفُقَهَاء أَوْ بَعضهم أَن حَوَّاء خلقت من ضلع آدم.

"এ হাদীসে ফকিহদের এ কথার পক্ষে দলিল রয়েছে যে, হাওয়া (আঃ)-কে আদমের বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৯৫]

এই সৃষ্টির ধরন কেমন ছিল তা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানেন না। কিন্তু কতিপয় আলেম বিষয়টি বুঝার স্বার্থে এর উদাহরণ দিয়েছেন যে, "খেজুরের আঁটি থেকে যেভাবে খেজুরের চারা গাছ বের হয়।"[৯৬]

আদম ও হাওয়া (আঃ) ছাড়া তাদের পরবর্তী সন্তান-সন্ততি ও বংশধর সকলেই [ব্যতিক্রম 'ঈসা (আঃ)] স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর মানব সৃষ্টির সাধারণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে– যা আল্লাহ তা'আলা সূরা আন্ নিসার প্রথম আয়াতে স্পষ্ট করে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً﴾

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।"[৯৭]

এছাড়াও বিষয়টি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে আলোচিত হয়েছে। যথা- সূরা আল আ'রাফ-এর ১৮৯, সূরা আয্ যুমার-এর ৬ এবং সূরা আল আন'আম-এর ৯৮ নং আয়াত।

**২য় অভিমত :** অন্য একদল আলেম বলেন, বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টির ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রূপক ও উপমা অর্থে বলেছেন। অর্থাৎ- নারীদের আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রে কিছুটা বক্রতা রয়েছে। বিধায় এর উদাহরণ হিসেবে এমনটি বলা হয়েছে।

শাইখ আলবানী বলেন, মিশকাত গ্রন্থের ভাষ্যকার মোল্লা আলি ক্বারী[৯৮] বলেছেন, "অর্থাৎ- মহিলাদেরকে এমন স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তাতে বক্রতা রয়েছে– যেন তাদেরকে বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর বাম পাঁজরের হাড় হলো– বক্র। সুতরাং বক্রতার আকৃতি বা অর্থ বুঝাতে এমন বা استعارة (ইস্তিয়ারাহ) বা রূপকতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এর উদাহরণ রয়েছে কুরআনের এই আয়াতে (আল্লাহ বলেন),

﴿خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾

"মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাড়াহুড়া প্রবণতা থেকে।"[৯৯] (অর্থাৎ- মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি হলো– তাড়াহুড়া করা। এটা তার সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য।)

আমি বলি [শাইখ আলবানি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,] এ মতটাই আমার নিকট অধিক অগ্রাধিকার যোগ্য। কারণ এটি উপমা এবং রূপক অর্থ; প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয় দু'টি কারণে। যথা-

**প্রথম কারণ :** কোনো হাদীস প্রমাণিত হয়নি যে, হাওয়াকে আদমের বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

**দ্বিতীয় কারণ :** উপমার বিষয়টি অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন- আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বর্ণিত হাদীসে এসেছে–

«إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ».

"নিশ্চয় মহিলা হলো পাঁজরের হাড়ের মতো।"[১০০]

এছাড়াও ইমাম আহমদ প্রমুখ আবূ যর এবং 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে সহীহ বলেছেন।[১০১]

**তাহলে হাওয়া (আঃ)-কে কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?**

শাইখ আলবানী আরও বলেন যে, কেউ যদি প্রশ্ন তোলে যে, হাওয়াকে যদি আদম থেকে সৃষ্টি না করা হয়ে থাকে তাহলে তাকে কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?

---

[৯৪] *'উমদাতুল্ ক্বারী শরাহ সহীহুল বুখারী- বদরুদ্দিন হানাফি (রাহিমাহুল্লাহ), মা. শা., ৯৭, ২০/১৬৫।*

[৯৫] *শরহে সহীহ মুসলিম- ৫/২৮১।*

[৯৬] *আল মুফহিম- আবুল 'আব্বাস আল কুরতুবি, মৃত্যু : ৬৫৬।*

[৯৭] *সূরা আন্ নিসা : ১।*

[৯৮] *শরহে মিশকা-তুল মাসা-বীহ- ৩/৪৬০।*

[৯৯] *সূরা আল আম্বিয়া- : ৩৭।*

[১০০] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম- হা. ৬৫/১৪৬৮; মুসনাদে আহমদ প্রমুখ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান এটিকে সহীহ বলেছেন।*

[১০১] *সিলসিলাহ য'ঈফাহ্- ১৩/১১৩৯ ও ১১৪০।*

এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় না যে, হাওয়াকে আদমের পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কারণ এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট কোনো হাদীস সাব্যস্ত হয়নি। মুফাস্সিরগণ এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণনা করেছেন সেগুলো ইসরাঈলি বর্ণনা –যা আমরা সত্য-মিথ্যা কোনোটাই বলবো না এবং কেউ এ মত ব্যক্ত করলে আমরা তার বিরোধিতাও করবো না। যেহেতু তা সঠিক হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ এটি অধিকাংশ মুফাস্সিরের অভিমত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কিভাবে হাওয়া (আলাইহাস সালাম)-কে সৃষ্টি করেছেন, তা আমরা দৃঢ়তার সাথে বলবো না এবং আমরা এর উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে কষ্টও করতে যাবো না; বরং বলব, আল্লাহু আলাম-আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে ভালো জানেন। আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং আমরা বলব যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ﴾

"প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছে অধিকতর এক জ্ঞানী।"[১০২]

﴿وَمَا أُوْتِيْتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا﴾

"আর তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।"[১০৩]

*[দেখুন : তাফসীরে মানার- ৯/৪৩১-৪৩২ ও সিলসিলাহ য'ঈফাহ্- ১৩/১১৩৯]*

**মহিলাদেরকে পাঁজরের বাঁকা হাড়ের সাথে উপমা দেওয়ার উদ্দেশ্য কী?**

মহিলাদেরকে এভাবে পাঁজরের বাঁকা হাড়ের সাথে উপমা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো– তাদের আচরণে বক্রতা থাকলেও স্বামী যেন তার প্রতি ভদ্রতা ও সদয় আচরণ করে, সব সময় তার দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান না করে এবং তাকে সব দিক থেকে পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী হিসেবে পেতে না চায়। অন্যথায় সংসার ভাঙা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না; বরং তার উচিত, ধৈর্য, সহনশীলতা এবং সুন্দর আচরণের মাধ্যমে তাকে নিয়ে ঘর-সংসার অব্যাহত রাখা।

সৌদি আরবের স্থায়ী জ্ঞান-গবেষণা ও ফাতাওয়া বোর্ডকে প্রশ্ন করা হয়, "নারীকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে" রাসূলের এ হাদীসটির ব্যাখ্যা কী এবং বক্রতা বলতে কী বুঝায়? তারা এর জবাবে বলেন,

أن المرأة لا تخلو من اعوجاج في أخلاقها كالضلع، فمن أراد كمالها لم يستطع ذلك إلا بطلاقها، فالمشروع له : الصبر والتغاضي عن بعض الاعوجاج، مع الاستمرار في النصيحة والتوجيه.

এর অর্থ হলো– "একজন মহিলা আচার-আচরণে বক্রতা মুক্ত নয়– যেমনটা থাকে পাঁজরের হাড়। তাই যে ব্যক্তি তার মধ্যে পরিপূর্ণতা (দোষত্রুটি মুক্ত এবং সব দিক থেকে পরিপূর্ণ) পেতে চায়, সে তা পাবে না তালাক ছাড়া। সুতরাং তার জন্য এটাই বিধেয় যে, সে ধৈর্য ধারণ করবে এবং তার কিছু বাঁকা আচরণ উপেক্ষা করার পাশাপাশি, পরামর্শ এবং নির্দেশনা অব্যাহত রাখবে।"[১০৪]

**নাস্তিকদের অভিযোগ ভিত্তিহীন :** অনেক নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষী এক্টিভিস্ট এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহের অপব্যাখ্যা করে বলতে চায় যে, হাদীসে বলা হয়েছে, সব নারীকেই তাদের স্বামীর পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ কথা বলে তারা নবী (ﷺ)-এর বহুবিবাহ, পাঁজরের হাড় সংখ্যা এবং তাঁর স্ত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন আজেবাজে কথা বলে। আবার কেউ কেউ অবিবাহিত নারী, তালাকপ্রাপ্ত নারী, একাধিক পুরুষের সাথে বিয়ে হওয়া নারীর উদাহরণ দেখিয়ে হাদীসকে ভুল প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু তাদের এ সব অভিযোগের মূলেই আছে, এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোর ভুল বুঝ এবং অপব্যাখ্যা।

**সারাংশ :** নারীদেরকে পুরুষের বাম পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেমদের থেকে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। যথা-

**ক.** শুধু হাওয়া (আলাইহাস সালাম)-কে আদম (আলাইহিস সালাম)-এর বাম পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে; আর কোনো নারীকে নয়।

**খ.** হাওয়া (আলাইহাস সালাম)-কে আদম (আলাইহিস সালাম) বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়নি; বরং হাদীসে মহিলাদের আচার-আচরণ ও স্বভাবে বক্রতা থাকার বিষয়টিকে উপমা ও রূপক অর্থে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো– নারীদের সাথে নম্রতা, ভদ্রতা ও সদাচরণ করা।

সব নারীকে পুরুষের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করার বিষয়টি কোনো নির্ভরযোগ্য আলেম বলেননি; বরং একশ্রেণীর নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীর পক্ষ থেকে ইসলামের প্রতি মিথ্যা অপবাদ।

আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করুন এবং সকল বিভ্রান্তি থেকে হিফাযত করুন –আমীন। ❑

[১০২] *সূরা ইউসুফ : ৭৬।*
[১০৩] *সূরা 'ইস্‌রা : ৮৫।*
[১০৪] *ফাতাওয়া লাজনা আদ্ দায়েমা- ৪র্থ খণ্ড, ১০৫ পৃ., মা. শা., ৪/৪০৫।*

## বিজ্ঞান ও বিস্ময়

# কুরআন ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে সৌরজগৎ (Solar System)

–এম. এ. মোমেন*

সূর্যকে কেন্দ্র করে যে জগৎ তাকেই বলে সৌরজগৎ। সুদীর্ঘকাল ধরেই মানুষ ছোটছোট আলোর বিন্দুকে রাতের আকাশে নক্ষত্রের মাঝে ঘুরে বেড়াতে দেখত! প্রাচীন গ্রীকরা এর নাম দিয়েছিল Planets, যার বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় "ভ্রমণকারী"। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টারকাস সূর্যকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ড-বিন্যাসের কথা চিন্তা করলেও নিকোলাস কোপারনিকাসই প্রথম সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহব্যবস্থার গাণিতিক প্রমাণ উপস্থাপন করেন। ১৭০৫ সালে এডমন্ড হ্যালি উপলব্ধি করেন, একটি বিশেষ ধূমকেতুই প্রতি ৭৫-৭৬ বছর অন্তর ফিরে আসে। এইভাবেই প্রথম প্রমাণিত হয় যে, গ্রহ ছাড়া অন্য মহাজাগতিক বস্তুও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। এই সময়েই সৌরজগৎ শব্দের ইংরেজি "সোলার সিস্টেম" (Solar System) প্রতিশব্দটি প্রথম চালু হয়। ১৮৩৮ সালে ফ্রেডরিখ বেসেল সফলভাবে একটি নাক্ষত্রিক লম্বন দৃষ্টিভ্রম পরিমাপ করেন। এই দৃষ্টিভ্রমটির কারণ সূর্য-প্রদক্ষিণকালে পৃথিবীর গতির মাধ্যমে সৃষ্ট একটি নক্ষত্রের আপাত স্থানান্তর। এই পরিমাপটি ছিল সূর্যকেন্দ্রিকতাবাদের প্রথম প্রত্যক্ষ পরীক্ষামূলক প্রমাণ। বর্তমানে পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতি এবং মনুষ্যবিহীন মহাকাশযানের ব্যবহারের ফলে সূর্য-প্রদক্ষিণকারী অন্যান্য জ্যোতিষ্কগুলোকে বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়েছে।

প্রাচীন মানুষ বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি-এর খবর জানতো। পরে ১৬০৮ সালে টেলিস্কোপ উদ্ভাবনের পর এবং গাণিতিক হিসেব করে গ্রহাণুপুঞ্জ, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর কথা জানতে পারে। তখন পর্যন্ত মানুষ জানতো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণয়মান পৃথিবীসহ মোট নয়টি গ্রহ। ২০০৬ সাল পর্যন্ত প্লুটো আমাদের সৌরজগতের গ্রহ হিসেবে পরিচিত ছিল, পরে একে বামন গ্রহ হিসেবে পদাবনতি দেয়া হয়। শুধু প্লুটোকেই নয় নতুন সংজ্ঞায় সৌরজগত থেকে এরকম আরো অনেক গ্রহকেই বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন- সেরেস, পালাস, জুনো, ভেস্তা এর মতো কিছু বস্তু যাদের কোনো কোনোটিকে আগে অনেক বিজ্ঞানী গ্রহ বলতেন। (কাইপার বেল্ট এ এখন পর্যন্ত এরকম কয়েকশ বামন গ্রহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে আমাদের সৌরজগতে!) তারপর আরো দু'টি গ্রহের কথা ভালকান [ভলকান (Vulcan) হলো– একটি ক্ষুদ্র প্রকল্পিত গ্রহ যা সূর্য ও বুধ গ্রহের মাঝের একটি কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে বলে প্রস্তাবিত হয়। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র ব্যবহার করে সব গ্রহের গতিপথ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা গেলেও বুধ গ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। নিউটনের সূত্রানুযায়ী এই গ্রহসমূহের অনুসূর বিন্দু সব সময় একই হওয়ার কথা কিন্তু বুধের ক্ষেত্রে অনুসূর বিন্দুর অগ্রগমন ঘটে। ১৯ শতকের ফরাসী গণিতবিদ আরবাইন জোসেফ লা ভেরিয়ার প্রকল্পিত করেন যে, বুধ গ্রহের কক্ষপথের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য অন্য একটি গ্রহের প্রভাবের ফল। তিনি এই গ্রহটির নাম দেন "ভলকান"।] ও এ্যক্র বললেও তা আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করতে পারেননি।

**গ্রহ সম্পর্কে আল-কুরআনের বক্তব্য :** আমরা জানি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হয়েছে আজ থেকে প্রায় ১৪শ বছরেরও কিছু আগে, অর্থাৎ- ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে। কিন্তু কি আশ্চর্য! সে সময়েও কুরআন মানবজাতিকে গ্রহ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিয়েছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– "যখন ইউসুফ তাঁর পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা! ইন্নীর-আইতু আ'হাদা 'আশারা কাওকাবা ওয়াশ্ শামসা ওয়াল ক্বামারা র-আইতুহুম লী সা-জিদীন, (অর্থাৎ- অবশ্যই আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারোটি গ্রহ, সূর্য [আমাদের নক্ষত্র] ও চন্দ্র [আমাদের একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ] আমার উদ্দেশ্যে সেজদাঅবনত।) এ আয়াতে গ্রহ বুঝাতে আরবী যে শব্দটির ব্যবহার হয়েছে সে শব্দটি হলো– كوكبا (কাওকাবা)। কুরআনুল কারীমের আরো কয়েকটি জায়গায় শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। যেমন- ৬ নং সূরার ৭৬ নং আয়াত, ৮২ নং সূরার ১-২ নং আয়াত। তবে এর দ্বারা মহাশূন্যের ঠিক কোন বস্তুকে বোঝানো হয়েছে তা নির্ণয় করা মুশকিল। কুরআনুল কারীমের একটি সুবিখ্যাত আয়াতে শব্দটির অর্থ ও সংজ্ঞা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তবে তাফসীরকারকদের মতে, এ আয়াতের একটি গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ রয়েছে, যদিও সে আধ্যাত্মিক বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞ মুফাস্সিরদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। এতদ্সত্ত্বেও كوكبا অর্থ যে "গ্রহ" উক্ত আয়াতে কৌতূহলোদ্দীপক অথচ তুলনামূলক বর্ণনায় তা সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়েছে– "আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের আলো। তাঁর আলোর উপমা যেন একটি তাক বা কুলঙ্গী, যার মধ্যে রয়েছে একটি ফানুস (আলোকময় বস্তু)। এই আলোকময় বস্তু (ফানুস)-টি রয়েছে একটি কাচের পাত্রে। আর সে কাচপাত্রটি যেন একটি কাওকাব, যা (মোতির মতো) ঝকমক করে।"

এখানে (কাওকাব) শব্দের দ্বারা যা উল্লেখ করা হয়েছে তা এমন একটি বস্তু যা আলোর প্রতিফলনের কারণে-মোতির মতো ঝকমক করছে : ঠিক যেন একটি গ্রহ যা সূর্যের

* সাবেক অধ্যক্ষ, শীলমান্দি আদর্শ কলেজ, নরসিংদী।

আলোয়ে আলোকিত। সুতরাং বুঝা গেলো- ইউসূফ (আলাইহিস সালাম) স্বপ্নে যে এগারোটি (কাওকাব) দেখেছিলেন সেগুলো ছিল- এগারোটি গ্রহ।

আশ্চর্যের বিষয় ১৬০৮ সালে (টিলিস্কোপ আবিস্কারে)'র পূর্বে কুরআন কিভাবে বললো– ১১টি গ্রহের কথা! এটি যখন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হবে তখনো কি কুরআন যে ঈশ্বরের বাণী এটা অস্বীকার করা যায়! অজ্ঞ-মূর্খ ছাড়া এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

আপনি হয়তো ভাবছেন– জ্যোতির্বিজ্ঞান তো আমাদেরকে ১১টি গ্রহের কথা বলেনি। আমি বলবো– বলেছে এবং বলবে অনুসন্ধান করুন, আর অপেক্ষা করুন।

সৌরজগতের বর্ণনায় আমি উল্লেখ করেছি– ২০০৬ সাল পর্যন্ত প্লটো আমাদের সৌরজগতের গ্রহ হিসেবে পরিচিত ছিল, পরে একে বামন গ্রহ হিসেবে পদাবনতি দেয়া হয়। শুধু প্লটোকেই নয় নতুন সংজ্ঞায় সৌরজগৎ থেকে এরকম আরো অনেক গ্রহকেই বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন- সেরেস, পালাস, জুনো, ভেস্তা এর মতো কিছু বস্তু যাদের কোনো কোনোটিকে আগে অনেক বিজ্ঞানী গ্রহ বলতেন। সুতরাং বুঝা যায় তখন গ্রহ ১১টিই ছিল। নতুন করে আরো দু'টি গ্রহ (ভালকানও এ্যক্র)'র কথা জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ বলছেন যা এখনো প্রমাণ করতে পারেনি। অপেক্ষা করুণ হয়তো প্রমাণিত হবে নয়তো আমাদের এ সৌর জগতে আরো গ্রহের সন্ধান পাওয়া যাবে। সৌরজগত সম্পর্কে জানতে হলে সৌরজগতের মূল কেন্দ্র সূর্য সম্পর্কে জানতে হবে।

**সূর্য :** আমাদের নক্ষত্রের নাম সূর্য। ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে সূর্যের দূরত্ব ১০ কিলো পারসেক (সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল গতিতে আলো ৩.২৬ বছরে যতটা পথ অতিক্রম করতে পারে তাকে পারসেক বলে)। মাইলের হিসেবে ২ এর পর ১৭টি শূন্য বসালে যত মাইল হয়। নিজ কক্ষে একবার আবর্তন করতে ১৫০ মাইল গতিতে সূর্য সময় নেয় প্রায় ২৫ কোটি বছর। আর নিজ অক্ষের উপর সূর্যের একবার ঘুরতে সময় লাগে ২৫ দিন। সেকেন্ডে ১২ মাইল গতিতে সূর্য ছুটছে তার গন্তব্যের দিকে। গন্তব্য হলো– "সোলার এপেক্স"। যা সৌরমণ্ডলের মহাশূন্যে অবস্থিত "কন্সটেলেশন অব হারকিউলাস" (আলফা লাইরি) নামক কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত। সূর্যকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করছে ১১টি গ্রহ। সূর্য এবং তার গ্রহগুলো নিয়ে যে জগৎ গঠিত তাকে বলা হয় সৌরজগত।

**সূর্যের জন্মকথা :** এবার আমরা জানবো সূর্যের জন্মকথা। মহাশূণ্যে ঘন অন্ধকারের মাঝে এক সময় দেখা দিলো সুবিসাল মেঘ। এই মেঘ সমতল চাকার মতো গোল আকার ধারণ করে ঘুরতে শুরু করেছিল। প্রচণ্ড গতিতে ঘুরছিল, এ বিশাল মেঘ খণ্ডটির নাম দেওয়া হলো Nebula (নেবুলা)। Nebula (নেবুলা)'র বেশিরভাগ গ্যাসই ছিল হাইড্রোজেন। হাজার হাজার কোটি বছর ধরে এভাবে ঘুরতে ঘুরতে Nebula (নেবুলা) তার আকার বদল করলো। প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকা Nebula (নেবুলা) গ্যাস ও ধূলিকে ঠেলে দিচ্ছিল কেন্দ্রের দিকে। একটা প্রচণ্ড শক্তি যেন ধূলি ও গ্যাসকে একত্রে আবার কেন্দ্রের দিকে টানছে। এ শক্তিই Nebula (নেবুলা)'র মধ্যাকর্ষণ শক্তি। অবিরাম ঘুরতে থকা Nebula (নেবুলা)'র মধ্যাকর্ষণ শক্তি বিশাল পিণ্ডকে আকর্ষণ করে জমাট করছিল। এভাবে জন্ম নিচ্ছিল নতুন একটি নক্ষত্র। এর কেন্দ্রে প্রচণ্ডভাবে গ্যাস উত্তপ্ত হলো। এভাবেই জন্ম হলো সূর্যের। এটি আকারে আমাদের এ পৃথিবী থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড় এবং ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল (১৪ কোটি ৯৬ হাজার কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত, প্রায় ৫ বিলিয়ন বছর আগে সৃষ্ট, একটি হলদে বামন নক্ষত্র। ধারণা করা হয়– আরো ৫ বিলিয়ন বছর সে আমাদেরকে এভাবে আলো দিয়ে যেতে পারবে। ১.৪ মিলিয়ন কিলোমিটার ব্যাসের এ বিশাল নক্ষত্রটি প্রধানত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে তৈরি। নিউক্লিয়ার ফিউশনের মাধ্যমে হাইড্রোজেনগ্যাস হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়। সূর্যের কেন্দ্রে সংঘটিত এ বিক্রিয়ায় প্রচুর শক্তি নির্গত হয়। বছরের পর বছর ধরে সূর্যের ভিতরে যে উচ্চ মাত্রার কার্যক্রম চলছে এর কারণে এটি কমলা লেবুর মতো আকার ধারণ করছে। সূর্যের বিষুবীয় এলাকার ব্যাস বাড়ছে আর কমছে মেরু এলাকার ব্যাস। সূর্যের পৃষ্ট মসৃণ নয়, এবড়োথেবড়ো। ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে সূর্যের দূরুত্ব ৮০০০ পারসেক (সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল গতিতে আলো ৩.২৬ বছরে যতটা পথ অতিক্রম করতে পারে তাকে পারসেক বলে)। পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৫৭৭০ ডিগ্রি কেলভিন। সূর্য ঘন্টায় ১৭,১০০ মাইল বেগে (দৈনিক ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৪ শত মাইল) ২০ কোটি বছরে আপন কক্ষপথে একবার পরিভ্রমণ করে। সূর্যের আছে সাতটি রং। যথা- (১) বেগুনি, (২) বেগুনি-নীল, (৩) আকাশি-নীল, (৪) সবুজ, (৫) হলুদ, (৬) কমলা, (৭) লাল। সূর্যাদয় আর সূর্যাস্তের সময় তাকে লাল থালার মতো দেখায়। কারণ, তার এ সময়ের দূরত্ব ঠিক ভরদুপুরের দূরত্বের ৫০ (পঞ্চাশ) গুণ বেশি হয়। আর তখন সূর্য রশ্মি আসে ধোঁয়া ও ধুলোর মধ্য দিয়ে তেরচা হয়ে। ধোঁয়া, ধূলা ও বাতাস তখন তার সব রং কেড়ে নেয়, থাকে শুধু হলুদ ও কমলা রং তাই তাকে এরকম দেখায়।

সূর্যকে কেন্দ্র করে আমাদের এ সৌরজগৎ। তার রয়েছে ৯টি গ্রহ ও কিছু গ্রহাণু। ১৮১০ সালে প্রথম গ্রহানুর সন্ধান পাওয়া গেছে। গ্রহানুগুলোর মধ্যে বৃহত্তম গ্রহানু হচ্ছে Ceres (সিরিস)। এর ব্যাস ৬৮৩ কিলোমিটার সাথে রয়েছে ৫৯২ কিলোমিটার ব্যাসের ভেস্তা। এই গ্রহাণুটি রয়েছে অন্যান্য গ্রহাণুর তুলনায় পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে। এটি পাথর দিয়ে তৈরি। কক্ষপথ বৃত্তাকার। ❑

## বিশেষ প্রতিবেদন

# রোহিঙ্গা শিবিরের নূর

**–আশরাফুল কবির***

আরাকানের মুসলিমদের ধারণা ছিল তাদের স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের পক্ষ হয়ে জাপানি মিত্র বার্মিজ বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে আরাকানি মুসলিমরা। ১৯৪৫ সালে জাপানিদের পরাজয়ের পর, তারা বার্মার দখল ছেড়ে দেয়। পরবর্তীতে, বার্মা ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। এদিকে বার্মা সরকার আরাকানি মুসলিমদের বিধিসম্মত নাগরিকত্ব দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলশ্রুতিতে, তারা আরাকানকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি দাবি জানায়। এক্ষেত্রে আরাকানির মুসলিমদের দাবি ফলপ্রসূ হয়নি। ক্রমে ক্রমে, বার্মিজ সরকারের নানা অত্যাচার, নিপীড়ন, বিদ্বেষ ও বৈষম্যের মুখোমুখি হতে থাকে আরাকানি মুসলিমরা। সেইসময় ফিলিস্তিনিদের পাশাপাশি অনেক রোহিংগা মুসলিমও সৌদি আরবে হিজরত করতে থাকেন।

অন্যান্য বহু আরাকানির মতো মোহাম্মদ ইউসুফ বিন সুলাইমান নামে এক যুবকও সৌদিতে ইমিগ্রেট করেন। ১৯৫২ সালে পুণ্যভূমি মক্কায় তার একটি ফুটফুটে ছেলে সন্তানের জন্ম হয়। ছেলেটির নাম রাখা হয় মোহাম্মদ আইয়ুব। পরবর্তীতে তার সংসারে আরও সন্তানের শুভাগমন হয়। বড় ছেলে আইয়ুব ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। অল্প বয়স থেকেই সে কুরআনের হিফজ শুরু করে শেষ করেন। সব কিছু স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। মূলত মোহাম্মদ বিন সুলাইমান আরাকানিদের আরাকান থেকে সৌদিতে প্রেরণের কাজে জড়িত ছিল। তখন বার্মিজ আইন অনুযায়ী এ কাজ ছিল অবৈধ। মোহাম্মদ ইউসুফ একসময় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে ধরা পড়ে যায় এবং শুরু হয় তার কারাভোগ।

ফলশ্রুতিতে, তাদের পরিবারে নেমে আসে নিধারুণ অভাব ও যন্ত্রণা। বড় ছেলে মোহাম্মদ আইয়ুবের উপর তখন দু'টি গুরুভার আরোপিত হয়। পরিবারকে সাপোর্ট দেওয়া এবং কুরআনের হিফজ চালিয়ে যাওয়া। দু'টির একটিও তার জন্য মোটেও সহজ ছিল না। ষাটের দশকে মক্কায় না ছিল বিদ্যুৎ, না ছিল এখনকার মতো টানেল কিংবা রাস্তাঘাট। তার বাড়ি এবং যে মসজিদে কুরআন হিফজ করতেন তার মাঝে ছিল দু'টি পাহাড়। তাকে এ দু'টি পাহাড় অতিক্রম করে যাওয়া-আসা করতে হতো। এছাড়াও পথিমধ্যে ছিল বুনো কুকুর, বিষাক্ত সাপ ও বিচ্ছুর ভয়। অধিকন্তু, তাকে প্রতিদিন ফজরের আযানের পূর্বেই মসজিদে উপস্থিত থাকতে হতো। উস্তাদ খলিলুর রহমান কাশমিরি উনার ব্যাপারে একটু বেশিই কঠোর ছিলেন। কারণ উস্তাদ তার মাঝে উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। হিফজ শেষে তিনি মদিনায় চলে যান। সেখানেই হাইস্কুল শেষে মদিনা ইউনিভার্সিটিতে (জামিয়াহ ইসলামিয়া মাদিনাহ) শরীয়াহ অনুষদে আন্ডারগ্রাজুয়েট এবং তাফসীর ও উলুমুল কুরআন অনুষদ থেকে মাস্টার্স ও পিএইচডি সম্পন্ন করেন। ১৯৯০ সালে তিনি ইসলামী ইতিহাসের প্রথম মসজিদ মসজিদে কুবায় ইমাম হিসেবে নিযুক্ত হন। এভাবেই মোহাম্মদ আইয়ুব একজন সাধারণ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু থেকে শাইখ মোহাম্মদ আইয়ুব হয়ে উঠেন।

তৎকালীন মসজিদে নববীর ইমাম ও খতিবদের প্রধান শাইখ 'আব্দুল্লাহ বিন সালেহ'র কাছে সংবাদ আসলো যে, মসজিদে কুবায় একজন নতুন ইমাম (শাইখ মুহাম্মদ আইয়ুব) নিযুক্ত হয়েছে এবং তার তিলাওয়াত অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী। তৎক্ষণাৎ তিনি শাইখ আইয়ুবকে ডেকে পাঠালেন। এদিকে মজার ব্যাপার হলো, শাইখ আইয়ুব এই সংবাদ পেয়ে গুরুতর ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন হয়তো তিনি কোনো ভুল করেছেন, তাই উনাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে তিনি উপস্থিত হয়ে দেখেন ঘর ভর্তি আলেম-উলামা ও সম্মানিত ব্যক্তিরা বসে আছেন। সম্মুখের দিকে ঠিক মাঝে বসে আছেন শাইখ 'আব্দুল্লাহ বিন সালেহ। ভিত-সন্ত্রস্ত হয়ে পেছনের সারির এক কোনায় গিয়ে বসলেন তিনি, এমতাবস্থায় ঘরে তার উপস্থিতি টের পাওয়ার উপায় ছিল না। ইতোমধ্যে শাইখ বিন সালেহ বলে উঠলেন, "শাইখ মুহাম্মদ বিন আইয়ুব কোথায়? উনাকে দেখাই যাচ্ছে না!" সাড়া দিলে শাইখ আইয়ুবকে তিনি পাশে থাকা চেয়ারে এসে বসতে বলেন। তারপর তাকে কুরআন থেকে তিলাওয়াত করতে বললেন। সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল তার তিলাওয়াত। শাইখ বিন সালেহ অনেকটা আদেশের মতোই তাকে বললেন, "আপনি মসজিদে নববীতে এ রামাযানের প্রথম তারাবিহতে ইমামতি করবেন"। শাইখ মুহাম্মদ আইয়ুবের মনে হচ্ছিল তিনি ঘোরের মধ্যে আছেন, কী ঘটছে তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। এমনটা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি। ঘটনার দিনটি ছিল শাবানের ২৭/২৮ তারিখ, রামাযানের মাত্র ২/৩ দিন বাকি। আর তাকে প্রথম তারাবিহতে ইমামতি করতে হবে মসজিদে নববীতে। তিনি মানসিকভাবে যথেষ্ট প্রস্তুত হতেও পারেননি। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, "আমি যখন তারাবিহর জন্য মসজিদে উপস্থিত হয়েছি, ভয়ে আমার বুক ধপ-ধপ করছিল

---

* *অধ্যয়নরত, কিং আব্দুলআজিজ ইউনিভার্সিটি, জেদ্দা, সৌদি আরব। সাবেক ছাত্র, ঢাকা ইউনিভার্সিটি।*

ও হাত-পা কাঁপতেছিল। অতঃপর, আমি মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলাম এবং তার নাম নিয়ে আল্লাহু আকবার বলে শুরু করলাম"। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত একাধারে সাত বছর মসজিদে নববির দেয়াল তার তিলাওয়াতে মুখরিত ছিল এবং শাইখ ২০১৪ সাল পর্যন্ত মদিনা ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

শাইখ মুহাম্মদ আইয়ুব অত্যন্ত দৃঢ় মানসিকতা ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তার তিলাওয়াত ছিল আবেগ ও ইখলাস মিশ্রিত, শ্রোতাবৃন্দের অন্তর শীতলকারী। অনেক আলেম-ওলামারা বলে থাকেন যে, সমকালীন সময়ে শাইখ মুহাম্মদ আইয়ুব মসজিদে নববীর শ্রেষ্ঠ ইমাম। তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যার সমালোচক নেই। কারণ তিনি নিজেকে দুনিয়াবী কাজে সে রকম জড়াননি। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও বিনীত স্বভাবের ছিলেন। উনি অতীত নিয়ে মোটেই লজ্জা করতেন না; বরং গর্ববোধ করতেন। মদিনা ইউনিভার্সিটির এক প্রোগ্রামে শাইখকে নিজের সম্পর্কে বলতে বললে তিনি মহান আল্লাহর প্রতি হামদ ও রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি দরুদ পাঠের পর প্রথমেই বলেন, بالحقيقة اشرف انني احد من ابناء بورما (আমি যথার্থই সম্মানিত, কারণ আমি একজন বার্মার সন্তান)।

এক কুয়েতি টেলিভিশনে সাক্ষাৎকারের সময় তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তার একটি ইচ্ছা সম্পর্কে যা তিনি সর্বাগ্রে পূরণ করতে চান। শাইখ উপস্থাপকের এমন প্রশ্ন শুনে তৎক্ষণাৎ কান্না করে দেন এবং বলেন, "আমি চাই পুনরায় আমাকে মসজিদে নববীর খেদমত করার সুযোগ দেওয়া হোক"। দ্বিতীয় ইচ্ছা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে শাইখ বলেন, "আমার দ্বিতীয় ইচ্ছা আমার সন্তানেরা সকলেই প্রতিষ্ঠিত হোক ও কুরআনের ধারক হিসেবে আল্লাহ তা'আলা যাতে কবুল করেন"।

আল্লাহ তা'আলা শাইখের ইচ্ছেগুলো কবুল করেন। তার মৃত্যুর পূর্বে শেষ রামাযানে ২০১৫ সালে তিনি পুনরায় মসজিদে নববীর ইমাম নিযুক্ত হন। ২০১৬ সালের ১৫ এপ্রিল রাতে তার কনিষ্ঠ সন্তানের কুরআনের হিফজ সম্পন্ন উপলক্ষে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। তারপর রীতিমতো ভোররাতে কিয়ামুল লাইল আদায় করেন। সলাত শেষে তার ছোট কন্যাকে বলেন এসি ছেড়ে দিতে, কারণ তার প্রচণ্ড গরম লাগছিল। ফজরের সময় ঘুম থেকে ডাক দেওয়ার সময় জানা যায় শাইখ না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন। দাফনের সময় বাক্বী আল-গারদসহ মসজিদে নববীর পুরো প্রাঙ্গণ জনসমাগমে পূর্ণ হয়ে যায়। অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে তার সন্তানদের কেউ কেউ কবরের সামনে পর্যন্ত যেতে পারেননি। আল্লাহ শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ)-কে জান্নাতবাসী করুন –আমিন। ❑

# আইয়্যুব (আলাইহিস সালাম)-এর ধৈর্যশীলতা

*[২৭ পৃষ্ঠার পর]*

অপর মেঘ খণ্ডটি সেটির উপর এমনভাবে রৌপ্য বর্ষণ করল যে, সেটাও পূর্ণ হয়ে গেল।[১০৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, একবার আইয়্যুব (আলাইহিস সালাম) কাপড় খুলে গোসল করছিলেন, এমতাবস্থায় এক ঝাঁক স্বর্ণের টিড্ডি (পঙ্গপাল) তার উপর পড়তে আরম্ভ করল, তিনি সেগুলো মুঠি মুঠি করে তার কাপড়ে জমা করছিলেন। তখন তার প্রভু তাকে ডেকে বললেন, হে আইয়্যুব (আলাইহিস সালাম)! আমি কি আপনাকে যা দেখছেন তা থেকেও বেশি প্রদান করে ধনী করে দেইনি?

উত্তরে আইয়্যুব (আলাইহিস সালাম) বললেন : অবশ্যই হে প্রভু! তবে আপনার দেওয়া বরকত থেকে আমি কখনো অমুখাপেক্ষী হবো না।[১০৬]

আইয়্যুব (আলাইহিস সালাম)-এর দু'আর ধরন অত্যন্ত পবিত্র, সূক্ষ্ম ও নমনীয়! সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে নিজের কষ্টের কথা বলে যাচ্ছেন এবং এরপর একথা বলেই থেমে যাচ্ছেন– "আপনি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" পরে কোনো অভিযোগ ও নালিশ নেই, কোনো জিনিসের দাবি নেই। তাতেই আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে তার দু'আ কবুল করলেন।

পবিত্র কুরআনে আইয়্যুব (আলাইহিস সালাম)-কে ধৈর্যশীল বলা হয়েছে। এর অর্থ- তাঁকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল, যাতে তিনি ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা করতে ছাড়েননি। বিপদে আপত্তি, অভিযোগ ও অনুযোগ করা এবং ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করা ধৈর্যের পরিপন্থী। আর এ সকল কাজ আইয়্যুব (আলাইহিস সালাম) কখনও করেননি। অবশ্য মুক্তি প্রার্থনা ধৈর্যের পরিপন্থী নয়। সেই কারণে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য "আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম" শব্দ ব্যবহার করেছেন।

**শিক্ষা :**

**১.** বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করতে হবে। অধৈর্য হয়ে নিরাশ হওয়া যাবে না।

**২.** ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর পক্ষ থেকে রহমত দান করেন।

**৩.** আইয়্যুব (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে যে সকল বানোয়াট কথা বলা হয় তা থেকে সাবধান থাকা উচিত।

**৪.** প্রকৃত স্ত্রী তিনিই যিনি সর্বাবস্থায় নেককার স্বামীর সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন। আইয়্যুব (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রী ছিলেন বিশ্বের পুণ্যবতী মহিলাদের শীর্ষস্থানীয় দৃষ্টান্ত। ❑

---

[১০৫] *ইবনু হিব্বান- ৭/১৫৭, ২৮৯৮; হাকিম- ২/৬৩৫, ৪১১৫।*
[১০৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৩৯১, ২৭৯।*

## কিশোর ভুবন

# একটি পাথরের আত্মকথা

**মূল : আব্দুত তাওয়াব ইউসুফ**

**অনুবাদ : আহমাদ রফিক***

তোমরা কি আমাকে চেনো?

আমি একটা পাথর। পাথর হলে কি হবে, আমার কিন্তু অনেক দাম! তোমরা যেসব পাথর দিয়ে খেলাধুলা করো, কিংবা যেসব পাথর দিয়ে তোমার ঘরবাড়ি বানায়, আমি কিন্তু মোটেই সেরকম পাথর নই। পৃথিবীর সমস্ত পাথর থেকে আমার দাম বেশি। এমনকি হীরা পান্না মণি মুক্তা থেকেও বেশি। পুরো পৃথিবীতে আমার মতো পাথর আর দ্বিতীয়টি নেই। আমার নাম হাজরে আসওয়াদ। কালো পাথর। কী? এবার চিনতে পেরেছো তো?

আমার বয়স কিন্তু অনেক বেশি। তোমাদের দাদুদের থেকেও বেশি। মহান আল্লাহর নবী ইব্রাহীম আর তার ছেলে ইসমাঈল (আলাইহিমাস সালাম) মিলে যেই কাবাঘর বানিয়েছিলেন, সেই কাবাঘরে আমার জন্য ছোট্ট একটা জায়গা আছে। আমি সবসময় সেখানে থাকি। আজকে তোমাদেরকে আমার জীবনের একটা গল্প শোনাবো।

অনেক দিন আগের কথা। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কাবাঘর তখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। দেয়ালগুলো হয়ে গেছে নড়বড়ে। ভেঙেও গেছে কয়েক জায়গায়। কাবাঘরের এমন অবস্থা দেখে মক্কাবাসী ঠিক করলো তারা নতুন করে কাবাঘর বানাবে। যেই ভাবা সেই কাজ। তারা সবাই মিলেমিশে সুন্দর করে কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করল। ঝামেলাটা বাঁধলো আমাকে নিয়ে। আমার যেমন সম্মান, আমাকে আমার জায়গায় বসিয়ে দেয়ার কাজটিও তেমন সম্মানের। তাই কে আমাকে বসাবে, কে এই সম্মানের অধিকারী হবে তা নিয়ে শুরু হলো ঝগড়া। কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নয়। ঝগড়া করতে করতে তারা সবাই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলো। এদিকে ভয়ে কাঁপতে লাগলাম আমি। আমাকে নিয়েই এত ঝামেলা, তাই আমি মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করলাম– আল্লাহ! তুমি তাদেরকে একটা সুন্দর সমাধানে আসার তাওফীক দাও।

মক্কাবাসীরা ঝগড়া করতেই থাকলো। হঠাৎ একজন জ্ঞানী লোকের কণ্ঠ শোনা গেলো। তিনি বললেন, এই শোনো শোনো... তোমরা তো পবিত্র স্থান মক্কায় আছ। এখানে ঝগড়া বিবাদ মারামারি করা তো অনেক বড়ো পাপ কাজ। আর এসব ঝগড়া বিবাদ করে তো কোনো লাভ নেই। এরচেয়ে তোমরা তোমাদের জ্ঞানী লোকদের ডাকো। তারাই তোমাদের মধ্যে মিটমাট করে দিবে।

তার এই কথা শুনে মক্কাবাসী বললো, আপনার কাছে কি এই ঝামেলার কোনো সমাধান আছে? তিনি বললেন– আসো এক কাজ করি। বাইরে থেকে এখন যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এখানে আসবে, আমরা তাকে বলবো আমাদের সমস্যার সমাধান করে দিতে।

তার কথা শুনে সবাই রাজি হলো। এখন অপেক্ষার পালা। সবাই চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে লাগলো। আমিও তাদের সাথে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সবার বুক দুরুদুরু কাঁপছে। সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা। কে যে আসবে! কে যে দিবে সমাধান! সবাই মনে মনে দু'আ করতে লাগলো, যে আসবে সে যেন বুদ্ধিমান হয়, ন্যায়পরায়ণ হয়। সে যেন এমন সমাধান দিতে পারে যেই সমাধানে সবাই খুশি হয়।

* অধ্যয়নরত, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

যদিও আমরা অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, কিন্তু আমাদের মনে হলো আমরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ শোনা গেলো– ওই তো! কে যেন আসছে! আমরা সবাই দেখতে লাগলাম কে আসে। একটু কাছে আসতেই আমরা তাকে চিনে ফেললাম। তাকে দেখে সবাই খুশিতে চিৎকার করে উঠলো– আরে! ইনি তো মুহাম্মাদ! মুহাম্মাদ বিন 'আব্দুল্লাহ।

সেই জ্ঞানী লোকটি সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সমাধান মেনে নিবে? সবাই বললো, অবশ্যই মেনে নেব। কারণ মুহাম্মাদ (ﷺ) তো আল আমীন। সত্যবাদি। জ্ঞানী লোকটি এবার মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বললেন, শোনো মুহাম্মাদ! তুমি তো জানো, আমরা কাবাঘর নতুন করে বানিয়েছি। সব কাজ সবাই মিলেমিশে করেছি। এখন শুধু এই পাথরটিকে তার জায়গায় রাখার কাজটি বাকি আছে। এতদিন আমরা মিলেমিশে কাজ করলেও এখন আমাদের মধ্যে ঝামেলা দেখা দিয়েছে। সবাই-ই চাচ্ছে হাজরে আসওয়াদকে তার জায়গায় রাখার মতো সম্মানের কাজটি করতে। এখন আমাদের মধ্যে যুদ্ধ লাগার ভয় হচ্ছে। তাই আমরা ঠিক করেছি, তুমি যেই সমাধান দিবে আমরা তা মেনে নেব। এখন বলো, এই ব্যাপারে তোমার মতামত কী?

তার কথা শুনে মুহাম্মাদ (ﷺ) কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখলেন। উপস্থিত লোকদেরকেও দেখলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে তার গায়ের চাদর খুলে ফেললেন। চাদরটা মাটিতে বিছালেন। এরপর আদর করে দু'হাত দিয়ে আমাকে তুলে চাদরে রাখলেন। এবার মক্কার সর্দারদেরকে বললেন, এসো সবাই! সবাই মিলে এই চাদরটা ধরে হাজরে আসওয়াদের জায়গায় নিয়ে যাও। এভাবে তোমরা সবাই হাজরে আসওয়াদকে তার জায়গায় রাখতে পারবে। তোমরা সবাই সম্মানিত হবে।

কী! অবাক হওনি এত সুন্দর সমাধান দেখে? আমিও অবাক হয়ে গেলাম। মক্কাবাসীরা সবাই অবাক হয়ে গেলো। এই যে এত এত সর্দার, জ্ঞানীগুণী লোক এখানে উপস্থিত, কই! কারো মাথায় তো এই বুদ্ধি এলো না! মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর এই সমাধানে সবাই খুব খুশি হলো। খুশিমনে এই সমাধান মেনে নিলো। এরপর মক্কার সব সর্দার আর জ্ঞানীগুণী লোক মিলে আমাকে আমার জায়গায় বসিয়ে দিলো। এই সম্মান সবাই ভাগাভাগি করে নিলো। কেউ বঞ্চিত হলো না। আর এভাবেই আমাকে নিয়ে মক্কাবাসীদের এই ঝামেলা মিটে গেলো। সবাই আবার আগের মতো ভাই ভাই হয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো।

আমার গল্প এখানেই শেষ। সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমি আমার জায়গায় বসে আছি। মক্কাবাসীরা প্রতিদিন আমাকে দেখে। দূর-দূরান্ত থেকে যারা মহান আল্লাহর ঘর কাবায় হজ্জ-'উমরাহ্ করতে আসে, তারাও আমাকে দেখে। আমাকে আদর করে চুমু খায়। আর আমি কি করি জানো? বসে বসে সবাইকে আমার ঘটনা শোনাই। মুহাম্মাদ- (ﷺ)-এর বুদ্ধি, বীরত্ব আর সম্মানের গল্প শোনাই। যেমন- আজকে তোমাদেরকে শোনালাম। ❑

## স্বামীর আনুগত্যের প্রতিদান জান্নাত

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, (রমাযান মাসে) সাওম পালন করবে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে, তাকে বলা হবে– তুমি যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা, সেই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। *ইবনু হিব্বান- মা: শা:, হা: ৪১৬৩, সহীহ; মুসনাদে আহমদ- মা: শা:, হা: ১৬৬১।*

## কবিতা

# পাই যেন মুক্তি

**মোল্লা মাজেদ***

সোনালী আকাশ ভোরের বাতাস
বিহগ ললিত গীতে
মুক্ত অঙ্গ বন বিহঙ্গ
মেতে আছে সংগীতে।

মৃদু সমীরণ পল্লব দোলায়
পুষ্পিত ঘ্রাণে এ মন ভোলায়
নব জাগরণ জাগে শিহরণ নন্দিত উপহারে
বসে এই ক্ষণে পুলকিত মনে স্মরণ করি যে তারে।

কেটেছে রাতের ঘন জুলমাত
সেজদার শেষে পেতেছি দু'হাত
আমার মাঝে সকল কাজে জাগাও তোমার শক্তি
জীবন মরণে তোমার স্মরণে পাই যেন আমি মুক্তি।

# এই রাজনীতি

**শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক***

এই রাজনীতি করে
কারো পেট ভরে,
চাউল নেই কারও ঘরে!
কেউ হুদাহুদি মরে!
এটা যে এক অদ্ভূত যন্ত্র
উৎপাদন করে, মিথ্যা বলার মন্ত্র;
এই রাজনীতির ধর্মই যেন অপকর্ম,
রিভলবার, ছুরি, চাপাতি আর বর্ম!
ক্ষত-বিক্ষত করে মানুষের চর্ম।
ন্যায়-নীতির নেই ছিটাফোঁটা,
হিংসা আর দাবানলের ঝাপটা;
যেন রক্ষকই ভক্ষক,
চোরই পাহারাদার
ক্ষমতা যার, পুরো দেশটাই তার!
এই রাজনীতির শিক্ষা,
অন্যের হক্ব নষ্টের দীক্ষা!
এর গোপন স্লোগান
যেন গরু মেরে জুতো দান!
এটা এক আতঙ্কের নাম,
ঘুম করে দেয় হারাম।
হামলা মামলার ডর,
বইতে হয় জীবনভর!
এই রাজনীতির চিরাচরিত গুণ
বলতে হয় মিথ্যা, করতে হয় খুন!
লাভ হবে না, আমাকে টানাটানি করি
সরি, সরি, সরি
এই রাজনীতি আমি ঘৃণা করি!
এটা আমাকে দিয়ে হবার নয়
আমি মহান আল্লাহকে করি ভয়॥

* *বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*
* *বামনাছড়া গয়নারঘাট, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।*

## আত্মীয়তার সম্পর্ক সংরক্ষণের প্রতিদান জান্নাত

**(এক)** আবূ আইয়ূব (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোনো 'আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন, আল্লাহর 'ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। যখন ঐ ব্যক্তিটি প্রত্যাবর্তন করছিল, তখন রাসূল (সা.) বললেন, তাকে যা করতে বলা হয়েছে, যদি সে তার ওপর 'আমল করে তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। *সহীহ্ মুসলিম- হা: ১৩।*

**(দুই)** জুবায়র ইবনু মুত্'ইম (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন; আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। *সহীহুল বুখারী- মা: শা:, হা: ৫৯৮৪; সহীহ মুসলিম- হা: ২৫৫৬।*

## জমঈয়ত সংবাদ

### ফিলিস্তিনি মুসলিমদের প্রতি মাননীয় জমঈয়ত সভাপতির একাত্মতা প্রকাশ

দেশের বৃহত্তম ও সর্বপ্রাচীন সালাফী সংগঠন 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'র মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ফিলিস্তিনের নিরস্ত্র মুসলিম জনসাধারণের উপর ইসরাইলের মানবতা বিরোধী, বর্বরচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ফিলিস্তিনের মুসলিম জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ ও একাত্মতা ঘোষণা করেন। গত ১৪ অক্টোবর শনিবার, ঢাকার অদূরে বাইপাইলে জমঈয়তের নিজস্ব শিক্ষা ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভায় স্বাগত বক্তব্যে মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি ফিলিস্তিনি মুসলিম উম্মাহ'র প্রতি সংহতি প্রকাশ ও একত্মতা ঘোষণা করলে উপস্থিত সদস্যগণ স্বতঃস্ফূতভাবে এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি বলেন, ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর নিজ দেশে শান্তিপূর্ণ বসবাসের অধিকারকে খর্ব করে দখলদার ইহুদীরা বারবার তাদের উপর বর্বরোচিত হামলা করে আসছে। তারা নারী-শিশুসহ নিরস্ত্র সাধারণ জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করছে; রক্তাক্ত করছে জনপদ; অথচ মানবতার ধ্বজাধারীরা আজ নিস্তব্ধ-নিশ্চুপ। তিনি মুসিলম রাষ্ট্র প্রধানদেরকে ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়ানো আহ্বান জানিয়ে কুরআন-সুন্নাহ'র মর্মমূলে ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন।

### ঢাকা মহানগর দক্ষিণ-এর পরিচালনায় সাপ্তাহিক আলোচনা সভা

গত ১৫ অক্টোবর রবিবার বাদ ইশা মালিটোলা আহলে হাদীস জামে মসজিদে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ-এর পরিচালনায় সাপ্তাহিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ। সাপ্তাহিক প্রোগ্রামে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল "হালাল উপার্জন ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত।" এ বিষয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল ও সাপ্তাহিক আরাফাতের সম্পাদক শাইখ আবু আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মাসাজিদ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দায়িত্বশীল হাফেয সেলিম ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ এহসানুল্লাহ। পরিশেষে সভাপতির সমাপনী বক্তবের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

### সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের বর্ধিত সাধারণ সভা

গত ৩০ সেপ্টেম্বর শনিবার, সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের আহ্বানে জেনারেল কমিটির সদস্যবৃন্দ, উপদেষ্টামণ্ডলী ও সুধীদের নিয়ে এক বর্ধিত সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাতক্ষীরা শহর জমঈয়তে আহলে হাদীস জামে মসজিদে সকাল ১০টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর-এর সভাপতিত্বে শুরুতেই পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জেলা শুব্বান সভাপতি হাফেয আসাদুল্লাহ আল গালিব। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের অন্যতম সহ-সভাপতি প্রফেসর. ড. মো. ওসমান গনী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাবেক সাংগঠনিক সেক্রেটারি ও নির্বাহী পরিষদের সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী পশ্চিম জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ আজিজুল্লাহ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সভার আহ্বায়ক ও সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহমান। দারসে হাদীস পেশ করেন আল মাহাদ আস সালাফী, খুলনার শিক্ষক হাফেয শরীফ মাদানী। জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জেলা সাংগঠনিক সেক্রেটারি মাস্টার বদিউজ্জামান খান।

সভার এক পর্যায়ে সাতক্ষীরা জেলার ১১টি এলাকা জমঈয়তের কর্মতৎপরতা উল্লেখ করে বক্তব্য উপস্থাপন করেন কাদাকাটি এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মাওলানা আহসানুল্লাহ, কলারোয়া এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মাওলানা তৌফিকুর রহমান, কাকডাঙ্গা এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মাওলানা অহিদুজ্জামান, মানিকহার এলাকা জমঈয়তের সভাপতি ড. মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, আখড়াখোলা এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল্লাহ, বাঁশদাহ এলাকা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা মনিরুল ইসলাম, কুশখালী এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, ঘোনা এলাকা জমঈয়তের সভাপতি মুহাম্মদ শওকত আলী, বুধহাটা এলাকা জমঈয়তের সভাপতি ডা. মোশাররফ হোসেন, ঝাউডাঙ্গা এলাকা জমঈয়তের মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান ও জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি মাওলানা শাহাদত হোসেন।

অতিথিবৃন্দের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা শেষে সভাপতি উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

## খুলনা জেলা জমঈয়তের নিয়মিত কর্মসূচি

গত ১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ফুলতলা উপজেলার আফিলগেট আহলে হাদীস জামে মসজিদে জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ দাওয়াহ্ ও সাংগঠনিক সফর করেন এবং সেখানে জুমু'আর সালাত আদায় করেন। জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি শাইখ আরাফাত মাদানী। জুমু'আর সালাতের পর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলা জমঈয়ত সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ জুলফিকার আলী, সেক্রেটারি মো. মইনুল ইসলাম এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এর আগে গত ৬ সেপ্টেম্বর বুধবার খুলনা বিভাগের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ আল মাহাদ আস সালাফি মাদ্‌রাসা মসজিদে এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়ে। এতে খুলনা জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি মাওলানা মো. জুলফিকার আলী, সহ-সভাপতি শাইখ আরাফাত মাদানী ও শাইখ জালালুদ্দিন মাদানী, সেক্রেটারি মো. মইনুল ইসলাম, যুগ্ম সেক্রেটারি মো. মইনুল আরেফিন ও মো. রাকিবুল হাসান, সাংগঠনিক সেক্রেটারি মো. মাহবুব মোরশেদ প্রমুখ।

## বগুড়ার গাবতলী এলাকা জমঈয়তের নতুন কমিটির পরিচিতি সভা

গত ২৩ সেপ্টেম্বর শনিবার, গাবতলী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এলাকা জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ আমজাদ হোসেন মণ্ডলের সভাপতিত্বে ও এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি আলহাজ্জ আনোয়ারুল হক রাজু-এর উপস্থাপনায় গাবতলী এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের নতুন কার্যকরি কমিটির পরিচিতি, দায়িত্ব বন্টন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন বগুড়া জেলা পরিষদের সদস্য মো. আব্দুল্লাহেল বাকী পাইকার, স্থানীয় নাড়ুয়ামালা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. আব্দুল গফুর মণ্ডল এবং উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ফজলে রাব্বী ফিরোজ মণ্ডল। বক্তব্য পেশ করেন বগুড়া জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা এ কে এম শামসুল আলম, এলাকা জমঈয়তের সহ-সভাপতি হাফেয মাওলানা মো. শামসউদ্দিন, সিনিয়র মোবাল্লিগ প্রফেসর মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মাসউদ প্রমুখ। এ সভায় হামিদপুর জমঈয়ত শাখা কমিটির সদস্যগণ গাবতলী এলাকা জমঈয়তে জমিদান করে এতিমখানা ও মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করলে সর্বসম্মতিক্রমে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নির্ধারিত আলোচ্যসূচি সমাপনান্তে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

## দু'আর আবেদন

**(০১)** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস- ঢাকা দক্ষিণ-এর সভাপতি আলহাজ্জ মোহাম্মদ আলী হোসেন দির্ঘদিন থেকে অসুস্থ। দেশীয় চিকিৎসার পর বর্তমানে উন্নত চিকিৎসার জন্য তিনি সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটালে চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁর সুস্থতার জন্য ঢাকা মহানগর জমঈয়তের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ এহসান উল্লাহ সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, জনাব আলী হোসেন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মাদরাসাতু হাদীস, নাজিরবাজারের একজন নিবেদিতপ্রাণ খাদেম। এছাড়াও তিনি বহুমুখী সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথেও সম্পৃক্ত।

**(০২)** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর অন্যতম উপদেষ্টা, বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্জ এম. এ সবুর হৃদরোগজনিত অসুস্থতায় সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটালে চিকিৎসাধীন আছেন। তিনি সকলের নিকট দু'আ চেয়েছেন। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও সাপ্তাহিক আরাফাত-এর পক্ষ থেকে তাঁর সুস্থতার জন্য সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

## মৃত্যু সংবাদ

**(০১)** ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্জ মোহাম্মদ আলী হোসেন (৬৫) গত ২১ অক্টোবর শনিবার, পপুলার হাসপাতালে (ধানমণ্ডি, ঢাকা) চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তিনি ৩ ছেলে ২ মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। জিরানী বাজার আহলে হাদীস জামে মসজিদ

প্রাঙ্গনে মাইয়্যিতের প্রথম জানাযা এবং আশুলিয়া থানাধীন নিজ গ্রাম নাল্লাপোল্লাতে দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় জানাযায় ইমামতি করেন যথাক্রমে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী এবং মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। স্থানীয়ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনাসহ বহুমুখী সামাজিক কর্মকাণ্ডে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশেষভাবে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের জন্য নিবেদিত ছিলেন।

মাইয়্যিতের মাগফিরাতের জন্য ঢাকা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের পক্ষ থেকে দু'আ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা ও জান্নাতুল ফিরদাউস এবং শোকাহত পরিবারকে সবরে জামিল দান করুন।

**(২)** ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সহকারী সেক্রেটারি মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম (বকুল) গত ১৪ অক্টোবর ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রাত ১০টার পর স্ট্রোকজনিত অসুস্থা নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ১ মেয়েসহ অগণিত আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। পরদিন সকাল ১০টায় তার ছোটো ছেলে হাফেয মুহাম্মদ আব্বাসের ইমামতিতে পশ্চিম লক্ষ্মীপুর প্রাইমারী স্কুল মাঠে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর গ্রামের সামাজিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের পক্ষ হতে মাইয়্যিতের মাগফিরাত কামনা করে দু'আর অনুরোধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা ও জান্নাতুল ফিরদাউস এবং শোকাহত পরিবারকে সবরে জামিল দান করুন।

**(০৩)** রাজশাহী (পশ্চিম) জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাংগঠনিক সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ আজিজুল্লাহ-এর সহধর্মিণী শিউলী ইয়াসমিন গত ১৬ অক্টোবর বিকালে মৃত্যুবরণ করেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি রাজশাহী মেডিকেলে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ১৭ ও ৪ বছরের দু'টি পুত্র ও ১২ বছরের একটি কন্যা রেখে যান। মাইয়্যিতের শ্বশুরালয় সাতক্ষীরা জেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে স্বামী ড. আজিজুল্লাহ'র ইমামতিতে তার প্রধান জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং ওসীয়ত অনুযায়ী মৃত পিতার কবরের পাশে দাফন করা হয়। মাইয়্যিতের মাগফিরাতের জন্য সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা ও জান্নাতুল ফিরদাউস এবং শোকাহত পরিবার ও ইয়াতিম শিশুদের সবরে জামিল দান করুন –আমীন।

## আল-কুরআনের জ্যোতি

**আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার বাণী :**

﴿وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اُولٰۗىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾

☆ "আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; তারাই, যাদেরকে আল্লাহ অচিরেই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" *(সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৭১)*

﴿قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۭ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ۭ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ﴾

☆ "বলো, 'আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো।' অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে। আর রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।" *(সূরা আন্ নূর : ৫৪)*

﴿قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

☆ "বলুন, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *(সূরা আ-লি 'ইমরান : ৩১)*

﴿يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ﴾

☆ "হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর উপর ঈমান আনো, তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।" *(সূরা আল-আহ্ক্বা-ফ : ৩১)*

## শুব্বান সংবাদ

### কাঞ্চন মুসলিমনগর উত্তরটেক মসজিদ মক্তবের কুরআন সবক অনুষ্ঠান

গত ৬ অক্টোবর শুক্রবার কাঞ্চন মুসলিমনগর উত্তরটেক মসজিদ মক্তবের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ষষ্ঠ কুরআন সবক সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শুব্বানের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুকের সভাপতিত্বে এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয জায়েদ মোল্লার সঞ্চালনায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্জ আবুল কালাম মাওলা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের যুগ্ম-সেক্রেটারি আলহাজ্জ আব্দুস সালাম এবং প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য পেশ করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের মুবাল্লিগ ও কাঞ্চন উত্তর বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব শাইখ জুলফিকার আলী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শুব্বানের কেন্দ্রীয় মজলিসে আম সদস্য ইসমাঈল হোসেন, কাঞ্চন এলাকা জমঈয়তের যুগ্ম-সেক্রেটারি আলহাজ্জ মমিন উদ্দিন মাস্টার, কেন্দুয়া মায়ার বাড়ি শুব্বান শাখার সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক, কলাতলী শুব্বান শাখার সভাপতি আক্তার হোসেন প্রমুখ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে কাঞ্চন এলাকা জমঈয়ত ও শুব্বানের বিভিন্ন শাখার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কাঞ্চন এলাকা শুব্বানের পক্ষ থেকে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতিকে সম্মাননা উপহার প্রদান করা হয়।

### নওগাঁর সাপাহারে শুব্বানের কর্মী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গত ০৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার, নওগাঁ জেলার আলাদিপুর দারুল হুদা সালাফিয়া মাদ্‌রাসায়, সাপাহার উপজেলা শাখা শুব্বানের উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

সাপাহার উপজেলা শুব্বান সভাপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. মেসবাহুল হকের সঞ্চালনায় সকাল ১০ ঘটিকায় প্রোগ্রাম শুরু হয়। সূচনাপর্বে দারসুল কুরআন পেশ করেন আলাদিপুর দারুল হুদা সালাফিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ শাইখ মো. নোমান আলী ও দারসুল হাদীস পেশ করেন সাপাহার উপজেলা জমঈয়তের সভাপতি শাইখ সানাউল্লাহ আল মাদানী। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন আলাদিপুর দারুল হুদা সালাফিয়া মাদ্‌রাসার পরিচালক ও নওগাঁ জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুল ওয়াহাব হাটহাজারী।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্স রাজশাহী'র পরিচালক শাইখ ড. মোজাফফর বিন মহসিন এবং প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শাইখ আব্দুল মাতীন। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি মেসেজ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শাইখ সাইফুল ইসলাম খান মাদানী।

আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলা জমঈয়তের সভাপতি শামসুল হক, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আকবর আলী, নওগাঁ জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ আবু বকর বিন ইসহাক, নওগাঁ জেলা শুব্বান পশ্চিমের সভাপতি শাইখ আব্দুর রহিম, জবই সুফিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ শাইখ দরুল হোদা, পাতাড়ি ফাজিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ শাইখ সানাউল্লাহ, হাপানিয়া কে এম ফাজিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ শাইখ আলাউদ্দিন আনসারী, গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল বাশার প্রমুখ।

### দিনাজপুর জেলার সাংগঠনিক সফর

'সবুজে সাজুক পৃথিবী' এ স্লোগানকে সামনে রেখে গত ১৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পার্বতীপুর উপজেলার 'মারকায আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহিমাহুল্লাহ) মাদ্‌রাসা'য় দিনাজপুর জেলা শুব্বানের সাংগঠনিক সফর অনুষ্ঠিত হয়। এতে দিনাজপুর জেলা শুব্বান সভাপতি আব্দুর রহমান ইমরান মাদানী, সেক্রেটারি হাফেয রাশেদুল ইসলাম, যুগ্ম সেক্রেটারি বোরহান উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক খাদিমুল ইসলাম, মো. সাফায়েত হোসেন সজিব প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

নেতৃবৃন্দ সেখানে পৌঁছে স্থানীয় দায়িত্বশীলদের সাথে মত বিনিময় ও একটি শাখা কমিটি গঠন করেন। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

## الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

# জিজ্ঞাসা ও জবাব

**ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস**

**রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্'আত, প্রত্যেকটি বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।**

*(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)*

***জিজ্ঞাসা (০১) :*** *আমি অনেককে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ, রাসূলের দু'আয় এটা হয়েছে বা আল্লাহ, রাসূলের দু'আয় ভালো আছি এরকম বলা কি জায়িয আছে?*

*আমীর হামজা*
*কালিহাতি, টাঙ্গাইল।*

***জবাব :*** অনেকেই অজ্ঞতাবশত এ রকম বলে থাকে। আবার কেউ কেউ বলে থাকে আপনাদের দু'আর বরকতে ভালো আছি। এ রকম বলা মোটেই ঠিক নয়; বরং এক মুসলিম আরেক মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে, আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহর রহমতে ভালো আছি।

***জিজ্ঞাসা (০২) :*** *আমি বিশেষ একটি কাজে প্রায় এক মাস ঢাকায় অবস্থান করছি। কাজ শেষ হতে আরো ২০/২৫ দিন থাকতে হবে; এমতাবস্থায় আমি সালাত কসর করব না-কি পূর্ণ সালাত আদায় করব?* *আবুল কালাম আজাদ*
*শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

***জবাব :*** মুসাফির যে দেশে বা অঞ্চলে সফর করবে, সেখানে গিয়ে কতদিন থাকলে কসর করতে পারবে, এই মর্মে কোনো মারফূ, সহীহ, কাওলী হাদীস নেই। তবে নবী (ﷺ)-এর সফরগুলোতে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, তাঁর সফরগুলো সাধারণত হজ্জ-'উমরাহ্, হিযরাত ও জিহাদের সফরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নবী (ﷺ) বিদায় হজ্জের বছর যুলহাজ্জ মাসের চার তারিখে মক্কায় গিয়ে পৌঁছেছেন। অতঃপর সেখান থেকে আট তারিখে মীনার দিকে বের হয়েছেন। মক্কাতে তার মোট চারদিন থাকা হয়েছে। এদিনগুলোতে তিনি সালাত কসর করেছেন। এখান থেকেই আলেমগণ মুসাফিরের জন্য গন্তব্য স্থানে পৌঁছার পর সর্বোচ্চ চারদিন পর্যন্ত কসর করার সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন। আর যদি চারদিনের বেশি সময় থাকার নিয়ত করে, তাহলে সে শুরু থেকেই পূর্ণ সালাত আদায় করবে। সুতরাং আপনি যেহেতু একমাস আগে থেকে ঢাকায় অবস্থান করছেন, তাই আপনার জন্য সালাত কসর করা বৈধ নয়।

***জিজ্ঞাসা (০৩) :*** *রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জানাযা সালাত জামা'আতে না হওয়ার রহস্য কী? জানিয়ে বাধিত করবেন।* *আনিসুর রহমান, মোকামতলা, বগুড়া।*

***জবাব :*** বিভিন্ন রিওয়ায়াতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) রাসূল (ﷺ)-এর জানাযার নামায একাকী আদায় করেছিলেন; জামা'আতের সাথে আদায় করেননি। আবূ আসিব কিংবা আবূ আসিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, "তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জানাযার নামাযে হাযির হয়েছেন। সাহাবাগণ বললেন : আমরা কিভাবে উনার জানাযা নামায আদায় করব? তিনি বললেন : আপনারা দলে দলে প্রবেশ করুন। তিনি বলেন : তারা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তাঁর জানাযার নামায আদায় করে অন্য দরজা দিয়ে বের হতেন।" *(আহমাদ- ৩৪/৩৬৫, রিসালা প্র.)*

আলেমগণ সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক রাসূল (ﷺ)-এর জানাযার নামায একাকী আদায় করার বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন :

**প্রথম কারণ :** কোন কোন আলেম বলেছেন, এর কারণ হচ্ছে– সাহাবায়ে কিরামের প্রতি রাসূল (ﷺ)-এর ওসীয়ত ছিল আলাদা আলাদাভাবে তার জানাযার নামায আদায় করার। কিন্তু সহীহ সনদে এ বিষয়টি সাব্যস্ত হয়নি; বরং কিছু দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

**দ্বিতীয় কারণ :** রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি সাহাবীদের তীব্র ভালোবাসা ছিল। তাই প্রত্যেকেই চেয়েছিলেন, তাঁর সাথে দুনিয়ার জীবনে সর্বশেষ সাক্ষাতের ক্ষেত্রে ও তাঁর নিকটবর্তী অবস্থান করার ক্ষেত্রে কারো ইক্তেদা না করে একাকী সালাত আদায় করা ও তাঁর নিকটে অবস্থান করার ফযীলত অর্জন করা। এ ক্ষেত্রে তাদের কেউ অন্যের অনুসরণ করতে চাননি।

**তৃতীয় কারণ :** যেহেতু খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি তখন পর্যন্ত সমাধান হয়নি, তাই কেউ আগে গিয়ে ইমামতি করতে সাহস করেননি। কারণ, কেউ আগে গিয়ে ইমামতি করলে লোকেরা তাকেই খলীফা মনে করার আশঙ্কা ছিল। আর এতে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

**চতুর্থ কারণ :** সাহাবীগণ কারো মুক্তাদি না হয়ে একাকী ও বিশেষভাবে নবী (ﷺ)-এর জানাযার নামায আদায় করার মাধ্যমে বরকত লাভের আশা করেছিলেন। সওয়াব ও

বরকত লাভের জন্য তাদের কেউ তার মাঝে ও নবী (ﷺ)-এর মাঝে অন্য কেউ মাধ্যম হোক এটা গ্রহণ করেননি।

ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : "তাদের প্রত্যেকে তাঁর বরকত অন্য কারো অনুবর্তী না হয়ে বিশেষভাবে নিতে চেয়েছেন। *(আল-জামে লি আহকামিল কুরআন- ৪/২২৫)*

শাইখ ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : "সাহাবায়ে কিরাম নবী (ﷺ)-এর জানাযার নামায প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে পড়েছেন। কারণ তারা কেউ নবী (ﷺ)-এর মাঝে ইমাম গ্রহণ করা পছন্দ করেননি। তাই তারা একা একা এসে নামায আদায় করেছেন। প্রথমে পুরুষেরা, তারপর নারীরা। *(আমাদের ওয়েব সাইটের ১৫২৮৮৮ নং ফাতাওয়ায় উদ্ধৃতি)*

**পঞ্চম কারণ :** নবী (ﷺ)-এর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁর সামনে অগ্রসর হয়ে সবার নামাযের ইমামতি করতে ভয় করা। নবী (ﷺ)-ই ছিলেন মানুষের ইমাম, নেতা ও পথ-প্রদর্শক। সে কারণে তাঁর মৃত্যুর পরে কেউ তাঁর স্থানে দাঁড়াবে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে, সে সাহস করেননি।

এই কারণগুলো আলেমগণ উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু কোনটি সঠিক কারণ, তা নিশ্চিত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

হতে পারে উল্লেখিত সবগুলো কারণের পরিপ্রেক্ষিতে কিংবা কোনো একটি কারণের পরিপ্রেক্ষিতে সাহাবায়ে কিরাম নবী (ﷺ)-এর জানাযার নামায একাকী আদায় করেছেন। আবার এও হতে পারে আমরা যে কারণগুলো উল্লেখ করেছি সেগুলো ছাড়া ভিন্ন কোনো কারণে তারা তা করেছেন। মহান আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

***জিজ্ঞাসা (০৪) : আমি শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি না। কিন্তু ভুল উচ্চারণে হলেও নিয়মিত তিলাওয়াত করার চেষ্টা করি। এতে কি আমার সাওয়াব হবে, না-কি গুনাহ হবে?*** *মুহা. রাজু মিয়া, মহাস্থান, বগুড়া।*

***জবাব :*** কুরআন তিলাওয়াতের সময় উচ্চারণ সঠিক হওয়া আবশ্যক। কেউ কেউ বলে থাকে, যে ধরনের ভুল করলে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, সে রকম উচ্চারণ করে কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ। আর অর্থ পরিবর্তন হয় না, এমন ভুল উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করা ক্ষতিকর নয়। মূলত এই কথার কোনো দলিল নেই; বরং অর্থ পরিবর্তন হোক আর নাই হোক, বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করা আবশ্যক। জেনে-বুঝে ভুল উচ্চারণ করা পাপের কাজ।

তবে যারা সঠিক উচ্চারণে অক্ষম, তাদের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, সঠিক উচ্চারণ শিক্ষা করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা যদি শিক্ষা না করে ভুল উচ্চারণে তিলাওয়াত করে, তাহলে সে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে। আর যার ভুলের পরিমাণটা বেশি হয়, সে শুধু সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করবে এবং এটা বিশুদ্ধ করে পাঠ করার চেষ্টা করবে। কুরআনের বাকী অংশ সে তিলাওয়াত করবে না। আর যদি ভুলের পরিমাণ সঠিকের তুলনায় কম হয়, তাহলে পড়া চালিয়ে যাবে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

***জিজ্ঞাসা (০৫) : আমার এক নিকটাত্মীয় সুদি কারবারের সাথে জড়িত। আমি তাকে নিষেধ করেছি। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। এখন আমি কি তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখব?*** *মুহা. রানা মিয়া, বাজুনিয়া, গোপালগঞ্জ।*

***জবাব :*** সুদী লেনদেনের কাজ করা নিষিদ্ধ এবং সুদের কাজ চালিয়ে যাওয়া যেমন নিষিদ্ধ তেমনি সুদের কাজে সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

"পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে তোমরা একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" *(সূরা আল মায়িদাহ : ২)*

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ.

"রাসূল (ﷺ) লানত করেছেন, সুদখোরের উপর, সুদদাতার উপর, এর লেখকের উপর ও সেটার সাক্ষীদ্বয়ের উপর"– *(মুসলিম- হা. ১৫৯৭)*। তবে সুদখোর অথবা সুদের কাজে যে ব্যক্তি সহযোগিতা করে, তার সাথে সম্পর্ক রাখা জায়িয আছে। তবে মনে মনে তাকে সংশোধনের নিয়ত রাখতে হবে এবং সুযোগ পেলেই নসীহত করতে হবে।

***জিজ্ঞাসা (০৬) : নবী কন্যা ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র কতজন সন্তান ছিল? সিরিয়ালভাবে তাঁদের নাম জানালে উপকৃত হতাম।*** *মুহা. মামুনুর রশীদ, সৈয়দপুর, বগুড়া।*

***জবাব :*** ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র সন্তানাদি– **(১)** হাসান ইবনু 'আলী, **(২)** হুসাইন ইবনু 'আলী, **(৩)** মুহসিন ইবনু 'আলী : শিশুকালেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন, **(৪)** যায়নাব বিনতু 'আলী।, **(৫)** উম্মে কুলসুম।

উল্লেখ্য যে, ফাতিমার সন্তানরাই নবী (ﷺ)-এর বংশধর। ফাতিমার সন্তানগণ ব্যতীত নবী (ﷺ)-এর অন্য কোনো কন্যা সন্তান জীবিত না। সকলেই শিশুকালে মৃত্যু বরণ করেছে।

***জিজ্ঞাসা (০৭) : সূরা আন্ নূরের ৩ নম্বর আয়াত দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?*** *মোঃ ওয়াহিদ, ঝিকরগাছা, যশোর।*

***জবাব :*** সূরা আন্ নূরের ৩ নং আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কোনো মু'মিন ব্যক্তির জন্য যিনাকারী মহিলা বিবাহ করা এবং কোনো মু'মিন মহিলাকে যিনাকারী পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়া হারাম। তবে যদি তাওবাহ্ করে ভালো হয়ে যায়, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

***জিজ্ঞাসা (০৮) : আমরা মহান আল্লাহর ঘর বলতে কাবা ঘরকে বুঝি। আমার প্রশ্ন হলো– সকল মসজিদ কি মহান আল্লাহর ঘর?*** *মুহাম্মদ সিরাজ শেখ, বাজনিয়া, গোপালগঞ্জ।*

***জবাব :*** পৃথিবীতে কাবাঘর হচ্ছে সর্বপ্রথম নির্মিত ঘর। এটা আল্লাহর ঘর। পৃথিবীর বাকী সমস্ত মসজিদ কাবাঘরের শাখাস্বরূপ। অতএব সমস্ত মসজিদই আল্লাহর ঘর।

***জিজ্ঞাসা (০৯) : কুরআন সৃষ্টি নয়, আল্লাহ তা'আলার বাণী, এরূপ অন্যান্য আসমানী কিতাবও কি আল্লাহ তা'আলার বাণী? আর কুরআন যে আল্লাহ তা'আলার বাণী তার দলিল কী?*** *আব্দুল মালেক, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

***জবাব :*** আল্লাহ তা'আলা যত আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন, তাতে যত কথা আছে, সবই মহান আল্লাহর কালাম। যেমন- কুরআন মহান আল্লাহর কালাম বা বাণী। এই মর্মে অনেক দলিল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আত্ তাওবাহ্'র ৬ নং আয়াতে বলেন :

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ﴾

"আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে, তাহলে তাকে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করা পর্যন্ত আশ্রয় দাও। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌঁছিয়ে দাও। কেননা এরা একটি অজ্ঞ সম্প্রদায়।" ভ্রান্ত মুতাযেলা সম্প্রদায় সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর কালাম কুরআনুল কারীমকে মাখলুক বলেছে। এ বিষয়ে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)-কে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়েছে। কারণ তিনি মুতাযেলাদের কড়া প্রতিবাদ করেছিলেন।

***জিজ্ঞাসা (১০) :*** **হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা আযানের মতোই ইকামত দেন। এরূপ ইকামত দেওয়া কি বিদআত?** *জয়নাল আবেদীন, গাবতলী, বগুড়া।*

***জবাব :*** আযানের শব্দাবলীই ইকামাতের শব্দ। তবে পার্থক্য হলো– আযানের শব্দগুলো যেখানে দু'বার, ইকামাতের ক্ষেত্রে সেখানে বলবে একবার করে। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, সাহাবী বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এভাবেই ইকামত দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে কাদ কা-মাতিস্ সলাহ দু'বার বলবে। *(বুখারী- হা. ৬০৫, ৬০৬ ও ৬০৭)* অপরদিকে আযানের মতো এ শব্দগুলো দু'বার বলাও জায়িয– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৫০১, ৫০২; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৬৩৩)*, যার প্রচলন রয়েছে বাংলাদেশসহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে। তবে উত্তম হলো, ইকামাতের বাক্যগুলো একবার করে বলা। কেননা, এটি সহীহুল বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। দ্বিতীয়তঃ বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবেই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তৃতীয়তঃ এটা অধিকতর বিশুদ্ধ বিধায় আল্লাহর ঘর মক্কা ও মদীনায় যথাক্রমে মসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নাব্বীতে এভাবেই ইকামাত দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী ইকামাত হলো এভাবে– আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার [২ বার], আশহাদু আল্ লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ [১ বার], আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ [১ বার], হাইয়্যা আলাস্ সলা-হ [১ বার], হাইয়্যা আলাল ফালা-হ [১ বার], কাদ কা-মাতিস্ সলাহ, কাদ কা-মাতিস্ সলাহ [২ বার], আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার [২ বার], লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ [১ বার]।

***জিজ্ঞাসা (১১) : আমার এক হিন্দু বন্ধু বলেছেন, যারা ল্যাংড়া অন্ধ প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মে, তারা পূর্ব জন্মে পাপিষ্ঠ ছিল। তাছাড়া সৃষ্টিকর্তা কেন তাকে বিনা দোষে শাস্তি দিবেন। তিনি তো কাউকে বিনা দোষে শাস্তি দেন না। একথার সত্যতা জানিয়ে সংশয় দূর করবেন।*** *আব্দুর রহমান (তোহা), বড়িয়াহাট, বগুড়া।*

***জবাব :*** এটা হচ্ছে পুনঃজন্মে বিশ্বাসী মুশরিকদের কথা। এর পক্ষে কোনো দলিল নেই; বরং কুরআনের ভাষ্যমতে দুনিয়ার জীবন শেষে মৃত্যু বরণ করার পর কিয়ামতের আগে কেউ আর দুনিয়াতে ফিরে আসবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ﴾

"তাদের সামনে রয়েছে বারযাখ (একটি পর্দা) পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত"– *(সূরা আল মু'মিনূন : ১০০)*। মানুষ হয়েও না কিংবা অন্য কোনো প্রাণীর আকৃতিতেও না। মহান আল্লাহর প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে হিকমত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কাউকে ধনী করেন, কাউকে অভাবী করেন, কাউকে অন্ধ করেন এবং কাউকে চক্ষু দান করেন। তিনি যা ইচ্ছা, তাই করেন। তার কাজেও কোনো আপত্তিকারী নেই। সুতরাং পুনঃজন্মে বিশ্বাস করা কুফ্রী 'আক্বীদাহ্। এ থেকে মুসলিমদের সাবধান থাকা আবশ্যক।

***জিজ্ঞাসা (১২) : কিয়ামতের দিন পুলসিরাত পার হওয়ার ধরন-পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাই?*** *কামাল মিয়া গোয়ালপাড়া, পঞ্চগড়*

***জবাব :*** কিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপরে পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا﴾

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তথায় পৌঁছবে না। এটা তোমার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা। অতঃপর আমি আল্লাহ ভীরুদেরকে উদ্ধার করবো এবং যালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দিবো"– *(সূরা মারইয়াম : ৭১-৭২)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾

"সেদিন তুমি মু'মিন নর-নারীদেরকে দেখবে যে, তাদের সামনে ও ডান পার্শ্বে তাদের নূর ছোটাছুটি করবে"– *(সূরা আল হাদীদ : ১২)*। এ ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীসও রয়েছে। শাফা'আতের হাদীসে নবী (ﷺ) বলেন :

يُؤْتَى بِالْجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ : وَمَا الْجَسْرُ قَالَ : مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيْفُ وَكَلَالِيْبُ وَحَسَكَةٌ مُفْلَطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ تَكُوْنُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَأَجَاوِيْدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوْشٌ وَمَكْدُوْسٌ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ حَتّٰى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا.

"কিয়ামতের দিন পুলসিরাতকে জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে। সাহাবীগণ বলেন : আমরা জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! পুলসিরাত কী? উত্তরে নবী (ﷺ) বললেন : এটি পিছলিয়ে ফেলে দেয়ার স্থান। তাতে থাকবে বড়শির মতো বাঁকা মাথাবিশিষ্ট লোহার হুক (যা মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবে), লোহার আঁকুড়া এবং নজদ অঞ্চলের সাদান কাঁটার ন্যায় শক্ত ও লম্বা কাঁটা, একে বলা হয় সা'দান কাঁটা। মু'মিনগণ চোখের পলকে, বিজলির গতিতে, বাতাসের গতিতে, দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে এবং উটের গতিতে পুলসিরাত পার হবে। কেউ সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় বের হয়ে আসবে। কেউ আহত হবে এবং পরে তা থেকে পরিত্রাণ পাবে। কেউবা জাহান্নামের আগুনে নিপতিত হবে। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিকে টেনে-হিঁচড়ে পার করা হবে। *(বুখারী- অধ্যায় : কিতাবুত্ তাওহীদ; সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান)*

আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, জাহান্নামের পুল চুলের চেয়ে অধিক চিকন এবং তলোয়ারের চেয়ে অধিক ধারালো। *(সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান)*

***জিজ্ঞাসা (১৩) : আলেমদের দিয়ে নাকি জাহান্নাম উদ্বোধন করা হবে! কিন্তু কোন কোন পাপের কারণে?***

*আব্দুল আউয়াল, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।*

***জবাব :*** তিন শ্রেণীর লোক সর্বপ্রথম জাহান্নামে যাবে– প্রখ্যাত সাহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম যাদের বিচার করা হবে, তাদের একজন লোক হবে শহীদ, তাকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞাত করা হবে সে সব নিয়ামতকে চিনে বা মেনে নেবে। তখন তাকে বলা হবে– এসব নিয়ামতের পরিপ্রেক্ষিতে তুমি কি কি 'আমল করেছ? বলবে– আপনার তরে লড়াই-জিহাদ করেছি এবং শহীদ হয়ে গিয়েছি। বলা হবে– তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি লড়াই করেছ এজন্য যে, লোকেরা তোমাকে বীর-বাহাদুর বলবে। তাতো বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে রায় ঘোষণা করা হবে এবং তাকে চেহারার উপর ভর দিয়ে টেনে নিয়ে (যাওয়া হবে এবং) জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। দ্বিতীয় লোকটি হবে এমন আলেম, যে নিজে দ্বীনী 'ইল্ম শিক্ষা গ্রহণ করেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পড়েছে। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞাত করা হবে। সে সব নিয়ামতই চিনে ফেলবে। তখন বলা হবে, এ সকল নিয়ামতের প্রতিকর্মস্বরূপ তুমি কি করেছ? বলবে– আমি 'ইল্ম শিখেছি ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছি। বলা হবে– তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি 'ইল্ম শিখেছ যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে, আর কুরআন পড়েছ যাতে ক্বারী বলে। তাতো বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে, ফলে চেহারার উপর ভর দিয়ে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তৃতীয় ব্যক্তি হবে এমন, যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রচুর প্রাচুর্য দিয়েছেন এবং সর্ব প্রকার সম্পদ তাকে দেয়া হয়েছে। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং সকল নিয়ামত চেনানো হবে। সে সবগুলো চিনে নেবে। তখন জিজ্ঞেস করা হবে– এসব নিয়ামতের প্রতিকর্ম হিসেবে তুমি কি করেছ? সে বলবে– যে সব পথে খরচ করা তোমার পছন্দ ছিল, সে সকল পথেই আমি খরচ করেছি তোমার সন্তুষ্টির জন্য। বলা হবে– তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি খরচ করেছ ঠিকই কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল লোকেরা তোমারে দানবীর বলবে। তাতো বলা হয়ে গেছে। অতঃপর তার রায় ঘোষণা করা হবে। ফলে তাকে মুখের উপর ভর দিয়ে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৯০৫)*

***জিজ্ঞাসা (১৪) : সালাতুল হাজাত কখন এবং কীভাবে পড়তে হয়। আর মনের ইচ্ছার কথা কীভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে চাইতে হবে? দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।***

*আহসানুল্লাহ, বনশ্রী, ঢাকা।*

***জবাব :*** সালাতুল হাজত আদায় করা মুস্তাহাব। যেকোনো বিপদে বা প্রয়োজনে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনার উদ্দেশ্যে ওযূ করে নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি কিংবা বিশেষ কোনো দু'আ ব্যতীত সাধারণ পদ্ধতিতে দু'রাকআত সালাত আদায় করবে। আল্লাহ তা'আলা সবর ও সালাতের মাধ্যমেই তার সাহায্য প্রার্থনা করতে বলেছেন। রাসূল

(ﷺ) ও পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ ভীতি অনুভব করলেই দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন– *(দেখুন : সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ১৯৭৫; আহমাদ- হা. ২৩৯৭২)*। রাসূল (ﷺ) যখন কোনো সংকটে পড়তেন, তখন সালাতে রত হতেন– *(দেখুন : সহীহুল জামে'- হা. ৪৭০৩; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৩১৫)*।

তবে এটি নফল সালাত হওয়ায় এর জন্য কোনো নিষিদ্ধ সময় নেই। উল্লেখ্য, সালাতুল হাজতের নির্দিষ্ট কোনো দু'আ সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত নয়। এই মর্মে যত দু'আ বর্ণিত হয়েছে, তার সবই দুর্বল।

***জিজ্ঞাসা (১৫) :*** ***মহানবী (ﷺ) যে যানে করে মি'রাজে গিয়েছিলেন তার নাম ও ধরন সম্পর্কে জানতে চাই।***

*আব্দুর রহমান (তোহা)*
*বাড়িয়াহাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

***জবাব :*** মি'রাজের রাতে নবী (ﷺ) মাসজিদুল হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত যে বাহনটির উপর আরোহন করে ভ্রমণ করেছিলেন, তার নাম হাদীসে 'বোরাক' উল্লেখ করা হয়েছে। এটার রং ছিল সাদা। গতি ছিল অত্যন্ত দ্রুত। তার চোখের দৃষ্টি যে পর্যন্ত যেতো, সেখানে একেকটি কদম ফেলতো। অতঃপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজার সাথে বোরাকটিকে বেঁধে মসজিদে গিয়ে নবীদের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করেছেন। অতঃপর তিনি সিঁড়ির মাধ্যমে উর্ধ্বকাশে উঠেছেন এবং সাত আসমান ও সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন।

***জিজ্ঞাসা (১৬) :*** ***কিয়ামতের দিন পারস্পরিক জুলুমের বদলা নেয়ার ব্যাপারে জানতে চাই। কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জানাবেন।***

*আনিছুর রহমান*
*সৈয়দপুর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

***জবাব :*** কিয়ামতের দিন পারস্পরিক জুলুমের বদলা নেয়ার ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ﷺ) বলেন :

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ.

"কিয়ামতের দিন হাশ্‌রের মাঠে মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম খুনের বিচার হবে"– *(সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : কিতাবুত্ দিয়াত)*। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেন :

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি বা অন্য কোনো বিষয়ে অত্যাচারের জন্য দায়ী সে যেন সেই দিন আসার আগে আজই তার কাছ থেকে মুক্ত হয়ে যায় (অথবা ক্ষমা চেয়ে নেয়), যেদিন কোনো দীনার বা দিরহাম থাকবে না। তার যদি কোনো ভালো 'আমল থাকে তা থেকে জুলুমের সমপরিমাণ কেটে নেয়া হবে। আর তার যদি কোনো নেকী না থাকে তবে মযলুমের পাপ থেকে কিছু নিয়ে যালেমের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে– *(দেখুন : সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : কিতাবুল মাযালিম)*। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন :

يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُوْنَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِّبُوْا وَنُقُّوْا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا.

"মু'মিনগণ যখন জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ পাবে তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি পুলের উপর থামানো হবে। তখন দুনিয়াতে একে অপরের প্রতি যে জুলুম করেছিল, তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। তাদেরকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সেই আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তাদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে তার বাড়ি যেমন চিনত তার চেয়ে বেশি তার বেহেশ্‌তের বাড়িকে চিনতে পারবে। *(দেখুন : বুখারী- অধ্যায় : কিতাবুল মাযালিম)*

***জিজ্ঞাসা (১৭) :*** ***খাবার পূর্ব বিস্‌মিল্লা-হ বলতে ভুলে গেলে করণীয় কী? যখন মনে পড়বে তখন বিস্‌মিল্লা-হ বললে হবে?***

*ওয়াজেদ আলী*
*কালিহাতি, টাঙ্গাইল।*

***জবাব :*** নবী (ﷺ) ছোট-বড় সকল কাজের শুরুতেই বিস্‌মিল্লা-হ বলা তথা আল্লাহর নামে শুরু করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এতে কাজে বরকত হয়। আর বিস্‌মিল্লা-হ না বললে কাজের বরকত চলে যায় বলে একাধিক হাদীসে উল্লেখ করেছেন। খাওয়ার শুরুতে বিস্‌মিল্লা-হ বলার বিষয়েও একাধিক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে– *(দেখুন : আবূ দাউদ- হা. ৩৭৬৭; মিশকাত- হা. ৪২০২; সহীহুত্ তারগীব- হা. ২১০৭)*। অতএব কেউ কোনো কাজের শুরুতে বিস্‌মিল্লা-হ বলতে ভুলে গেলে যখন মনে পড়বে তখনই শুধু বিস্‌মিল্লা-হ কিংবা বিস্‌মিল্লা-হি আওয়ালুহু ওয়া আখিরুহু বলবে– *(দেখুন : আল মাজমূ'- ১/৩৪৫)*। ❑

## প্রচ্ছদ রচনা

# গাজা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ফিলিস্তিন

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

গাজা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হলো ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে রয়েছে বিএ, বিএসসি, এমএ, এমএসসি, এমডি, পিএইচডি, ডিপ্লোমা ও উচ্চতর ডিপ্লোমা প্রদান করতে সক্ষম এগারোটি অনুষদ। এছাড়া বিশটি ভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র ও ইনস্টিটিউট এবং একটি অধিভুক্ত তুর্কি-ফিলিস্তিনি ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল। গাজা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বারোটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং উচ্চতর শিক্ষার নেটওয়ার্কের সদস্য।

**ইতিহাস :** ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল না। তার আগে ফিলিস্তিনিরা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে ভ্রমণ করত। বেশিরভাগই মিশরীয় এবং জর্ডানের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে যেত। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও গাজা স্ট্রিপ ইয়াহূদীবাদীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের দখলের পর অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি, ছাত্র আন্দোলনের উপর বিধিনিষেধ এবং আরব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফিলিস্তিনি ছাত্রদের ভর্তির উপর ক্রমবর্ধমান সীমাবদ্ধতার কারণে ফিলিস্তিনের অধিকৃত অঞ্চলে স্থানীয় উদ্যোগে প্রবীণদের নেতৃত্বে জাতীয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গাজা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কমিটি গঠন করে ফিলিস্তিনিরা। গাজা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কমিটির নেতৃত্ব দেন তৎকালীন আজহারী ইনস্টিটিউটের গাজা চ্যাপ্টারের প্রধান শেখ মোহাম্মদ আওয়াদ। ১২ এপ্রিল ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ডিক্রি জারি করে, যা শরীয়া, উসুলুদ্-দ্বীন এবং আরবি ভাষা (যা পরে কলা অনুষদে বিকশিত হয়) এই তিনটি অনুষদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়টি পরে নভেম্বর ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে একটি স্বাধীন, অলাভজনক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে উদ্বোধন করা হয়। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে বাণিজ্য ও কলা অনুষদ, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষা অনুষদ, ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে নার্সিং এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুষদ ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে তারপর ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে, মেডিসিন অনুষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

**এক নজরে গাজা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় :** * গ্লোবাল বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্ক (২০২৩) : ৬০১-৮০০। * আরব বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্ক (২০২৩) : ৯১-১০০। * ফিলিস্তিন বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্ক (২০২৩) : ০৪। * ধরন : পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। * শিক্ষায়তনিক ব্যক্তিবর্গ : ৩০৭। * শিক্ষার্থী সংখ্যা : ১৭,৮৭৪। * প্রতিষ্ঠিত সাল : ১৯৭৮। * স্থান : গাজা উপত্যকা, ফিলিস্তিন।

**ইসরায়েলি বিমান হামলা :** গাজা যুদ্ধের সময় ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে স্থানীয় সময় ২৮ অথবা ২৯ ডিসেম্বর শেষ রাতে ইয়াহূদীবাদীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাঈলের বিমান বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ছয়টি বিমান হামলা করে। ফিলিস্তিনি শিক্ষাবিদরা দাবি করেছেন যে, এই হামলায় মাইক্রোবায়োলজি, হেমাটোলজি, জেনেটিক্স, মেডিকেল টেকনোলজি এবং মেডিকেল কেমিস্ট্রি ল্যাব, ফিজিক্স ল্যাব, এনভায়রনমেন্টাল এবং আর্থ সায়েন্স ল্যাব, বায়োলজি ল্যাব, বায়োটেকনোলজি ল্যাব, অপটিক্স ল্যাব, কেমিস্ট্রি ল্যাব, ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবসহ ৭৪টি ল্যাব এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও আইটি ভবন ধ্বংস হয়েছে। তারপর আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা হামলা হয় ২ আগস্ট শনিবার ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল-গাজা সংঘর্ষের সময়, যেখানে একটি ইসরায়েলি বিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনকে লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালায়, তাতে প্রশাসনিক ভবন এবং আশেপাশের ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বশেষ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে ১০ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাঈল বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বিমান হামলা চালায় এতে গাজা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। ❑

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

৬৫ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ৩০ অক্টোবর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১৪ রবিউস্ সানি- ১৪৪৫ হি.

## আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও সালাত টাইম-এর সময় সমন্বয়ে ঢাকা জেলার

# দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

## নভেম্বর

| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ঈশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ০৪:৪৩ | ০৬:০৩ | ১১:৪৩ | ০২:৫৬ | ০৫:২১ | ০৬:৫১ |
| ০২ | ০৪:৪৩ | ০৬:০৪ | ১১:৪৩ | ০২:৫৫ | ০৫:২০ | ০৬:৫০ |
| ০৩ | ০৪:৪৪ | ০৬:০৫ | ১১:৪৩ | ০২:৫৫ | ০৫:১৯ | ০৬:৪৯ |
| ০৪ | ০৪:৪৪ | ০৬:০৫ | ১১:৪৩ | ০২:৫৪ | ০৫:১৯ | ০৬:৪৯ |
| ০৫ | ০৪:৪৫ | ০৬:০৬ | ১১:৪৩ | ০২:৫৪ | ০৫:১৮ | ০৬:৪৮ |
| ০৬ | ০৪:৪৫ | ০৬:০৬ | ১১:৪৩ | ০২:৫৪ | ০৫:১৮ | ০৬:৪৮ |
| ০৭ | ০৪:৪৬ | ০৬:০৭ | ১১:৪৩ | ০২:৫৩ | ০৫:১৭ | ০৬:৪৭ |
| ০৮ | ০৪:৪৬ | ০৬:০৮ | ১১:৪৩ | ০২:৫৩ | ০৫:১৭ | ০৬:৪৭ |
| ০৯ | ০৪:৪৭ | ০৬:০৮ | ১১:৪৩ | ০২:৫৩ | ০৫:১৬ | ০৬:৪৬ |
| ১০ | ০৪:৪৭ | ০৬:০৯ | ১১:৪৩ | ০২:৫২ | ০৫:১৬ | ০৬:৪৬ |
| ১১ | ০৪:৪৮ | ০৬:১০ | ১১:৪৩ | ০২:৫২ | ০৫:১৫ | ০৬:৪৫ |
| ১২ | ০৪:৪৮ | ০৬:১০ | ১১:৪৩ | ০২:৫২ | ০৫:১৫ | ০৬:৪৫ |
| ১৩ | ০৪:৪৯ | ০৬:১১ | ১১:৪৪ | ০২:৫২ | ০৫:১৫ | ০৬:৪৫ |
| ১৪ | ০৪:৪৯ | ০৬:১১ | ১১:৪৪ | ০২:৫১ | ০৫:১৪ | ০৬:৪৪ |
| ১৫ | ০৪:৫০ | ০৬:১২ | ১১:৪৪ | ০২:৫১ | ০৫:১৪ | ০৬:৪৪ |
| ১৬ | ০৪:৫০ | ০৬:১৩ | ১১:৪৪ | ০২:৫১ | ০৫:১৪ | ০৬:৪৪ |
| ১৭ | ০৪:৫১ | ০৬:১৩ | ১১:৪৪ | ০২:৫১ | ০৫:১৩ | ০৬:৪৩ |
| ১৮ | ০৪:৫২ | ০৬:১৪ | ১১:৪৪ | ০২:৫১ | ০৫:১৩ | ০৬:৪৩ |
| ১৯ | ০৪:৫২ | ০৬:১৫ | ১১:৪৫ | ০২:৫০ | ০৫:১৩ | ০৬:৪৩ |
| ২০ | ০৪:৫৩ | ০৬:১৫ | ১১:৪৫ | ০২:৫০ | ০৫:১৩ | ০৬:৪৩ |
| ২১ | ০৪:৫৩ | ০৬:১৬ | ১১:৪৫ | ০২:৫০ | ০৫:১২ | ০৬:৪২ |
| ২২ | ০৪:৫৪ | ০৬:১৭ | ১১:৪৫ | ০২:৫০ | ০৫:১২ | ০৬:৪২ |
| ২৩ | ০৪:৫৪ | ০৬:১৮ | ১১:৪৬ | ০২:৫০ | ০৫:১২ | ০৬:৪২ |
| ২৪ | ০৪:৫৫ | ০৬:১৮ | ১১:৪৬ | ০২:৫০ | ০৫:১২ | ০৬:৪২ |
| ২৫ | ০৪:৫৬ | ০৬:১৯ | ১১:৪৬ | ০২:৫০ | ০৫:১২ | ০৬:৪২ |
| ২৬ | ০৪:৫৬ | ০৬:২০ | ১১:৪৭ | ০২:৫০ | ০৫:১২ | ০৬:৪২ |
| ২৭ | ০৪:৫৭ | ০৬:২০ | ১১:৪৭ | ০২:৫০ | ০৫:১২ | ০৬:৪২ |
| ২৮ | ০৪:৫৭ | ০৬:২১ | ১১:৪৭ | ০২:৫০ | ০৫:১২ | ০৬:৪২ |
| ২৯ | ০৪:৫৮ | ০৬:২২ | ১১:৪৮ | ০২:৫০ | ০৫:১২ | ০৬:৪২ |
| ৩০ | ০৪:৫৯ | ০৬:২২ | ১১:৪৮ | ০২:৫০ | ০৫:১২ | ০৬:৪২ |

লাব্বাইক আল্লা-হুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারিকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা
লাকা ওয়াল মুলক্ লা-শারীকালাক্

সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং

সকল দেশের টিকেটিং

দীর্ঘ ১৪ বছরের
অভিজ্ঞতার আলোকে
সর্বোচ্চ সেবা
প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ

হজ্জ
উমরাহ
বুকিং
চলছে

## আমাদের সেবাসমূহ:

* বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র আলোকে হজ্জ সম্পাদনের ব্যবস্থাকরণ;
* অভিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে সার্বক্ষণিক হজ্জ সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল প্রদান;
* হজ্জ ফ্লাইট চালু হওয়ার প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ;
* কাবা শরিফের সন্নিকটে প্যাকেজভেদে ফাইভ স্টার, ফোর স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা;
* মক্কা-মদীনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা;
* রুচিশীল, স্বাস্থ্যসম্মত এবং মানসম্পন্ন খাবারের সুব্যবস্থা।

তাকওয়া ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত
হজ্জ ও উমরা পালনের এক বিশ্বস্ত নাম

# রিহাবুল হারামাইন হজ্জ কাফেলা

সত্ত্বাধিকারী: শাইখ মুহাম্মদ রায়হান উদ্দীন

ব্যবস্থাপনায়: দেশ ভ্রমণ (প্রা:) লিমিটেড [লাইসেন্স নং: ০০৫১]
মোবাইল: ০১৭২০-১২৮১৬০, ০১৮১৯-৯৯৩৯৩০

**হেড অফিস :**
রুপায়ন তাজ টাওয়ার (লিফটের ৬)
স্যুইট # এফ/৬, ১ এন্ড ১/১ নয়াপল্টন
কালভার্ট রোড, ঢাকা-১০০০

যোগাযোগ:

**গাজীপুর অফিস :**
৩৬ নং ওয়ার্ড, কামারজুরী
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর মহানগর, গাজীপুর

মাওলানা মো. রাকিবুল হাসান
মোবাইল: ০১৭১৬-৭৯৫১৬৩ সৌদি নম্বর: ০০৯৬৬-৫৬০৪৭১৩৫৪

**THE WEEKLY ARAFAT,** REG. DA.60 ▪ PRICE Tk. **25.00**


## লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের কারিকুলামের আলোকে সালাফদের মানহাজ অনুসারে চক্ষু শীতলকারী সন্তান, সুদক্ষ নাগরিক এবং আরবী, ইংরেজি ও তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন ইসলামী স্কলার গড়াই **জামি'আ মানারুত তাওহীদ** -এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

• আবাসিক • অনাবাসিক • ডে-কেয়ার

# ভর্তি চলছে

### বৈশিষ্ট্যসমূহ

- কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সহীহ আকীদা ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষাদান।
- ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় এবং প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা প্রদান।
- অ্যাক্টিভিটি বেইসড লার্নিং সিস্টেম।
- আরবী ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সৌদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টেক্সটবুক অনুসরণে পাঠদান।
- ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অক্সফোর্ড/ক্যামব্রিজ এর কারিকুলাম অনুসরণ।
- বিশুদ্ধ ইবাদতের প্রশিক্ষণ ও ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করণ।
- কৃতিত্বের সাথে শিক্ষা সম্পন্নকারীদের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহির্বিশ্বে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ ইনশাআল্লাহ।

### বিভাগসমূহ

**ইসলামী শিক্ষা বিভাগ**
প্লে থেকে নবম শ্রেণী

**তাহফীযুল কুরআন বিভাগ**
প্রি-তাহফীয ও তাহফীয

**হিফয শুনানী ও ইসলামী শিক্ষা শর্ট কোর্স**

**সার্টিফিকেট কোর্স (অনলাইন)**
আরবী ভাষা ও অন্যান্য

সফলতার দ্বিতীয় বছর

প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান
**শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী**

# জামি'আ মানারুত তাওহীদ

জামি'আ মানারুত তাওহীদ
JAMIA MANARUT TAWHEED

ক্যাম্পাস: হাউজ- ৫২, রোড- ১৫, সেক্টর- ১৪, উত্তরা, ঢাকা ১২৩০
017500 300 27, 017500 300 91 www.jmtawheed.com
jamiamanaruttawheed@gmail.com jamiamanaruttawheed Jamia Manarut Tawheed


প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত